

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

قرآن مجید و تجوید

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
سُبْلَى اللَّهِ عَزَّلَهُ
وَسَلَّمَ



বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ষষ্ঠি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলিপে নির্ধারিত

الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ وَالْتَّجْوِيدُ

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

দাখিল ষষ্ঠি শ্রেণি

রচনা ও সংকলন

মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ
মাওলানা আ.ন.ম. আব্দুল কাইউম
মাওলানা মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক

সম্পাদনা

প্রফেসর এ.কে.এম. ইয়াকুব হোসাইন

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : , ২০১৭

ডিজাইন

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দ্রৃঢ় আঙ্গ রেখে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পঞ্চায় জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী করে সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা-ধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমন্ত্র জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ি ও দাখিল ভরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্বাভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সূজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার মহান বাণী ও ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর পঠন শিক্ষা, বিশুদ্ধ তেলাওয়াত এবং এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে “কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ” পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোন প্রকার ভুলক্রটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর এ. কে. এম. ছায়েফ উল্যা
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায়

কুরআন মাজিদের পরিচয় ও ইতিহাস

১ম পাঠ : কুরআন মাজিদের পরিচয়	১
২য় পাঠ : কুরআন মাজিদ শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত	৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাজভিদসহ পঠন এবং অর্থসহ মুখ্যকরণ

১. সুরা কারিয়া	৮	৭. সুরা মাউন	১২
২. সুরা তাকাসুর	৯	৮. সুরা কাওসার	১২
৩. সুরা আসর	১০	৯. সুরা কাফেরুল	১৩
৪. সুরা ইমাজাহ	১০	১০. সুরা নাছর	১৩
৫. সুরা ফিল	১১	১১. সুরা লাহাব	১৪
৬. সুরা কোরাইশ	১১		

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন মাজিদ

প্রথম পরিচেদ : ইমান

১ম পাঠ : আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস	১৫
২য় পাঠ : নবি ও রসূলদের প্রতি বিশ্বাস	২২
৩য় পাঠ : পরিকালের প্রতি বিশ্বাস	২৯

দ্বিতীয় পরিচেদ : তাহারাত

১ম পাঠ : অজু ও তায়ামুমের বিধান	৩৬
২য় পাঠ : গোসল ও এন্টেঞ্জার নিয়মকানুন	৪৩
৩য় পাঠ : পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব	৪৯

তৃতীয় পরিচেদ : আখলাক

(ক) ফাজায়েল বা সচরিত্র

১ম পাঠ : সালাম বিনিময়	৫৪
২য় পাঠ : তাওয়াক্কুল	৫৯
৩য় পাঠ : সত্যবাদিতা	৬৪
৪র্থ পাঠ : মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ	৬৯

(খ) রাজায়েল বা অসংচরিত

১ম পাঠ : মিথ্যার কুফল	৭৫
২য় পাঠ : অহংকারের পরিণতি	৮১
৩য় পাঠ : পরানিন্দা	৮৭
৪র্থ পাঠ : অপচয়	৯৩

চতুর্থ অধ্যায়

তাজভিদ শিক্ষা

১ম পাঠ : তাজভিদের গুরুত্ব ও পরিচয়	৯৮
২য় পাঠ : আরবি হরফসমূহের মাখরাজের বিবরণ	৯৯
৩য় পাঠ : নূন সাকিন ও তানভিনের বর্ণনা	১০০
৪র্থ পাঠ : মিম সাকিনের বর্ণনা	১০৩
৫ম পাঠ : মাদ্দের বিবরণ	১০৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়
কুরআন মাজিদের পরিচয় ও ইতিহাস
প্রথম পাঠ
কুরআন মাজিদের পরিচয়

কুরআন মাজিদের পরিচয়:

মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। ইহা মানব জাতিকে আল্লাহ তাআলার পথে পরিচালিত করার সুমহান লক্ষ্যে সর্বশেষ রসূল হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর জিবরাইল আমিনের মাধ্যমে সুন্দীর্ঘ ২৩ বছরে আরবি ভাষায় নাজিল করা হয়।

শান্তিক বিশেষণ:

فُرْقَانٌ شব্দটি মূলতْ ওজনে মাসদার (উৎস)। মূলাক্ষর হচ্ছে - ر - و - ق - (قَرْء) অর্থ পড়া, পাঠ করা। এখানে আলফুরো শব্দটি পঠিত (Al-Qur'aan) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা এবং তুরাতে শব্দটি আসমানি গ্রন্থের মৌলিক নাম।

সংজ্ঞা:

- কুরআন হচ্ছে-
ক. আল্লাহ তাআলার কালাম; যা
খ. হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ;
গ. মাসহাফে (গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ;
ঘ. অসংখ্য ধারায় সুন্দৃতভাবে বর্ণিত; এবং
ঙ. যাবতীয় সন্দেহের অবকাশ থেকে মুক্ত পবিত্র গ্রন্থ।

নামকরণ: কুরআন মাজিদের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমন:

১. অর্থ অর্থে আলফুরো শব্দটি (Al-Qur'aan)। অন্যান্য আসমানি কিতাব অপেক্ষা কুরআন মাজিদ অধিক পরিমাণে পঠিত হয় বিধায় এ গ্রন্থটিকে কুরআন মাজিদ বলা হয়।
২. কুরআন উৎস থেকে নির্গত। যার অর্থ মিলিত হওয়া। যেহেতু কুরআন মাজিদের সুরা, আয়াত এবং অক্ষরসমূহ একটি অপরটির সাথে মিলিত এজন্য এ গ্রন্থটিকে আলফুরো বলা হয়।

৩. ﴿الْقُرْآنُ﴾ শব্দটি উৎস থেকে গৃহীত। অর্থ জমা করা, একত্রিত করা। যেহেতু কুরআন মাজিদ সকল প্রকার জ্ঞানের উৎস-ভাণ্ডার, সেহেতু একে ﴿الْقُরْآنُ﴾ নামে নামকরণ করা হয়।

ইতিহাস:

কুরআন মাজিদ সর্বকালের সকল স্তরের মানুষের জন্য একমাত্র হিদায়াত গ্রন্থ। যাতে রয়েছে মানব জীবনের সকল বিষয়ের আলোচনা এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান। আরব ভূ-খণ্ডসহ সমগ্র বিশ্ব যখন অঙ্গতা, কুসংস্কার ও ধর্মহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, এমনকি পবিত্র কাবাঘর পর্যন্ত মুর্তিপূজার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে পড়েছিল, তেমনি একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পবিত্র মক্কা নগরীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি মক্কা মোয়াজ্জামার অদূরে হেরো গুহায় ধ্যানময় হয়ে পথহারা মানব জাতির হিদায়াতের উপায় নিয়ে ভাবতে লাগলেন। দিন দিন তিনি নির্জনমুখী হয়ে পড়লেন। একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ কিতাব নাজিলের পূর্বে রসূল (ﷺ) কে প্রস্তুত করে তোলা হয়। কেননা, তাঁর উপর এমন এক মহান কিতাব নাজিল হওয়ার সময় অত্যাসন্ন, যা সুদৃঢ় পাহাড়ের উপর নাজিল করা হলে পাহাড়ও আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিগলিত হয়ে যেত। দিবা-রাত্রি নিরিবিলি ইবাদতে আত্মনিয়োগের পর রমজান মাসে জিবরাইল আমিন তাঁর কাছে সর্বপ্রথম ওহি নিয়ে আগমন করেন এবং সুরা আলাক এর প্রথম পাঁচ আয়াত শিক্ষা দেন। সে দিন থেকে কুরআন নাজিল শুরু হয়। নাজিলের এই প্রাথমিক অবস্থায় নবি করিম (ﷺ) নাজিলকৃত আয়াতসমূহ মুখ্য করে রাখেন। পরবর্তীতে পশু-প্রাণীর চামড়ায়, হাড়ে, গাছের ছালে, শুকনো পাতায় ও প্রস্তরখণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই লিপিবদ্ধ প্রক্রিয়া কুরআন হেফজ করার পাশাপাশি এর নাজিল হওয়ার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

কুরআন মাজিদের গঠন ও কাঠামো:

কুরআন মাজিদে সর্বমোট ১১৪টি সুরা রয়েছে। তন্মধ্যে ৮৬টি মক্কি এবং ২৮টি মাদানি। প্রথম সুরা আল-ফাতিহা ও শেষ সুরা আন-নাস। কুরআন মাজিদের সর্বক্ষেত্র আয়াত হচ্ছে ﴿إِنَّمَا نَزَّلَ رَبُّكَ مِنْ جِبِيلَ﴾ এবং সর্ববৃহৎ আয়াত হচ্ছে সুরা বাকারার ২৮-২ নম্বর আয়াত। কুরআন মাজিদের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি। সুরা হিসেবে আল-বাকারা সর্ববৃহৎ এবং সুরা আল-কাওসার সবচেয়ে ছোট। তেলাওয়াতের সুবিধার্থে কুরআন মাজিদকে ৩০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর একেকটি ভাগকে আরবিতে ﴿جِبِيلَ﴾ ও ফারসিতে ‘পারা’ বলে।

নামাজে তেলাওয়াতের সুবিধার্থে সমগ্র কুরআন মাজিদকে ৫৪০টি রুকুতে ও ৭টি মঞ্জিলে বিভক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ

কুরআন মাজিদ শিক্ষার শুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআন মাজিদ শিক্ষার শুরুত্ব:

কুরআন মাজিদ মানব জাতির হিদায়াতের জন্য অবতারিত। মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনা করার জন্য কুরআন মাজিদে পরিপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মহানবি (ﷺ) কে একাধিক উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলো কুরআন মাজিদ শিক্ষা দেওয়া। যেমন কুরআন মাজিদে আছে-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
أَيْتَكَ وَتُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَرُئُسِّيْهِمْ ... الخ (البقرة-
(۱۹۹)

“হে আমাদের রব, আপনি তাদের মধ্য হতে এমন একজন রসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন।” (সুরা আল বাকারা, আয়াত-১২৯)

তাছাড়া কুরআন মাজিদ অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য উহা শিক্ষার বিকল্প নেই। হাদিস শরিফে কুরআন মাজিদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ - (রَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ)

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন মাজিদ শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারি)

কুরআন মাজিদ শিক্ষার প্রতি শুরুত্বারোপ করে মহানবি (ﷺ) আরো বলেন-

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ - (রَوَاهُ
الْتَّرمِذِيُّ عَنْ أَبِي عَبَّاسِ)

অর্থাৎ, যার মধ্যে কুরআন মাজিদের কিছু মাত্র নেই, সে উজাড় গৃহের মতো।

আর নামাজে কুরআন মাজিদ পাঠ করা ফরজ বিধায় প্রয়োজন পরিমাণ উহা শিক্ষা করা ফরজে আইন।

কুরআন মাজিদ শিক্ষার ফজিলত: কুরআন মাজিদ শিক্ষার ফজিলত অনেক। যেমন-

১. হাদিসে বলা হয়েছে-

الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكَرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي
يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَغَتَّبُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرٌ - (রواه
النَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ)

যে কুরআন মাজিদ পড়ে এবং তাতে সে অভিজ্ঞ, তার হাশর হবে নেককার ওহি লেখক সাহাবিদের সাথে এবং যে তো তো করে কষ্ট করে কুরআন মাজিদ পড়ে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।

২. অন্য হাদিসে আছে-

إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قِيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَهْلُ
الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ (রواه أَحْمَدُ عَنْ أَنَسِ)

নিচয় মানুষের মধ্য হতে আল্লাহর একদল আহল আছে। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তারা কারা? তিনি বললেন, যারা কুরআনের আহল, তারাই আল্লাহর আহল ও বিশেষ লোক। (আহমদ)

৩. কুরআন মাজিদ শিখলে এবং তা তেলাওয়াত করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। যেমন হাদিস শরিফে আছে-

مَنْ قَرَأَ حَزْفًا مَنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ
أَمْثَالِهَا - لَا أَفُولُ الْمَ حَرْفٌ بَلْ أَلْفُ حَرْفٍ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ -
(رواه الترمذি عن ابن مسعود)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে ১টি হরফ পড়বে, সে ১টি নেকি লাভ করবে এবং একটি নেকিকে দশগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। আমি বলি না 'الم' একটি হরফ। বরং 'اللف' (বর্ণটি) একটি হরফ, 'لام' (বর্ণটি) একটি হরফ এবং 'ميم' (বর্ণটি) একটি হরফ।

মোটকথা, কুরআন মাজিদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনেক সম্মান এবং ফজিলত কুরআন মাজিদে ও হাদিসে বলা হয়েছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. কুরআন মাজিদ নাজিল হয় কত বছর ধরে?

- ক. ২২
- গ. ২৪

- খ. ২৩
- ঘ. ২৫

২. কুরআনকে কুরআন বলার কারণ কী?

- ক. মানুষের জন্য সংবিধান হওয়ায়
- গ. সত্য ও বাস্তব উপদেশ থাকায়

- খ. অধিক পরিমাণে পঠিত হওয়ায়
- ঘ. তাওহিদ ও রেসালাতের আয়ত থাকায়

৩. কুরআন মাজিদ নাজিল হয়েছে মানুষের-

- i. হিদায়েতের জন্য
- iii. অন্যায় দূর করার জন্য

- ii. সমস্যা নিরসনের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- গ. ii ও iii

- খ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৪. যে কুরআন মাজিদ শিক্ষা দেয় সে কেমন?

- ক. উন্নত
- গ. ভালো

- খ. সর্বোত্তম
- ঘ. জান্নাতি

৫. ওহি লেখক সাহাবির সাথে হাশর হবে কার?

- ক. বেশি সালাত আদায়কারীর
- গ. কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ ব্যক্তির

- খ. বেশি সাওম পালনকারীর
- ঘ. বেশি সাদাকাহ দানকারীর

৬. ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন-

- i. কুরআনের শিক্ষা
- ii. হাদিসের অনুশীলন
- iii. সাহাবাগণের অনুসরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- গ. ii ও iii

- খ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

কুরআন মাজিদ তেলাওতের ফজিলত শুনে আব্দুর রহিম তার ছেলেকে মন্তব্য পাঠালো। ছেলে
তেলাওয়াত করল- **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**

৭. রহিমের ছেলের বিসমিল্লাহ পড়াতে কত নেকি হল?

৭. রহিম কর্তৃক তার ছেলেকে মন্তব্যে পাঠানোর হুকুম কী ছিল?

- ক. ফরজ
খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নাত
ঘ. মুস্তাহব

খ. সুজনশীল প্রশ্ন:

রসুলপুর গ্রাম যখন কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও মৃত্তিপূজায় ছেয়ে যায়, তখন মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক- মাওলানা নেছারদিনকে পাঠালেন মানুষকে আলোর পথ দেখানোর জন্য। এতে এলাকায় শান্তি ও দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক. الْقُرْآن শব্দটি কোন ওজনে এসেছে?

- খ. কুরআনকে কুরআন বলার কারণ কী?

গ. রসূলপুর গ্রামের অবস্থা কোন যুগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বুঝিয়ে লেখ।

ঘ. মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক সাহেবে কর্তৃক নেছারামদিনকে রসূলপুর গ্রামে পাঠানোর যথার্থতা তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাজভিদসহ পঠন এবং অর্থসহ মুখস্থকরণ

কুরআন মাজিদ হলো আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত এক মহাগ্রন্থ। তাই তার পঠনবিধিও নির্ধারিত। হজরত জিবরাইল (صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ) প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ) এর কাছে তাজভিদ সহকারে কুরআন মাজিদ পাঠ করে শোনাতেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ রাকুন আলামিন তাজভিদ সহকারে কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: **وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا** (المزمول-৪) অর্থাৎ “আপনি কুরআনকে তারতিল সহকারে পাঠ করুন।”

তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা ফরজ। কুরআন মাজিদকে তাজভিদ অনুযায়ী তেলাওয়াত না করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি অশুধ কুরআন তেলাওয়াত করায় পাপ হয়। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে নবি করিম (صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ) বলেন:

رَبَّ تَالِ لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ (كذا فِي الإِحْيَا عَنْ أَنْسٍ)

অর্থাৎ “কুরআনের এমন কিছু পাঠক আছে যাদেরকে কুরআন লান্ত করে।”

কিয়ামতের ময়দানে তাজভিদ সহকারে কুরআন মাজিদ পাঠকারীর পক্ষে উহা সাক্ষী হবে। আর ভুল পাঠকারীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। তাই তাজভিদের জ্ঞান অর্জন করা অতীব জরুরি। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জাজরি বলেন:

أَلَا خُذْ بِالْتَّجْوِيدِ حَتَّمْ لَّا زُمْ + مَنْ لَمْ يُجَوِّدْ الْقُرْآنَ أَثِمْ

“তাজভিদকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যিক, যে কুরআন মাজিদকে তাজভিদ সহকারে পড়ে না সে পাপী।”

তাই ইলমে তাজভিদের কায়দাগুলো জানা অতীব জরুরি। কুরআন মাজিদকে তাজভিদ অনুযায়ী পড়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক একে অর্থসহ মুখস্থ করাও জরুরি। কেননা, প্রয়োজনমত কুরআন মুখস্থ করা ও তার ব্যাখ্যা জানা ফরজে আইন। অবশ্য, পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা ও সমগ্র কুরআনের ব্যাখ্যা জানা ফরজে কেফায়া। কুরআন মাজিদকে অর্থসহ বুবা এবং তা নিয়ে গবেষণার তাকিদও রয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন:

أَفَلَا يَتَبَرَّؤُنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا (محمد-১৪)

অর্থ: “তারা কি কুরআন মাজিদকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে না। নাকি (তাদের) কলবের উপর তালা বদ্ধ করা হয়েছে।”

কুরআন মাজিদ মানব জীবনের সংবিধান। তাছাড়া দৈনন্দিন ফরজ ইবাদত তথা সালাত আদায়ের জন্য তা শিক্ষা করা অপরিহার্য। কারণ, সালাতে কেরাত পড়া ফরজ। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন- **فَأَفْرِءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ**

২০) হাদিস শরিফে আছে- **خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ** তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয় (বুখারি)।

কুরআন নাজিলের পর নবি করিম (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে উহা মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন।

তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম কুরআন মাজিদ হতে যা শিক্ষা করতেন তা মুখস্থ করেই শিক্ষা করতেন।

কেননা, প্রবাদে আছে- **الْعِلْمُ فِي الصُّدُورِ لَا فِي السُّطُورِ**- ইলম হলো উহা, যা বক্ষে থাকে।

যা ছত্রে থাকে তা প্রকৃত ইলম নয়। যেমন- বাংলা বচনে আছে, ‘গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহণ্তে ধন, নহে বিদ্য নহে ধন হলে প্রয়োজন’।

তাই কুরআন মাজিদ শিক্ষার ক্ষেত্রে উহা মুখস্থ করে নেওয়ার দিকটাকে আমাদের প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া নামাজে যে কেরাত পড়তে হয় তাও মুখস্থই পড়তে হয়। দেখে তেলাওয়াত করলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَيْنَ الْقُرْآنَ (رواه الحكيم عن أبي إمامه)

যে অন্তর কুরআন মুখস্থ করেছে আল্লাহ তাআলা তাকে শান্তি দিবেন না। মোটকথা, কুরআন মাজিদ শিক্ষার ক্ষেত্রে উহা মুখস্থ করণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মুখস্থ ও অনুবাদ শিক্ষার নিমিত্তে ১১টি সুরা প্রদত্ত হলো।

১০১. সুরা কারিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রম করণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. করাঘাতকারী।	١. الْقَارِعَةُ
২. করাঘাতকারী কী?	٢. مَا الْقَارِعَةُ
৩. করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন?	٣. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ
৪. যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত।	٤. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوشِ
৫. এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত পশ্চের মত।	৫. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعَمِينِ الْمَنْفُوشِ

অনুবাদ	আয়াত
৬. অতএব যার পাল্লা ভারী হবে,	٦. فَامَّا مَنْ شَقَّ لِثُ مَوازِينُهُ
৭. সে সুখীজীবন যাপন করবে।	٧. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে,	٨. وَامَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ
৯. তার ঠিকানা হবে হাবিয়া।	٩. فَامُّهَ هَاوِيَةٌ
১০. আপনি কি জানেন তা কী?	١٠. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةُ
১১. প্রজ্ঞালিত অংশি।	١١. نَارٌ حَامِيَةٌ

১০২. সুরা তাকাসুর

মঙ্গায় অবর্তীণ: আয়াত সংখ্যা ০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে,	١. الْهُكْمُ التَّكَاثُرُ
২. এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।	٢. حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
৩. এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে।	٣. كَلَّا سُوفَ تَعْلَمُونَ
৪. অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্ত্বরই জেনে নেবে।	٤. ثُمَّ كَلَّا سُوفَ تَعْلَمُونَ
৫. কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে।	٥. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ
৬. তোমরা অবশ্যই জাহানাম দেখবে।	٦. لَتَرَوْنَ الْجَهَنَّمَ
৭. অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে,	٧. ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ
৮. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।	٨. ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

১০৩. সুরা আসর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. কসম যুগের (সময়ের)	١. وَالْعَصْرِ
২. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;	٢. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ
৩. কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরম্পরাকে তাকিদ দেয় সত্যের এবং তাকিদ দেয় সবরের।	٣. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

১০৪. সুরা ইমায়াহ

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ,	١. وَيُلِّكُلٌ هُمَزَةٌ لَمَزَةٌ
২. যে অর্থ সঞ্চয় করে ও গণনা করে।	٢. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدَةً
৩. সে মনে করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।	٣. يُخَسِّبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
৪. কথনও না, সে অবশ্যই নিষ্ক্রিয় হবে হৃতামার মধ্যে।	٤. كَلَّا لَيُنْبَذَنَ فِي الْحُكْمَةِ وَمَا أَذْرِكَ مَا الْحُكْمَةُ
৫. আপনি কি জানেন, হৃতামা কী?	٥. وَمَا أَذْرِكَ مَا الْحُكْمَةُ
৬. এটা আল্লাহর প্রজ্ঞালিত অগ্নি,	٦. نَارُ اللَّهِ الْمُؤْقَدَةُ
৭. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে।	٧. الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْيَدَةِ
৮. এতে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হবে।	٨. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ
৯. লম্বা লম্বা খুঁটিতে।	٩. فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

১০৫. সুরা ফিল

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তিবাহিনীর সাথে কিরাপ ব্যবহার করেছেন?	۱. الْمُتَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
২. তিনি কি তাদের চক্রান্তকে নস্যাত করে দেননি?	۲. الْمُيَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
৩. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাথি।	۳. وَأَزْسَلَ عَلَيْهِمْ طِيرًا أَبَايِيلَ
৪. যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিষ্কেপ করছিল।	۴. تَرْمِيْهُمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِيلٍ
৫. অতঙ্গের তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসাদৃশ করে দেন।	۵. فَجَعَلَهُمْ كَعْصِفًا كُولٍ

১০৬. সুরা কোরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. কোরাইশের আসঙ্গির কারণে, ২. আসঙ্গির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।	۱. لَا يُلْفِ قُرْيَشٍ
৩. অতএব, তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার	۲. إِلَفِهِمْ رُحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ
৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।	۳. فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۴. الَّذِي أَطْعَهَهُمْ مِّنْ جُنُعٍ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

১০৭. সুরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে?	١. أَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْيَوْمِ
২. সে সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয়।	٢. فَذِلَّكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ
৩. এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।	٣. وَلَا يَحْضُنْ عَلَىٰ كَعَامِ الْمِسْكِينِ
৪. অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজির	٤. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ
৫. যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর,	٥. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ
৬. যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে	٦. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَأُوْنَ
৭. এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।	٧. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

১০৮. সুরা কাওসার

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।	١. إِنَّا آغْطِيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
২. অতএব, আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানি করুন।	٢. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأْنْحِزْ
৩. যে আপনার শক্ত, সেই তো লেজকাটা, নির্বাঙ্গ।	٣. إِنَّ شَائِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

১০৯. সুরা কাফিরুন

মঙ্গায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. বলুন, হে কাফেরকুল,	١. قُلْ يَا يَاهَا الْكُفَّارُونَ
২. আমি ইবাদত করি না, তোমরা যার	٢. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
ইবাদত কর।	٣. وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ
৩. এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যার	٤. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
ইবাদত আমি করি।	٥. وَلَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ
৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার	٦. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِي دِيْنِ
ইবাদত তোমরা কর।	
৫. আর তোমরা ইবাদতকারী নও, যার	
ইবাদত আমি করি।	
৬. তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং	
আমার কর্মফল আমার জন্যে।	

১১০. সুরা নাছৰ

মঙ্গায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়	١. إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর	٢. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي
দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন,	دِيْنِ اللَّهِ أَفَوَاجَا
৩. তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা	٣. فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা	وَاسْتَغْفِرْهُ مَا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
করুন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।	

১১১. সুরা লাহাব

মকায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
<p>১. ধৰংস হোক আবু লাহাবের হস্তধয় এবং ধৰংস হোক সে নিজে,</p> <p>২. কোনো কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে।</p> <p>৩. সতৰাই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে</p> <p>৪. এবং তার জ্ঞী- যে ইন্ধন বহন করে,</p> <p>৫. তার গলদেশে খর্জুরের রশি।</p>	<p>১. تَبَثُّ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ২. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا কَسَبَ ৩. سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ৪. وَأُمَرَاتُهُ حَبَالَةُ الْحَطَبِ ৫. فِي جِيْرِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ</p>

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন মাজিদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমান

১ম পাঠ

আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তাআলা হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা। তাই তাঁকে রব ও ইলাহ হিসেবে মান্য করা এবং তার প্রতি ইমান আনা সকল জিন ও ইনসানের উপর অবশ্য কর্তব্য। তাঁর জাত ও সিফাত এর উপর বিশ্বাস রাখার গুরুত্ব, বিশেষ করে তাঁর একত্বাদের প্রতি ইমান আনার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
<p>২৫৫. আল্লাহ এমন যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো মাঝুদ নেই। তিনি চিরজীব, অসীম সংরক্ষণকারী। তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমানসমূহে এবং জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক তিনি। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে কোনো সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে এবং পশ্চাতে যা কিছু আছে সব কিছু সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আসমান ও জমিন নিয়ে পরিব্যাপ্ত আর এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ঝাল্ট করে না। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। (সুরা বাকারা)</p>	<p>٢٥٥ - أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ؎ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ؎ لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ؎ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ ؎ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ؎ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .</p>

অনুবাদ	আয়াত
১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনো মারুদ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও প্রত্যয়ন করেন যে, তিনি ছাড়া কোনো মারুদ নেই, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুরা আলে-ইমরান:১৮)	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَالْمَلِكُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ . لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

تحقیقات اللفاظ (শব্দ বিশেষণ)

ଶୁଣ୍ଡ : ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ଜାତ ନାମ । କାରୋ କାରୋ ମତେ, ଶୁଣ୍ଡଟି ଏଲ୍ପା ଥେକେ ଉଡ଼ୁଥିଲା । ତବେ ବିଶୁଦ୍ଧ କଥା ହଲୋ ଏଠି ଏକ ନଯ, ବରଂ ତଥା ମୌଳିକ ନାମ ।

إِلٰهٌ : شدّتِي وَجْنَةٌ مُشْبَهَةٌ - صَفَةُ الْأُلُوْهِيَّةِ أَرْثٌ بَرْبُو وَ إِبَادَتِيরِ تَخْذِيلٌ
مَا بُودَ |

الْحَيُّ : চিরঞ্জীব; الْقِيُومُ - চিরস্থায়ী।

الأخل ماسدار نصر مضارع منفي معروف باهات واحد مؤنث غائب : چیگاہ ماندہ لاتا خُذ د جنس فاء ممهیز ارث دھرے نا، اغہن کرے نا ।

يُشَفَّعُ : **الشَّفَاعَةُ** فتح ماضٍ مثبتٍ معروفةٍ باهلاً واحدٌ مذكُورٌ غائبٌ
مادٌ باهلاً $E+F$ جنسٌ صحيحٌ أرثٌ سُبْحَانِ اللهِ تَعَالَى

خَلْفُهُمْ : তাদের পিছনে।

الإحاطة ماسدأر إفعآل بآب مضاي منفي معروف باهات جمع مذكرا غائب : هيگاه لايحيطون
ماڈاہ ارجوف اوی جنس ح+ ط+ و+ ایجھ تارا بئٹن کرتے پارے نا ।

المشيئۃ ماسدار میں سمع باب ماضی مثبت معروف باہاڑ واحد مذکر غائب : چیگاہ جس کے مارک جنس شے اور مادہ اسے دینے والے مذکور غائب ہے۔

كُرْسِيٌّ : তার চেয়ার বা সিংহাসন। **كَرْسِيٌّ** শব্দটি একবচন, বহুবচনে **كُرَاسِيٌّ** কুরসি আল্লাহ তাআলার একটি বিরাট সৃষ্টি, যার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

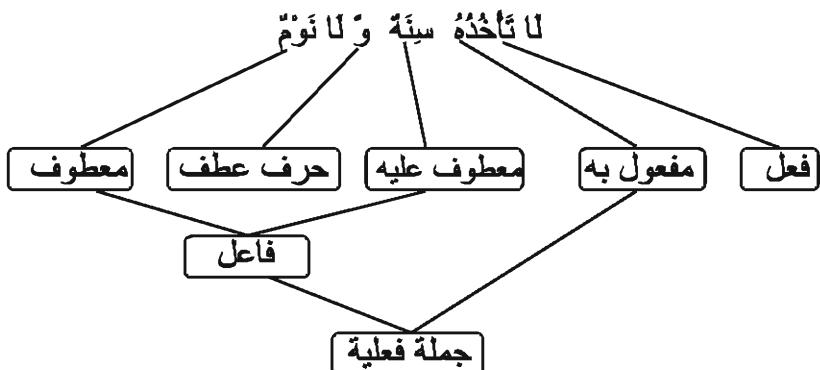
السَّمَوَاتُ : বহুবচন, একবচনে **السماء** অর্থ আকাশ।

لَا يَئُودُ : ছিগাহ বাব মضاع منفي معروف واحد مذكرا غائب **لَا يَئُودُ** مাদ্বাহ মাদ্বাহ অর্থ সে ক্লান্ত হয় না। **لَا يَئُودُ** + جিনস + مركب

الْبَلَى : শব্দটি **الملك** শব্দের مكسر جمع **الْبَلَى** অর্থ ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নূরের তৈরী জীব বিশেষ, যারা সর্বদা তার নির্দেশ পালনে ব্যস্ত।

الْقِسْط : ন্যায়পরায়ণতা, ইহার বাবে ضرب এর মাসদার।

তারাকিব:



মূল বক্তব্য:

প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, সৃষ্টি জগতে তাঁর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সবকিছুর জ্ঞান তাঁর করায়ত্বে। তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন। তার কুরসি আসমান ও জমিন ব্যাপিয়া রয়েছে। তিনি চিরজীব, চির ধারক-বাহক। আর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদের স্বাক্ষীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ফজিলত:

সুরা আলবাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতকে বলা হয় আয়াতুল কুরসি। আয়াতুল কুরসির অনেক ফজিলত আছে। নাসায়ি শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে, **রসুল** (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) এরশাদ করেছেন, যে লোক প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো অন্তরায় থাকে না। অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের আরাম উপভোগ করতে শুরু করবে।

টীকা:

يَغْلِمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ - এর ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আগেরও পরের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত। আগের অবস্থা বলতে বুঝায় প্রকাশ্য বা দৃশ্যমান অবস্থা। আর পরের অবস্থা বলতে অদ্রশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থাকে বুঝায়। এতে আয়াতের অর্থ হবে- কোনো কোনো বিষয় মানুষের জ্ঞানের সামনে আছে। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। সমস্ত বিষয়ের উপরই তার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ - এর ব্যাখ্যা:

কিয়ামতের ময়দানে যখন প্রত্যেকে আপন আপন চিন্তায় অঙ্গু হয়ে যাবে। এমনকি লোকেরা তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন ও বন্ধু-বন্ধুরকে দেখে পলায়ন করতে থাকবে। সেদিন অপরাধীদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না। তবে আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছেন যারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ করতে পারবেন। রসুল (ﷺ) বলেছেন, হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। হাদিস শরিফে আছে, কিয়ামতে সুপারিশ করবেন নবিগণ, আলেমগণ অতঃপর শহিদগণ। (মেশকাত)

ইমানের পরিচয়:

إِيمان شدّتِي بِهِ إِفْعَالٌ এর মাসদার। শান্তিক অর্থ বিশ্বাস করা। পরিভাষায় ইমান বলা হয়- নবি করিম (ﷺ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি অন্তরের বিশ্বাস এবং মৌখিক দ্বীকৃতিকে। আর তা কজে পরিণত করা ইমানের পূর্ণতা।

ইমানের মৌলিক শাখা ৭টি। যথা-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (১) আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস | (২) ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস |
| (৩) আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস | (৪) নবি-রসুলদের প্রতি বিশ্বাস |
| (৫) আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস | (৬) তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস এবং |
| (৭) মৃত্যুর পর পুনরুদ্ধানে বিশ্বাস। | |

আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস এর অপর নাম তাওহিদ।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দিকসমূহ:

১. আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন, **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** অর্থাৎ, বলুন, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন **كَوَّاْكَانْ فِيْهِمَا لِلَّهُمَّ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا** অর্থাৎ, আসমান ও জমিনে যদি এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ থাকতো, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতে।

২. আল্লাহ তাআলা শরিকমুক্ত : তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সত্ত্বাগত, সিফাতগত এবং কর্মগত সকল দিক থেকে লা-শরিক। অর্থাৎ, তিনি জাতগতভাবে এক ও একক। অনুরূপ তার গুণেও কারো অংশ নেই। অংশীদার নেই তার কর্মেরও। যেমন: তিনি আল কুরআনে বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন- **لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذِلِكَ أُمِرْتُ - الْخ**। এ কথা বলতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে।

৩. তাঁর কোনো তুলনা নেই। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন, **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ**, অর্থাৎ, তাঁর মত কিছুই নেই। এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো আল্লাহ নিরাকার অর্থাৎ, মানুষের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর আকার স্থাপন করা অসম্ভব। আল্লাহর যদি আকার থাকত, তাহলে তিনি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়েরে দিকে মুখাপেক্ষী হতেন। অথচ আল্লাহ বলেন, **اللَّهُ أَكْمَدَ** অর্থাৎ আল্লাহ (সকল কিছু থেকে) অমুখাপেক্ষী।

৪. আল্লাহ আদি এবং অত। অর্থাৎ তাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না এবং সব কিছু যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখনো তিনি থাকবেন। যেমন: আল্লাহর ঘোষণা- **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ**- তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ . وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْكَرَامِ

অর্থাৎ, সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে আর বাকি থাকবে শুধু মহাপবিত্র ও সমানিত আপনার রবের অঙ্গত্ব।

৫. আল্লাহ যখন যা ইচ্ছা করতে পারেন। যেমন আল্লাহ বলেন- **فَعَالِ لَمَّا يُرِيدُ** অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

আয়াতের শিক্ষা:

১. আল্লাহ এক ও অবিতীয়।
২. তিনি চিরজীব ও অসীম ক্ষমতাবান।
৩. আসমান জমিনের একচ্ছে অধিপতি তিনি।
৪. যে কোনো অবঙ্গ জ্ঞান তার কাছে আছে।
৫. আসমান জমিনের কোনো কিছুই তার কর্তৃত্বের বাহিরে নয়।
৬. আল্লাহ সুমহান ও শ্রেষ্ঠ।
৭. আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ফেরেশতা ও আলেমগণ সাক্ষ্য দেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. شاءَ شব্দের মূল অক্ষর কী?

ক. ي + ء + ش

খ. ي + ء + ش

গ. و + ء + ش

ঘ. و + ء + ش

২. إيمان. কোন বাবের মাসদার?

ক. تفعيل

খ. ضرب

গ. مفاعة

ঘ. إفعال

৩. কিয়ামতে সুপারিশ করবেন কারা?

ক. راجأة

খ. دنیگان

গ. آলেমগণ

ঘ. جاہلگণ

৪. ইসলামি আকিদার মূলভিত্তি-

i) ৫টি

ii) ৬টি

iii) ৭টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

৫. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী হওয়ার প্রমাণ-

اللَّهُ الصَّمَدُ (i)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (ii)

سُبْحَانَ اللَّهِ (iii)

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

জহির ও রায়হান দু'বন্ধু। তারা একদা ইমান সম্পর্কে আলোচনা করছিল। জহির বলল, ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অঙ্গ হলো আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস। রায়হান বলল, আল্লাহ তাআলাকে এক, অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করাই ইমান।

ক. إِلَهٌ شَدِّের অর্থ কী?

খ. إِيمَان কাকে বলে?

গ. জহিরের কথার পক্ষে দলিল উপস্থাপন কর।

ঘ. রায়হানের কথাকে তোমার পাঠ্যপুস্তক এর আলোকে মূল্যায়ন কর।

২য় পাঠ

নবি ও রসুলদের প্রতি বিশ্বাস

নবি-রসুলগণ এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার প্রেরিত পুরুষ। তাদের আনুগত্য করা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের নামাঙ্গর। তাইতো নবি-রসুলদের প্রতি বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম রোকন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
<p>২৮৫. রসুল বিশ্বাস রাখেন এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনগণও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রহসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরদের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং মান্য করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সুরা বাকারা-২৮৫)</p>	<p>(২৮৫) أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلِكِكِتِهِ وَكُثُرِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ</p>
<p>৮৪. বলুন, আমরা ইমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর, আর যা কিছু পেয়েছেন মুসা ও ইসা এবং অন্যান্য নবি-রসুলগণ তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত। (সুরা আলে ইমরান-৮৪)</p>	<p>(৮৪) قُلْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ</p>

الْحَقِيقَاتُ الْأَلْفَاظُ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

أَمَنَ : ছিগাহ মাসদার ইفعال বাব পাস্তি মثبت মعروف বাহাহ একবচন, একবচনে অর্থ (আল্লাহ কর্তৃক) প্রেরিত পুরুষ।

মাদ্দাহ অর্থ সে ইমান আনল জিনস + ن + م + أ + جিনস মহমুজ ফাঈ।

الرَّسُولُ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে অর্থ (আল্লাহ কর্তৃক) প্রেরিত পুরুষ।

أَنْزَلَ : ছিগাহ মাসদার ইفعال মাদ্দাহ একবচন, একবচনে অর্থ নাজিল করা হয়েছে।

জিনস + ل + ز + ن + صحيحة অর্থ নাজিল করা হয়েছে।

أَمْؤْمِنُونَ : ছিগাহ মাদ্দাহ মাসদার ইفعال জمع مذكرة বাহাহ একবচনে অর্থ মুমিনগণ।

জিনস + ن + م + أ + مুমিনগণ।

الْمَلَائِكَةُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে অর্থ ফেরেশতাগণ।

كُتُبُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে অর্থ লিখিত পুস্তক। এখানে কিতাব দ্বারা আসমানি

কিতাব উদ্দেশ্য।

فَ : ছিগাহ মাসদার মضارع منفي معروف تفعيل বাহাহ একবচনে অর্থ আমরা পার্থক্য করি না।

জিনস + ق + ر + صحيحة অর্থ আমরা পার্থক্য করি না।

قَالُوا : ছিগাহ মাসদার নصر মাদ্দাহ একবচনে অর্থ আমরা পার্থক্য করি না।

জিনস + ل + و + ق + أ + جوف ওয়ি অর্থ তারা বলে।

سَمِعْنَا : ছিগাহ মাসদার সمع মাদ্দাহ একবচনে অর্থ আমরা শুনেছি।

জিনস + ع + م + صحيحة অর্থ আমরা শুনেছি।

أَطْعَنَا : ছিগাহ মাসদার ইفعال মাদ্দাহ একবচনে অর্থ আমরা পোষণ করেছি।

জিনস + ع + و + ق + أ + جوف ওয়ি অর্থ আমরা আনুগত্য পোষণ করেছি।

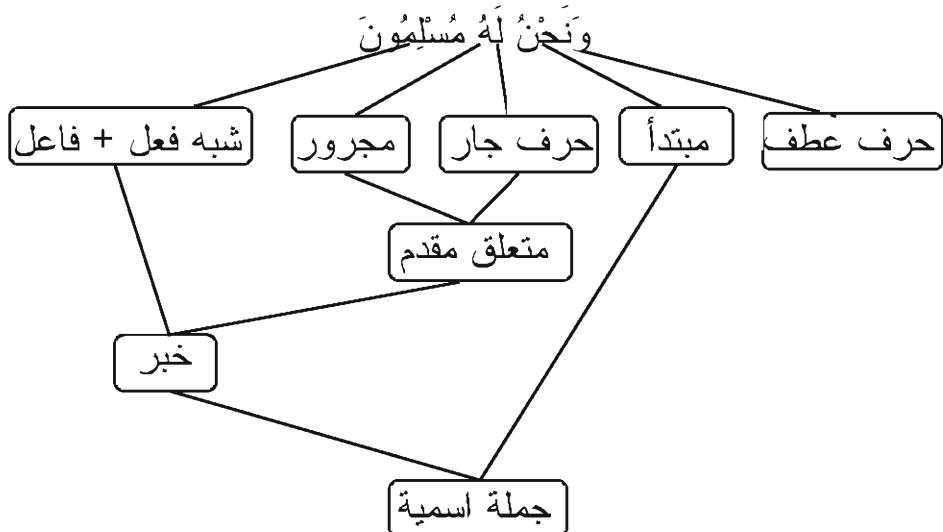
الْإِسْبَاطُ : বহুবচন, একবচনে অর্থ সন্তানবর্গ।

أُوتِيَ : ছিগাহ মাসদার ইفعال মাদ্দাহ একবচনে অর্থ আমরা প্রদান করেছি।

জিনস + ي + ت + أ + مرকب অর্থ তাকে প্রদান করেছি।

س + ل + م مَاذَاهُ مَاسِدَارُ إِفْعَالٍ بَاهَّا جَمْعُ مَذْكُورٍ : مُسْلِمُونَ
জিন্স অর্থ মুসলিমগণ।

ତାରକିବ:



ମୂଳ ବକ୍ତ୍ଵାୟ:

আলোচ্য আয়াতুল্লাহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সকল নবি রসূলকে সমান মূল্যায়ন করা। ইহুদিরা শুধু বনি ইসরাইলের নবিদের প্রতি ইমান আনে, আর ইসা (عَلِيٌّ) কে অঙ্গীকার করে।

ଆର ଖିସ୍ଟାନରା ମୁହାମ୍ମଦ (ପ୍ରେତ) ଏର ନବୁଓୟାତକେ ଅଷ୍ଟିକାର କରେ । କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମତେ ମୁହାମ୍ମଦି କୋନୋ ନବିର ମାବେ ପାର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ସଂଷ୍ଠି କରେ ନା । ବର୍ତ୍ତ ତାରା ସକଳେର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ।

টীকা:

ନେତୀ ଏର ପରିଚୟ : ଶବ୍ଦଟି ନିଃନୀତ ଥିଲୁ କାହାର ମାନୁଷର କାହାର ପୋଛେ ଦେଉଯାଇ ଦାଖିତୁଥାଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ନବି ବଲେ । ଆର ରୁସ୍ତମ୍ ଶବ୍ଦଟି ଆଲ୍ଲାହର ବାଣୀ ମାନୁଷର କାହାର ପୋଛେ ଦେଉଯାଇ ଦାଖିତୁଥାଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ନବି ବଲେ । ଆର ରୁସ୍ତମ୍ ଶବ୍ଦଟି ରସାଲେ ଥିଲୁ ଏବେହେ । ଅର୍ଥ ଦୂତ, ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ । ପରିଭାଷାଯ- ଯାକେ ମାନୁଷର କାହାର ନତୁନ ଶରିୟତ ବା କିତାବ ଦିଯେ ପାଠାନେ ହେଲେ ତାକେ ରୁସ୍ତମ୍ ବଲେ ।

شہد دوڑیں ارث پایں کاٹا کاہی । تبے پار्थکیجے اکٹوکے یے، یہنی رَسُولُ وَ نَبِيٌّ تاکے نتھن کیتاں ہا شریعت دےویا ہوئے । آر ہبیکے تا دےویا ہوئی، براہم تینی پوربتوں رسمسلے شریعت انیشی دینیں پڑاں کرئے ।

নবি-রসূলদের সংখ্যা:

নবি-রসূলদের সংখ্যা সম্পর্কে মুসনাদে আহমদে হাদিস এসেছে-

عَنْ أَبِيْ إِيْمَانَ قَالَ أَبُوْ ذَرٌّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ وَفَاءَ عِدَّةَ الْأَنْبِيَاءِ - قَالَ مِائَةً أَلْفٍ وَّ أَرْبَعَةً وَّ عِشْرُونَ أَلْفًا - الرَّسُولُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَّ خَسْمَةَ عَشَرَ جَمَّا غَفِيرًا - (রَوَاهُ أَحْمَدُ)

হজরত আবু উমামা (عليه السلام) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু জার (عليه السلام) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! (عليه السلام) নবিদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, এক লক্ষ চবিশ হাজার। তন্মধ্যে রসূল হলেন ৩১৫ জন। (আহমদ)

এঁদের মধ্যে প্রথম নবি ও রসূল হজরত আদম আ., মুশরিকদের কাছে প্রেরিত প্রথম রসূল হজরত নুহ (عليه السلام) আর সর্বশেষ নবি ও রসূল হজরত মুহাম্মদ (عليه السلام)।

যে সমস্ত নবি-রসূলদের নাম কুরআন মাজিদে আছে: আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَرَسُلًا قَذْ فَصَضَّنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْضُضُهُمْ
عَلَيْكَ وَكَلَمَ اللَّهُ مُؤْسَى تَكْلِيْمًا [سُورَةُ النِّسَاءَ - ١٦]

অর্থাৎ, আর অনেক রসূলের কাহিনী আপনাকে ইতোপূর্বে শুনিয়েছি এবং অনেকের কাহিনী আপনাকে শুনাইনি। আর আল্লাহ তাআলা মুসা (عليه السلام)- এর সাথে কথা বলেছেন।

সুতরাং বুঝা গেল, সকল নবির নাম জানা সম্ভব নয়। তবে আল কুরআনে ২৫ জন নবির নাম উল্লেখ আছে। তাঁরা হলেন: (১) হজরত আদম (عليه السلام) (২) নুহ (عليه السلام) (৩) ইব্রাহিম (عليه السلام) (৪)

ইসমাইল (عليه السلام) (৫) ইসহাক (عليه السلام) (৬) ইয়াকুব (عليه السلام) (৭) দাউদ (عليه السلام) (৮) সুলাইমান

(عليه السلام) (৯) আইয়ুব (عليه السلام) (১০) ইউসুফ (عليه السلام) (১১) মুসা (عليه السلام) (১২) হারুন (عليه السلام)

(১৩) জাকারিয়া (عليه السلام) (১৪) ইয়াহিয়া (عليه السلام) (১৫) ইদ্রিস (عليه السلام) (১৬) ইউনুস (عليه السلام)

(১৭) হুদ (عليه السلام) (১৮) শুয়াইব (عليه السلام) (১৯) ছালেহ (عليه السلام) (২০) লুৎ (عليه السلام) (২১) ইলিয়াস

(عليه السلام) (২২) আলইয়াসা (عليه السلام) (২৩) জুলকিফল (عليه السلام) (২৪) ইসা (عليه السلام) (২৫) হজরত

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এঁদের মধ্যে নুহ (عليه السلام), ইব্রাহিম (عليه السلام), মুসা (عليه السلام), ইসা (عليه السلام) ও হজরত মুহাম্মদ (عليه السلام) কে প্রয়গম্ভর বলা হয়। কেননা, তারা দীন প্রচারে বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন।

নবি-রসুলদের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ:

নবি-রসুলদের প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ হলো, যাদের নাম এবং তাদের উপর নাজিলকৃত কিতাবের নাম জানা যায় তাদের ব্যাপারে তাদের কর্মসহ বিস্তারিত বিশ্বাস করতে হবে। আর যাদের নাম জানা যায় না তাদের ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা যাকে যাকে নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন তাঁরা সবাই সত্য এবং তারা সকলে সঠিকভাবে দীন প্রচার করেছেন।

وَالْأَسْبَاطِ - এর ব্যাখ্যা:

কুরআন মাজিদে হজরত ইয়াকুব (ع)- এর বংশধরকে **أَسْبَاط** শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এটা **سِبْط** শব্দের বহুবচন। এর অর্থ গোত্র বা দল। তাদেরকে **أَسْبَاط** বলার কারণ এই যে, হজরত ইয়াকুব (ع)- এর ওরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল ১২ জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা একটি করে গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা তার বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হজরত ইউসুফ (ع) এর কাছে মিশরে যান, তখন তার সন্তান ছিল ১২ জন। পরে ফেরাউনের সাথে মোকাবেলার পর মুসা (ع) যখন মিশর থেকে বনি ইসরাইলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তার সাথে ইয়াকুব (ع)- এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি করে গোত্র ছিল। তার বংশে আল্লাহ তাআলা আরো একটি বরকত দান করেছেন এই যে, দশজন নবি ছাড়া সব নবি ও রসুল ইয়াকুব (ع) এর বংশে পয়দা হয়েছেন।

لَا نُفَرَّقُ - এর ব্যাখ্যা:

আমরা নবিদের মাঝে পার্থক্য করি না। এর অর্থ এই নয় যে, কোনো নবিকে অন্য নবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না। বরং এর অর্থ হলো কোনো নবিকে বিশ্বাস করা আর কাউকে বিশ্বাস না করা। যেমনটা আহলে কিতাবের অভ্যাস ছিল। কেননা, তথা পৃথক করা ও প্রাধান্য দেওয়া এক নয়।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ঐ সমষ্ট রসুল, আমি তাদের কতেককে অপর কতেকের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। (সুরা বাকারা-২৫৩)

হাদিস শরিফে আছে-

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرٌ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٌ

وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ أَدْمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِنِي وَإِنَّا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ (رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ)

আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সর্দার হব। এতে আমার কোনো গর্ব নেই। আমার হাতে প্রশংসন পতাকা থাকবে। এতে আমার অহংকার নেই। আদমসহ সকল নবি সেদিন আমার পতাকার নীচে থাকবে। আর আমাকে প্রথম জমিন ভেদ করে উঠানো হবে। এতেও আমার কোনো ফখর নেই। (তিরমিজি)

নবি ও রসুলদের প্রতি বিশ্বাসের দিকসমূহ:

১. প্রথম নবি ও রসুল হজরত আদম (ﷺ)।
২. শেষ নবি ও রসুল হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)।
৩. পাঁচজন নবিকে আলুا الْعَرْم (الْكَلِيلُونَ الْمُشْتَكِلُونَ) , ইবাহিম (ﷺ), মুসা (ﷺ), ইসা (ﷺ) এবং মুহাম্মদ (ﷺ)।
৪. মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন খাতুন তাত্ত্বিক নবি। মুহাম্মদ (ﷺ) কে শেষ নবি হিসেবে না মেনে কেউ যদি নিজে নবি দাবি করে বা তাঁর পরে আরো নবি আসবে বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে নিশ্চিত কাফের হিসেবে গণ্য হবে। তাই মহানবি (ﷺ) এর পরে যুগে যুগে যেই নবি দাবি করেছে বা করবে তারা সবাই, তাদের অনুসারীসহ কাফের।

৫. পূর্ববর্তী নবিদের শরিয়তে যেসব বিষয় বৈধ ছিল সেগুলো যদি শরিয়তে মুহাম্মদিদের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে তাও আমলযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য।
৬. নবিদের সংখ্যা এক লক্ষ চারিশ হাজার আর রসুলদের সংখ্যা ৩১৫ জন।
৭. নবি ও রসুলগণ মাছুম বা গুনাহমুক্ত ও ভুলের উদ্রেক।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. নবি ও রসুলদের প্রতি বিশ্বাস এবং তাদের উপর অবতীর্ণ ওহির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের মৌলিক অংশ।
২. তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা জরুরি।
৩. নবি-রসুলদের মাঝে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা যাবে না।
৪. ওহি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।
৫. সকল মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।
৬. ইয়াকুব (ﷺ) এর সবিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. নবি রসূলদের প্রতি ইমান আনার হৃকুম কী?

ক. ফরাজ

খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত

ঘ. মুস্তাহাব

২. **مُؤْمِنُونَ** এর বৰ্তমান কী?

ক. অসমুক

খ. অসমুক

গ. অসমুক

ঘ. অসমুক

৩. মুহাম্মদ (ﷺ) ছিলেন -

i) সর্বশ্রেষ্ঠ নবি

ii) সর্বশেষ নবি

iii) উলুল আজম নবি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. প্রথম নবি কে?

ক. হজরত আদম (ﷺ)

খ. হজরত নুহ (ﷺ)

গ. হজরত ইসা (ﷺ)

ঘ. হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)

২. **الأنبياء** এর একবচন কী?

ক. السبط

খ. السبط

গ. سبط

ঘ. سبط

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

কুরআন ক্লাসে শিক্ষক নবি ও রসূলদের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, সকল নবির প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। একজন ছাত্র বলল, হজুর কাদিয়ানিয়া বলে, গোলাম আহমদ নবি ছিলেন। তবে কি তাকেও বিশ্বাস করতে হবে? হজুর বললেন: সে তো কাফের।

ক. نبی অর্থ কী?

খ. رسول কাকে বলে?

গ. কুরআন শিক্ষকের প্রথম কথার সাথে কুরআনের মিল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিক্ষকের মন্তব্য “সে তো কাফের”- এর ব্যাপারে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

তয় পাঠ

পরকালের প্রতি বিশ্বাস

পরীক্ষা দিলে যেমন ফলাফল পাওয়া যায়, তদ্রূপ এ দুনিয়ার সকল কাজের প্রতিদানও একদিন পাওয়া যাবে। সে দিনকে পরকাল বা আখেরাত বলে। সে দিন সকল কাজের পুরস্কার দেওয়া হবে। ভালো হলে জান্মাত আর খারাপ হলে জাহান্নাম। যেমন এরশাদে বারি তাআলা -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
৪. আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (সুরা বাকারা)	٤- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ.
১৮. আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কষ্টাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্টদের জন্যে কোনো বন্ধু নেই এবং এমন সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রহণ হবে। (সুরা গাফের)	١٨- وَأَنِذْرُهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيِّمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ.
৯. সেদিন অর্থাৎ, সমাবেশের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্মাতে দাখিল করবেন। যার তলদেশে নির্বারিনীসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। (সুরা তাগাবুন)	٩- يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمِيعِ ذُلَكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفَّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخَلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذُلَكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

تحقیقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

الإيمان ماسداً راً إفعال مضارع مثبت معروف باهلاً جمع مذكر غائب : هيمنون

মান্দাহ + ن + م + أ جিনস مہموز فاء অর্থ তারা বিশ্বাস করছে বা করবে।

ن + مانداح الـإـنـزال مـاسـدـار إـفـعـال بـاـب مـاضـي مـثـبـت مـجهـول بـاـهـاح وـاحـد مـذـكـر غـائـب حـيـگـاـھ : اـنـزـل

জিনস صحيح অর্থ নাভিল করা হয়েছে।

الإيقان ماسداً إفعالاً بـ مصارع مثبت معروف باهلاً جمع مذكر غائب : يُؤْتَنُونَ

মানুষ জিনস অর্থ তারা একিন/বিশ্বাস করবে।

أمر حاضر معروف باهات واحد مذكر حاضر ضمير منصوب متصل شدّت هم : آندرهُم

বাব ماسدارِ إفعال جিস ن + رہ ماداھ الإنذار صحيح آর্থ آپনি تادرকে سতক کرکن ।

শব্দটি বহুবচন, একবচনে মানাহ কল জিনস সঠিক অর্থ অন্তরসমূহ।

শব্দটি বহুবচন, একবচনে অর্থ কষ্টনালীসমূহ।

جُم مذکور باہت فاعل اس نام کا ضرب ماسدراں کو مادھ میں میں ظ + م + ح مادھ کاظمیں جیسے

صحيح অর্থ রাগহজমকারী, নিশ্চুপ।

ماسدانہ ضرب کا بار اس فاعل جمع مذکور ہیگا ہے جس کا حرف جاری شدیں لے : لِلظَّالِمِينَ

الظلم م + ل + ظ جنس صريح اর্থ জলিমগণ, অত্যাচারীগণ।

شکستی اُحْمَاء اکوچن، بھوچنے اُرثے گنیتیں بسٹیں : حَمِيمٌ

إِلْطَاعَةٌ مَّا سَدَرَ مُثْبِتٌ مَّا هُوَ مُجْهُولٌ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ : يُطْلَعُ
بَاهَاجَ مَادَاهَ مَاسَدَارَ إِفْعَالَ مُضَارِعَ مُثْبِتَ مَسْدَرٍ جَمِيعَ طَوْلَهُ وَعَوْنَى جِينَسَ

وَاحِدٌ حِسَاجَ مَذْكُورٌ مَّا سَدَرَ مُثْبِتٌ مَّا هُوَ مُجْهُولٌ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ
جَمِيعَ طَوْلَهُ جَمِيعَ مَسَدَرَ مُثْبِتَ مَسْدَرٍ جَمِيعَ طَوْلَهُ وَعَوْنَى جِينَسَ
صَحِيحَ تِينِي تَوْمَادِيرَ اِكْتِرِي করবেন।

يَوْمٌ : شَدَّتِي একবচন, বহুবচনে অর্থ দিন।

الشَّغَابُونَ : بَاهَاجَ مَادَاهَ مَاسَدَارَ تَفَاعِلَ مَعْرُوفَ بَاهَاجَ غَوْنَى بَاهَاجَ

الْتَّكَفِيرَ مَادَاهَ تَفْعِيلَ مُثْبِتَ مَعْرُوفَ بَاهَاجَ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ : يُكَفِّرُ
مَادَاهَ جِينَسَ كَفِيرَ অর্থ তিনি মিটিয়ে দিবেন।

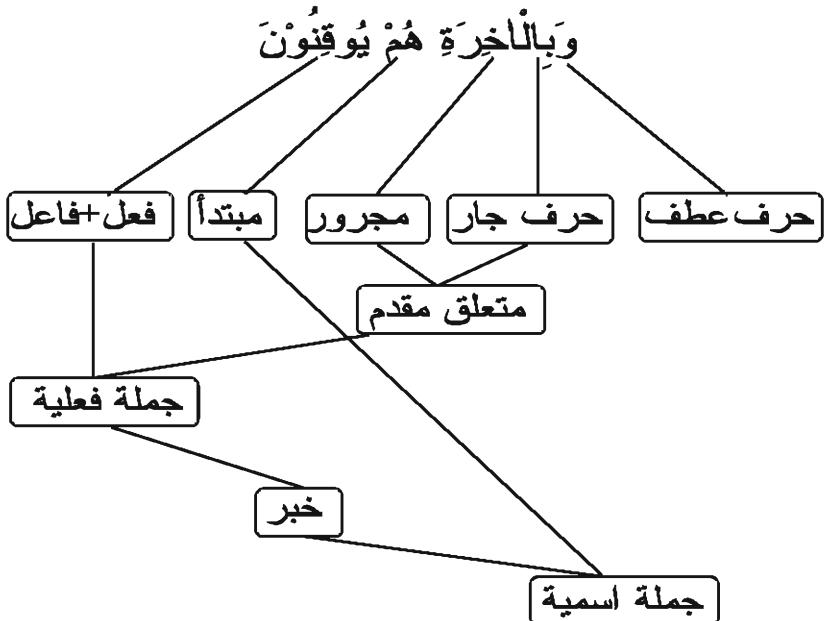
مُضَارِعٌ مُثْبِتٌ مَّا هُوَ مُجْهُولٌ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ حِسَاجَ مَادَاهَ مَاسَدَارَ
إِفْعَالَ طَوْلَهُ جِينَسَ دَخْلَهُ مَادَاهَ مَاسَدَارَ صَحِيحَ تِينِي تাকে প্রবেশ
করবেন।

جَنَّاتٌ : شَدَّتِي বহুবচন, একবচন অর্থ: বাগানসমূহ,
উদ্যানসমূহ।

الجَرِيَانَ مَادَاهَ ضَرَبَ بَاهَاجَ مُضَارِعَ مُثْبِتَ مَعْرُوفَ بَاهَاجَ وَاحِدٌ مَؤْنَثٌ غَائِبٌ : تَجْرِي
মাদাহ অর্থ প্রবাহিত হবে।

الْعَظِيمُ : حِسَاجَ مَادَاهَ مَاسَدَارَ كَرْمَ مَعْلَمَةٌ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ
জিন্স অর্থ মহান, বিশাল।

তারকিব:



মূল বক্তব্য:

প্রথমোক্ত আয়াতে মুমিন মুত্তাকিদের গুণবলি থেকে কিছু গুণ বিশেষতঃ পরকালের প্রতি বিশ্বাসকে উল্লেখ করা হয়েছে। যা পবিত্র কুরআনের সামগ্রিক আলোচনার এক তৃতীয়াংশ। ২য় আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে পাপীদের কোনো ঠাই হবে না এবং তারা কোনো প্রকার সুপারিশ পাবে না। ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে জানাতে প্রবেশ করাবেন। যা একজন বান্দার চূড়ান্ত সফলতা।

পরকালের পরিচয়:

দুনিয়ার জীবনের পর যে অনঙ্কালের জীবন শুরু হবে উহাই পরকাল। একে আরবিতে **آخرة** বলে।
আখেরাতে বিশ্বাস রাখা ফরজ এবং ইমানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

পরকালীন বিশ্বাসের দিকসমূহ:

যেহেতু পরকাল মুমিনের চূড়ান্ত গন্তব্য, সেহেতু সে সম্পর্কে রয়েছে অনেকগুলো বিশ্বাসের দিক।
যেমন: কবর, কিয়ামত, হাশর, জানাত, জাহানাম, হিসাব, সিরাত, মিজান, হাউজে কাওছার,
আমলনামা, শাফায়াত ইত্যাদি।

পরকালীন বিশ্বাসসমূহের মূলভিত্তি:

পরকালীন উচ্চ বিষয়সমূহের মূলভিত্তি হলো بعث বা পুনরুত্থান। মুলত অধিকাংশ মানুষ পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসে ঘাটতি থাকার কারণে আমলে আগ্রহী হয় না। কারণ স্বাভাবিকভাবেই মানুষ মরণের পর মাটি হয়ে যায়, যা তার প্রথম ঘাঁটি। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ... إِنَّمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ

অর্থাৎ, হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিহান হও, তবে আমি তো তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। (হজ্জ: ৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন- ۖ

أَتْبَعْنُونَ ۖ

অতঃপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিবসে পুনরুত্থিত করা হবে। অন্য আয়াতে আছে,

كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَى خَلْقٍ نُعِيدُهُ

যেমন আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, আমি পুনরায় সৃষ্টি করব। (সুরা আমিয়া- ১০৪)

আখেরাতের একটি বড় মাকাম হলো হাশর। হাশর মানে একত্রিত করা। কিয়ামতের পর বিচারের জন্য ময়দানে মাহশারে সকলকে একত্রিত করাকে হাশর বলে। হাশরের ময়দান বলতে বিচারের জন্য মানুষকে যে প্রান্তরে জমা করা হবে তা বোঝায়। সেদিন খুব ভয়াবহ দিন হবে। কেউ কারো পরিচয় দিবে না। যেমন আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يُؤْمِنُ لِشَانِ يُغْنِيْهِ (সুরা উবস)

সেদিন ব্যক্তি তার ভাই, মা, বাবা, স্ত্রী এবং সন্তানদের থেকে পলায়ন করবে। সেদিন তাদের সকলে নিজেদের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- (سورة الماعاج: ১০) ۚ

وَلَا يَسْئَلُ حَبِيبُمْ حَبِيبَهَا

কোনো বস্তু সেদিন তার বস্তুকে জিজ্ঞাসাও করবে না।

হাদিস পাকে আছে, নবি করিম (ﷺ) বলেন: কিয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) ৩ স্থানে কেউ কাউকে মনে করবে না। (১) মিজানের নিকট, যতক্ষণ না জানতে পারবে যে তার নেকিরপাল্লা হালকা হবে না ভারী হবে। (২) আমলনামা দেওয়ার সময়, যতক্ষণ না সে জানবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে আসবে নাকি পিছন দিয়ে বাম হাতে আসবে এবং (৩) পুলসিরাতের নিকট। (আবু দাউদ)

আখেরাত বিশ্বাসের গুরুত্ব:

আখেরাত বা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের ৭টি মৌলিক বিশ্বাসের অন্যতম ১টি। এমনকি প্রধান ৩টি মূলনীতির মধ্যে আখেরাত ১টি। তাই ইমানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, যদি আখেরাত না থাকতো, তবে কেউ আল্লাহর ইবাদত করতো না। আখেরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দেওয়া লাগবে এই ভয়েই অনেকে ভালো কাজ করে থাকে। তাই আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

وَلَأَشْفِيعُكُلَّاً এর ব্যাখ্যা:

আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিনে কোনো সুপারিশকারী থাকবে না। মূলত যারা দুনিয়াতে কাফের এবং পাপের সাগরে ডুবেছিল তাদের জন্যে পরকালে কোনো সুপারিশকারী থাকবে না। তবে, মুমিনদের জন্যে আল্লাহর অনুমতিক্রমে ও নির্দেশে মুহাম্মদ (ﷺ) সহ অন্যান্য নবিগণ, আলেমগণ এবং শহিদগণ সুপারিশ করবেন। যা কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ অর্থাৎ, কে আছে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে তার অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া? এর দ্বারা বুঝা যায়, সুপারিশকারী থাকবেন। তবে আল্লাহর অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া তা বাস্তবায়ন হবে না। হাদিস শরিফে আছে- يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ : আলান্বিয়াءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشَّهَدَاءُ কিয়ামতে সুপারিশ করবেন তিনি শ্রেণির লোকজন। তথা নবিগণ, আলেমগণ এবং শহিদগণ। (মেশকাত)

ذِلَّكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ এর ব্যাখ্যা:

হাশরের দিবসের বিভিন্ন নাম রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো يَوْمُ الْجُمِعِ এবং আরেকটি হলো يَوْمُ التَّغَابُنِ বা লোকসানের দিবস। শব্দটি গুরু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে গুরু বলা হয়।

আল্লামা রাগের ইসফাহানি মুফরাদাতুল কুরআনে বলেন, আর্থিক লোকসান বুঝানোর জন্য এ শব্দটি মজহুল এর ছিগাহ দিয়ে ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে।

রসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তির কাছে কারও কোনো পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হওয়া। নতুনা কিয়ামতের দিন যখন দিনার ও দিরহাম থাকবে না। কারো কোনো দাবি থাকলে তা সে ব্যক্তির সত্ত্বকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সত্ত্বকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। (মাজহারি)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. পরকালের প্রতি বিশ্বাস ইসলামের বুনিয়াদি আকিদা।
২. পরকালের প্রতি বিশ্বাস মুমিন মুত্তাকিদের অন্যতম গুণ।
৩. পরকালে কাফেরদের জন্য কোনো সুপারিশকারী থাকবে না।
৪. কিয়ামতের চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ।
৫. শুধু বিশ্বাস পূর্ণ ইমান নয়, বরং বিশ্বাসের সঙ্গে কর্ম অপরিহার্য।
৬. পরকালের প্রতি বিশ্বাসীরা জান্মাতে যাওয়ার যোগ্য হবে।
৭. জান্মাতের সুখ চিরস্থায়ী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তাহারাত
প্রথম পাঠ
অজু ও তায়াম্মুম এর বিধান

ইসলাম একটি পবিত্র ধর্ম। এ ধর্মে পবিত্রতার গুরুত্ব অধিক। এ জন্যে ইসলামে ইবাদতের পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের পূর্বে অজু করা ফরজ করা হয়েছে এবং অপারগতায় তায়াম্মুমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আয়াত	অনুবাদ
<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَارِطِ أَوْ لَمْسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيْهُوا صَعِيدًا طِيبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُكَاهِرَكُمْ وَلِيُتَمَّ زِعْمَةٌ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ</p>	<p>(৬) হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাজের জন্যে দাঁড়াও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুইসহ ধোত কর আর মাথা মাসেহ কর এবং পদযুগল চিঁটসহ ধোত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেউ প্রস্তাৱ-পায়খানা সেৱে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, তারপৰ পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না, বৰং তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।</p> <p style="text-align: center;">(সুরা মায়েদা - ৬)</p>

الْفَاظُ تِحْقِيقَاتٍ (شہد بیشهوتن)

مَادَاهُ مَاسِدَارٌ مَاذَارِي إِعْلَامٌ جَمِيعٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ : أَمْنُوا
جَمِيعٌ مَذْكُورٌ مَسِيدَارٌ مَاسِدَارِي اِعْلَامٌ مَهْبُوزٌ فَاءُ اَرْثَ-تَارَا جِنِسٌ نَّمَاءُ + نَ

مَادَاهُ مَاسِدَارٌ نَصْرٌ مَصْبُوتٌ مَعْرُوفٌ جَمِيعٌ مَذْكُورٌ حَاضِرٌ : قُبْتُمْ
جَمِيعٌ مَذْكُورٌ مَسِيدَارٌ مَاسِدَارِي اِعْلَامٌ مَهْبُوزٌ وَاوِي اَرْثَ-تَارَا دَاءُ دَاءُ لَالِ

مَادَاهُ مَاسِدَارٌ ضَرَبٌ مَصْبُوتٌ مَعْرُوفٌ جَمِيعٌ مَذْكُورٌ حَاضِرٌ فَاغْسِلُوا
جَمِيعٌ مَذْكُورٌ مَسِيدَارٌ مَاسِدَارِي اِعْلَامٌ صَحِيحٌ اَرْثَ-تَارَا دَهْتَرٌ کَرَارٌ سَلَلٌ

وجو ٤٧ - اَرْثَ-تَارَا دَاءُ دَاءُ لَالِ وُجُوهُكُمْ : تَوَمَّا دَرِي مُوْخَمَوْلَسِمُوْهُ

اَرْثَ-تَارَا دَاءُ دَاءُ لَالِ مِرْفَقٌ : اَلْمَرَافِقُ

مَادَاهُ مَاسِدَارٌ فَتْحٌ اَرْثَ-تَارَا مَاسِدَارِي اِعْلَامٌ مَهْبُوزٌ حَاضِرٌ : اِمْسَحُوا
جَمِيعٌ مَذْكُورٌ مَسِيدَارٌ مَاسِدَارِي اِعْلَامٌ صَحِيحٌ اَرْثَ-تَارَا مَاسِدَارِي اِعْلَامٌ

جُنْبَأً : نَاعِمَّاک بَعْدِی

مَادَاهُ اَطْهَرٌ مَاسِدَارٌ اَفْعَلٌ اَرْثَ-تَارَا مَاسِدَارِي اِعْلَامٌ مَهْبُوزٌ حَاضِرٌ : فَاطَّهَرُوا
جَمِيعٌ مَذْكُورٌ مَسِيدَارٌ مَاسِدَارِي اِعْلَامٌ صَحِيحٌ اَرْثَ-تَارَا بَالَّوَبَابَةِ لَابَتَهُ رَجَلٌ

مَرْضٌ : بَحْرَانٌ اَرْثَ- اَسْسُوْسٌ، رَوْغَیٌ

مَادَاهُ الْجَيَّئَةُ مَاسِدَارٌ ضَرَبٌ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ جَاءَ : جَاءَ
جَاءَ اَجْوَفٌ يَأْنِي وَمَهْبُوزٌ لَامٌ جِنِسٌ نَّمَاءُ + نَ

غَيَّاطٌ : پَأْيَانٌ اَرْثَ- اَسْسُوْسٌ بَحْرَانٌ بَحْرَانٌ بَحْرَانٌ

الْمَلَامِسَةُ مَفَاعِلَةٌ مَاصِبَتٌ مَعْرُوفٌ جَمِيعٌ مَذْكُورٌ حَاضِرٌ : لَسْتُمْ
مَادَاهُ مَاسِدَارٌ اِعْلَامٌ لَامٌ + مَاءُ + سَلَلٌ اَرْثَ-تَارَا سَلَلٌ / سَلَلٌ

مضرب بار مضارع منفي بلم الجهد معروف باهال جمع مذكر حاضر هيگاہ: لَمْ تَجِدُوا
+ ج د الوجدان ماداہ مثال واوی جنس آرٹ-تومرا پاونی ।

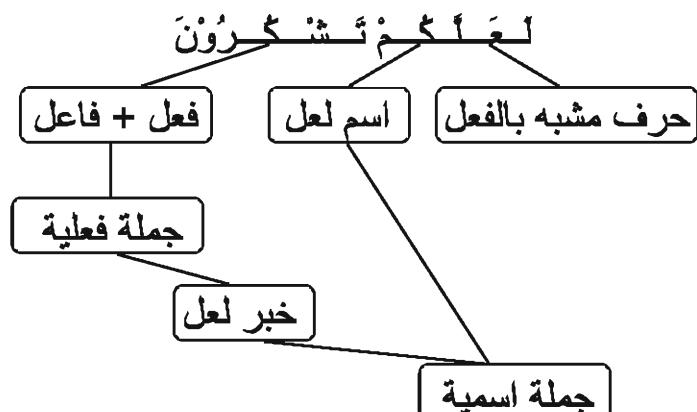
ی + ماداہ تیمہ ماسداڑ بار حاضر معروف باہاڑ جمع مذکر حاضر ہیگاہ : تیمہا
+ مر جنس مثائل یا ماضی اور مضاعف ثلاثی م + مر

صعدان/ صعدان : بُوپُرْتَ، مَاتِي | একবচন, বহুবচনে

الإرادةة ماسدار افعال باب مضارع مثبت معروف باهلا واحد مذكر غائب: يُرِيْدُ
ماذله اجوف اوی جلسم ر+ د+ سے چاہی۔

বাবِ مضارع مثبت معروف باهث و احمد ذکر غائب لام کی تی ل : لیتیم
ار्थ- تینی پূর্ণ
কৰবেন ।

ତାରକିବ:



শানে নুজুল:

হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, ৫ম হিজরিতে বনি মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় গভীর রাত হওয়ায় মদিনায় প্রবেশের পথে মরুভূমিতে তাবু টাঙ্গানো হয়। রাতের শেষ প্রহরে হাজত সারতে গিয়ে আমার গলার হারটি হারিয়ে যায়। লোকেরা হার তালাশ করতে গেলে নবি করিম (صلوات الله علیه و سلام) আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে ভোর হয়ে যাওয়ায় এবং সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময়ে অজুর পানি না থাকায় সাহাবায়ে কেরাম অস্ত্রির হয়ে পড়লেন। তারা আমার পিতা আবু বকরের নিকট অভিযোগ করলেন যে, আপনার কন্যা আয়েশার কারণে হয়ত ফজরের নামাজ কাজা হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আবু বকর (رضي الله عنه) এসে আমাকে ভর্ত্সনা করে বললেন, তুমি একটা হারের জন্য মানুষদেরকে আটকিয়ে রেখেছ। অতঃপর নবি করিম (صلوات الله علیه و سلام) যখন জাত্রত হলেন তখন সকাল হয়ে গেছে। তখন পানি তালাশ করা হলো কিন্তু পাওয়া গেল না। সে সময় তায়াম্মুমের বিধানসহ এ আয়াতটি নাজিল হয়। এ আয়াত শুনে উসাইদ ইবনে হজাইর রা. বললেন, হে আবু বকরের পরিবার! তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য বরকত রেখেছেন। (আসবাবুন নুজুল/ বুখারি)

টীকা:

أَوْضُعُ الْأَوْضُعُ - এর পরিচয়:

أَوْضُعُ الْأَوْضُعُ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্নতা। পরিভাষায়- পানি দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ ধোত করা এবং একটি অঙ্গ মাসেহ করাকে অজু বলা হয়।

অজুর ফরজসমূহ : অজুর ফরজ ৪টি । যথা-

- ১। সমস্ত মুখ ধোত করা ।
- ২। দুই হাত কনুইসহ ধোত করা ।
- ৩। মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা ।
- ৪। দুই পা টাখনুসহ ধোত করা ।

অজু ভঙ্গের কারণসমূহ : অজু ভঙ্গের কারণ ৭টি । যথা-

- ১। পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া ।
- ২। মুখ ভরে বমি করা ।
- ৩। শরীরের কোনো জায়গা হতে রক্ত, পুঁজি বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া ।
- ৪। থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া ।
- ৫। চিং বা কাত হয়ে ঘুমানো ।
- ৬। পাগল, মাথাল ও অচেতন হওয়া ।
- ৭। নামাজে উচ্চস্থরে হাসা ।

যে সমস্ত কাজে অজু প্রয়োজন:

- ১। সালাত আদায় করতে ।
- ২। কাবা শরিফ তাওয়াফ করতে ।
- ৩। কুরআন মাজিদ স্পর্শ করতে ।

حُكْمُ الْأَوْصُوعِ: অজুর হকুম ২ প্রকার । যথা:

- ১। ফরজ : অর্থাৎ, যে কোনো নামাজ, তেলাওয়াতে সাজদা, সাজদায়ে শুকুর, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ এবং আল কুরআন স্পর্শ করার জন্য অজু করা ফরজ ।
- ২। মুন্তাহাব: উপরোক্ত কাজসমূহ ব্যতীত বাকি যে সমস্ত কাজ রয়েছে যেমন: জিকির, তেলাওয়াত, দোআ ইত্যাদির জন্য অজু করা মুন্তাহাব ।

অজু করার পদ্ধতি:

১. প্রথমে পবিত্র পানি দ্বারা ২ হাত কবজি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করতে হবে ।
২. অতঃপর গড়গড়াসহ ৩ বার কুলি করতে হবে ।
৩. নাকের নরম হাড় পর্যন্ত ৩ বার পানি পৌঁছাতে হবে ।
৪. সমস্ত মুখমণ্ডল ৩ বার ধৌত করতে হবে ।
৫. দুই হাত কনুইসহ ৩ বার ধৌত করতে হবে । এক্ষেত্রে প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত ।
৬. একবার মাথা মাসেহ করতে হবে ।
৭. সরশেষে উভয় পা টাঁখনুসহ ৩ বার ধৌত করতে হবে ।

تَيْمَم: (তায়ামুম) অর্থ ইচ্ছা করা । পবিত্র হওয়ার নিয়তে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল এবং দুই হাত কনুইসহ মাসেহ করাকে **تَيْمَم** বলে ।

কখন **تَيْمَم** জায়েজ:

১. পানি না পাওয়া গেলে ।
২. পানির ছানে হিংস্র জন্মের ভয় থাকলে ।
৩. পানি আছে, কিন্তু অসুস্থতার কারণে তা ব্যবহারে অপারগ হলে ।
৪. পানি সাথে আছে, কিন্তু তাদ্বারা অজু করলে পিপাসায় কষ্ট পাওয়ার আশংকা হলে ইত্যাদি ।

تَيْمَم এর ফরজ: তায়ামুমের ফরজ ৩টি । যথা:

১. পবিত্র হওয়ার নিয়ত করা ।
২. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করা ।
৩. দুই হাত কনুইসহ একবার মাসেহ করা ।

তায়াম্বুম করার পদ্ধতি:

- ১। পবিত্র হওয়ার নিয়তে প্রথমে পাক মাটিতে উভয় হাত মেরে তা দিয়ে সমস্ত মুখ
মাসেহ করতে হবে ।
- ২। দ্বিতীয় বার হাত মাটিতে মেরে তা দ্বারা উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করতে হবে ।

যে সমস্ত বস্তু দ্বারা তায়াম্বুম জায়েজ :

পবিত্র মাটি এবং মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা তায়াম্বুম করা জায়েজ । যে সকল বস্তু আগুনে দিলে পুড়েনা তা
মাটি জাতীয় বস্তু । যেমন: বালু, চুন, সুরকি, ইট ইত্যাদি ।

তায়াম্বুমের প্রকার:

তায়াম্বুম ও প্রকার । যথা:

- ১। ফরজ, যেমন : ফরজ নামাজের জন্য তায়াম্বুম করা ।
- ২। ওয়াজিব, যেমন: কাবা তাওয়াফের জন্য তায়াম্বুম করা ।
- ৩। মুষ্টাহাব, যেমন: জিকিরের জন্য তায়াম্বুম করা ।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. নামাজের আগে অজু করা ফরজ ।
২. অজুতে ৩ টি অঙ ধোয়া এবং ১ টি অঙ মাসেহ করা ফরজ ।
৩. জুনুবি হলে অজু যথেষ্ট নয়, বরং গোসল প্রয়োজন ।
৪. পানি না পাওয়া গেলে অজু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তেই **ত্যৈম** করা যাবে ।
৫. অসুস্থ ব্যক্তি- যে পানি ব্যবহার করতে পারে না এবং মুসাফির- যার কাছে পানি নেই, সে
ত্যৈম করবে ।
৬. **ত্যৈম** মাটি বা মাটি জাতীয় দ্রব্য দ্বারা করতে হবে ।
৭. তায়াম্বুমের উদ্দেশ্য হলো কষ্ট দূর করা ও পবিত্রতা হাসিল করা ।
৮. **ত্যৈম** এর ৩ ফরজ । নিয়ত করা এবং মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুইসহ মাসেহ করা ।
৯. **ত্যৈম** উম্মতে মুহাম্মদির জন্য নেয়ামত ।
১০. নেয়ামতের শোকর আদায় করা কর্তব্য ।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. **تَيْمِمٌ** এর আয়াত নাজিল হয় কত হিজরিতে?

- ক. ৪র্থ
গ. ৬ষ্ঠ

- খ. ৫ম
ঘ. ৭ম

২. **مَرْضٌ** এর একবচন কী?

- ক. مرض
গ. مَرْضٌ

- খ. مريض
ঘ. مَرَضٌ

৩. **تَيْمِمٌ** এর ফরজ হলো-

- i) নিয়ত করা
iii) সমস্ত মুখ ঘোত করা

- ii) বিসমিল্লাহ বলা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
গ. ii ও iii

- খ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. অজু ভঙ্গের কারণ কয়টি?

- ক. ৫টি
গ. ৭টি

- খ. ৬টি
ঘ. ৮টি

২. নফল নামাজের জন্য، **وَضْوَءُ** করার হুকুম কী?

- ক. فَرْضٌ
গ. سَنَةٌ

- খ. واجب
ঘ. مستحب

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

আ. রহিম পুরুরে গিয়ে পানিতে নেমে অজু করল। সে মুখ ও হাত ধুয়ে, মাথা মাসেহ করে চলে আসল। খালেদ বলল, তোমার অজু হয়নি।

- ক. الوضوء এর অর্থ কী?

- খ. কি কি কাজে অজু লাগে?

- গ. আ. রহিমের অজু হয়েছে কিনা? তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে বর্ণনা কর।

- ঘ. খালেদের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় পাঠ

গোসল ও এন্টেজ্যার নিয়মকানুন

ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম। এ ধর্মের শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো নামাজ, যা মুমিনের মিরাজ। তাই মাতাল বা নেশান্ত্র অবস্থায় নামাজ পড়া জায়েজ নেই। কারণ তাতে নামাজে একাধিতা সৃষ্টি হয় না। অনুরূপ বিনা পবিত্রতায়ও নামাজ পড়া যাবে না। প্রয়োজন হলে গোসল করতে হবে এবং অপারগতায় **تَيْمِ** করতে হবে। তবুও নামাজ ছাড়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
<p>(৪৩) হে ইমানদারগণ! তোমরা যখন নেশান্ত্র থাক, তখন নামাজের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাজের কাছেও যেও না) ফরজ গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু পথ অতিক্রমের অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রমাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাক এবং যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াশ্বুম করে নাও, অতঃপর তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। (সুরা নিসা - ৪৩)</p>	<p style="text-align: right;"> بِآيَةِ الْذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَإِنْتُمْ سُكُنْيٰ حَتَّى تَعْلَمُو مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِيْ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُو وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُو مَاءً فَتَيَمَّمُو صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُو بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا. [সুরা: ৪৩] </p>

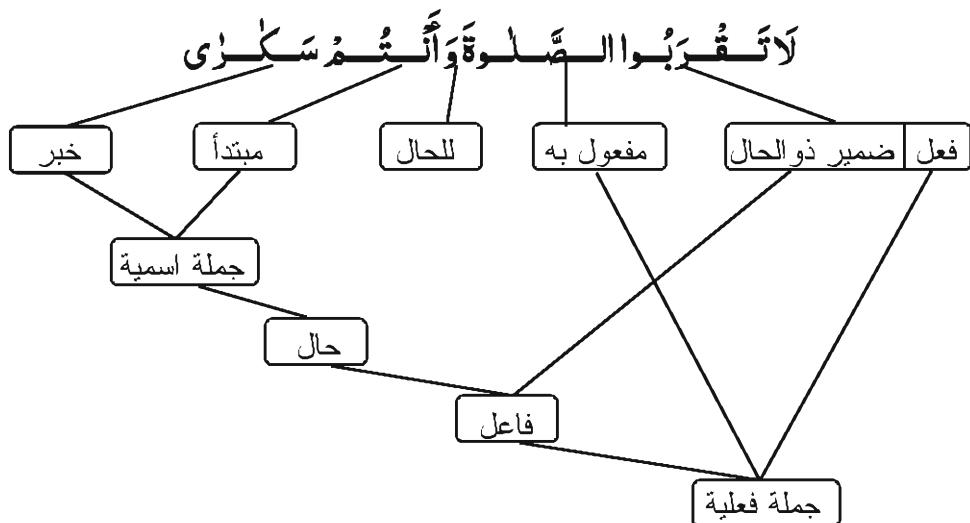
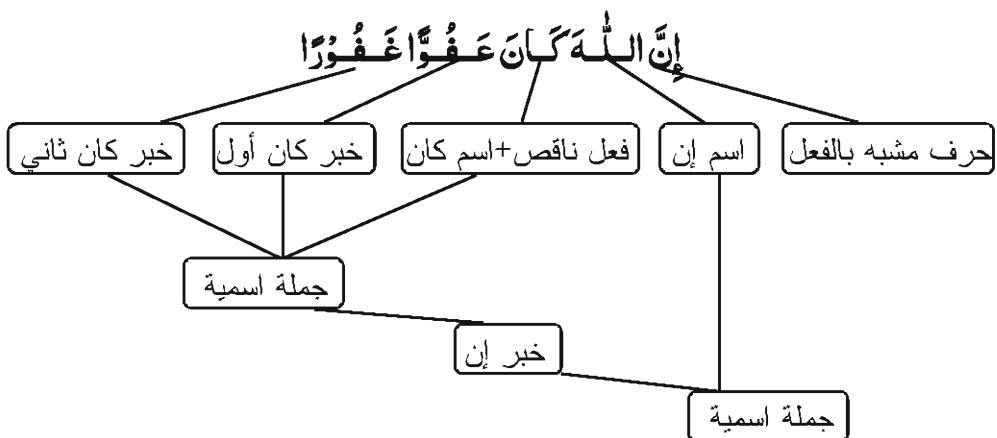
ঘatat al-Anfaz : (শব্দ বিশ্লেষণ)

القربان ، القرب م معنوي باهث جمع مذكر حاضر : لَا تَقْرَبُوا
ما داہ ت جنس صحيحة + ر ب + ق - تومرا نিকটবর্তী হয়ে না।

سُکنی : بহুবচন, একবচনে স্ক্রান অর্থ- নেশাত্ত।

افتعال باب مضارع مثبت معروف باهات جمع مذكر حاضر تغتسلون موله هیل : تغتسلوا
ماسدار اراده ایشان + ل + س + جنس صحيح - آرثه - تومرا گوسل کرave.

তারকিব:



শানে নুজুল :

জালালুন্দিন সুযুতি রহ. তাঁর **لَبَابُ النُّقُولِ** কিতাবে বলেন-

- (১) হজরত আলি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আবুর রহমান বিন আউফ (رضي الله عنه) আমাদের জন্য খানা পাকায়ে দাওয়াত করলেন এবং খানা শেষে মদ পান করালেন। মদ পান করায় আমরা নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম। এমন সময় মাগরিবের ওয়াক্ত হলো। সকলে আমাকে ইমামতির জন্য সামনে ঠেলে দিলে আমি সুরা কাফেরুন পড়লাম এবং ভুলক্রমে এবং ভুলক্রমে আমরা যার ইবাদত কর আমরাও তার ইবাদত করি) পড়ে ফেললাম। তার প্রেক্ষিতে এ পূর্ণ আয়াতটি নাজিল হয়। (আবু দাউদ, তিরমিজি)
- (২) মুজাহিদ রহ. বলেন: জনৈক আনসারি অসুস্থ ছিলেন। সে উঠে গিয়ে অজু করতে পারত না এবং তার খাদেমও ছিল না যে তাকে অজু করিয়ে দেবে। সে ঘটনাটি নবি করিম (رضي الله عنه) কে বললে **وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضِي** হতে আঘাতের শেষ পর্যন্ত নাজিল হয়। (ইবনে আবি হাতেম)

নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজের বিধান:

মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নামাজে দাঁড়ানো জায়েজ নয়। (এটা তখনকার কথা যখন মদ পানে কোন আপত্তি ছিল না।) তবে জাফর সাদেক রহ., ইবনে আবাস (رضي الله عنه) ও মা আয়েশা (رضي الله عنه) প্রমুখ বলেন, এখানে মাতাল বলতে ঘুমের নেশা ও ঘুমের প্রবলতা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং যদি নিদ্রার এমন চাপ থাকে যাতে ব্যক্তি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তবে সে অবস্থায়ও নামাজ পড়া যাবে না। যেমন বুখারি শরিফের হাদিসে আছে, নবি করিম (رضي الله عنه) বলেন-

إِذَا نَعِسَ أَحَدٌ كُمْ وَهُوَ يُصَلِّ فَلْيَنْصِرِفْ فَلْيَنْمَ حَتَّىٰ يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ

যদি তোমাদের কারো নামাজের অবস্থায় তন্দ্রা আসে, তবে সে যেন নামাজ ছেড়ে ঘুমিয়ে নেয়, যতক্ষণ না সে যা পড়ে তা বুঝে। (বুখারি, আনাস (رضي الله عنه) থেকে)

গোসলের আহকাম :

অর্থ- ধৌত করা। পরিভাষায়- পানি ঢেলে শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে।

গোসলের প্রকার: গোসল ৪ প্রকার। যথা-

১. ফরজ গোসল। যথা: জুনুবি ব্যক্তির গোসল।
২. ওয়াজিব গোসল। যথা: মাইয়েয়েতকে গোসল দেওয়া।
৩. সুন্নাত গোসল। যথা: জুমার ও ঈদের দিনের গোসল।
৪. মুস্তাহাব গোসল। যথা : দৈনন্দিন গোসল।

গোসল ফরজ হওয়ার কারণ :

গোসল ফরজ হওয়ার কারণ ৫টি। যথা-

১. এহতেলাম হলে।
২. মহিলাদের হায়েজ ও নেফাস শেষ হলে।
৩. স্ত্রী মিলন করলে।
৪. উত্তেজনার সাথে মনি বের হলে।
৫. পুরো শরীরে নাপাক লাগলে।

গোসল ফরজ হলে তাকে জুনুবি বলে।

গোসলের ফরজ :

গোসলের ফরজ ৩টি। যথা-

১. গড়গড়ার সাথে কুলি করা।
২. নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌছানো।
৩. পুরো শরীর ভালোভাবে ধোয়া, যাতে একটা পশম পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে।

গোসল ফরজ হলে যে সমস্ত কাজ করা যায় না:

১. নামাজ আদায় করা।
২. কাবা ঘরের তাওয়াফ করা।
৩. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা।
৪. কুরআন মাজিদ স্পর্শ করা।
৫. মসজিদে প্রবেশ করা।

এন্তেজ্ঞার পরিচয়:

إسْتِنْجَاءُ শব্দের অর্থ পবিত্রতা হাসিল করা, নিষ্কৃতি লাভ করা। পরিভাষায়- পেশাব-পায়খানার পর (পানি বা মাটি দ্বারা) পবিত্রতা অর্জন করাকে ইস্তেন্জাম বলে। (হাশিয়ায়ে তাহতাতি)

পায়খানার পর এন্তেজ্ঞার হ্রকুম:

যদি মল মলদ্বারেই সীমাবদ্ধ থাকে, এপাশে ওপাশে না লেগে থাকে তবে পানি দ্বারা এন্তেজ্ঞা করা মুস্তাহব। আর যদি মল এপাশে ওপাশে লেগে যায় এবং তা এক দিরহামের চেয়ে বেশি জায়গায় লাগে তবে তা পানি দ্বারা ধৌত করা ফরজ।

পেশাবের পর এন্তেজ্ঞার হ্রকুম :

পেশাব বের হয়ে মূত্রনালীর অগ্রভাগে এক দিরহাম পরিমাণের বেশি জায়গায় লেগে থাকলে তা ধৌত করা ফরজ। এক দিরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণ জায়গায় লাগলে তা ধৌত করা ওয়াজিব। আর পেশাব নালীর অগ্রভাগে বা পার্শ্বে না লেগে থাকলে তা ধৌত করা মুস্তাহব। (ফতোয়ায়ে শামি)

কুলুখাতে পানি ব্যবহার:

পেশাব বা পায়খানার পর কুলুখ ও পানি উভয় ব্যবহার করা সহিহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সুন্নাত।

যে সমস্ত বস্তু দ্বারা কুলুখ নেয়া মাকরুহ :

হাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, কাঁচ, মানুষের শরীরের কোনো অংশ, পাকা ইট, পুরাতন রেশমী নেকড়া, কিতাবের পাতা, অন্যের হক, (যেমন: অন্যের দেওয়ালের মাটি) কাঁদা মাটি, কাগজ, গোবর, কয়লা ইত্যাদি। মোটকথা, এমন বস্তু, যা সম্মানেযোগ্য ও মূল্যবান তার দ্বারা এন্তেঞ্চ করা মাকরুহ। (ফতোয়ায়ে শামি)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

- ১। নেশাফ্রন্ত অবস্থায় নামাজ পড়া হারাম।
- ২। যার ঘুম প্রবল হয় ঘুম দূর না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য নামাজ পড়া নিষেধ।
- ৩। জুনুবি হলে পবিত্র না হয়ে নামাজ পড়া হারাম।
- ৪। পানি না পাওয়া গেলে অজু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তেই **تَبِيْمُ** করা যাবে।
- ৫। অসুস্থ এবং জুনুবি ব্যক্তির কাছে যদি পানি না থাকে তাহলে **تَبِيْمُ** করবে।
- ৬। **মাটি** বা মাটি জাতীয় দ্রব্য দ্বারা করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. বহনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. **إسْتِجَاءٌ** শব্দের অর্থ কী?

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ক. পবিত্রতা হাসিল করা | খ. ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা |
| গ. নাপাকি থেকে মুক্তি চাওয়া | ঘ. পানি ব্যবহার করা |

২. **تَفْسِلُوا** অর্থ কী?

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ক. তোমরা গোসল করবে | খ. তোমরা ধৌত করবে |
| গ. তোমরা অজু করবে | ঘ. তোমরা পবিত্র হবে |

৩. গোসল কত প্রকার?

- | | |
|------|------|
| ক. ২ | খ. ৩ |
| গ. ৪ | ঘ. ৫ |

৪. নেশপ্রস্তু অবস্থায় নামাজ আদায় করা-

- | | |
|------------|-----------|
| i) জায়েজ | ii) মুবাহ |
| iii) হারাম | |

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|-----------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

৫. নামাজে প্রবল ঘূম আসলে নামাজ-

- i) ছেড়ে দিতে হবে
- ii) ঘুমিয়ে হলেও আদায় করতে হবে
- iii) বসে বসে আদায় করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. ii ও iii |

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম শেষে সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার পর রফিক তার ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিল। সাথে সাথে প্রবল ঘূম। ইতোমধ্যে এশার আজান হলে হালিম তাকে নামাজের জন্য ডাকল। কিন্তু রফিক তাকে সাড়া দিল না। হালিম বলল, তুমি একটা ফাসেক।

ক. عَابِرُ الْسَّبِيلُ অর্থ কী?

খ. كَانَ عَسِيلٌ কাকে বলে?

গ. রফিকের কাজের শরায়ি মূল্যায়ন কর।

ঘ. হালিমের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার বঙ্গব্য বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় পাঠ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শুরুত্ব

পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। ইসলাম পরিক্ষার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করে। এজন্য উহাকে নামাজের শর্ত করা হয়েছে। পবিত্রতা বলতে শরীর, মন ও পোশাক সব কিছুর পবিত্রতাকে বোঝায়। আল্লাহ তাআলা
বলেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
<p>(১) হে চাদরাবৃত রসূল। (২) উঠুন, সতর্ক করুন। (৩) আর আপনার পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। (৪) এবং আপন পোশাক পবিত্র রাখুন। (সূরা মুদ্দাচ্ছুর: ১-৪)</p>	<p>يَا إِيَّاهَا الْمُرْتَّبُ (১) قُمْ فَأَنْذِرْ (২) وَرَبَّكَ فَكِيرْ (৩) وَثِيَابَكَ فَظِهِيرْ (৪)</p>

تحقيقات اللفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

جینس د+ث+ر مادھ ماسدھار افعل فاعل اسم واحدمذکر باھاھ تھیگاھ: مُرَّتْ

صحیح ار्थ- چادرابُت ।

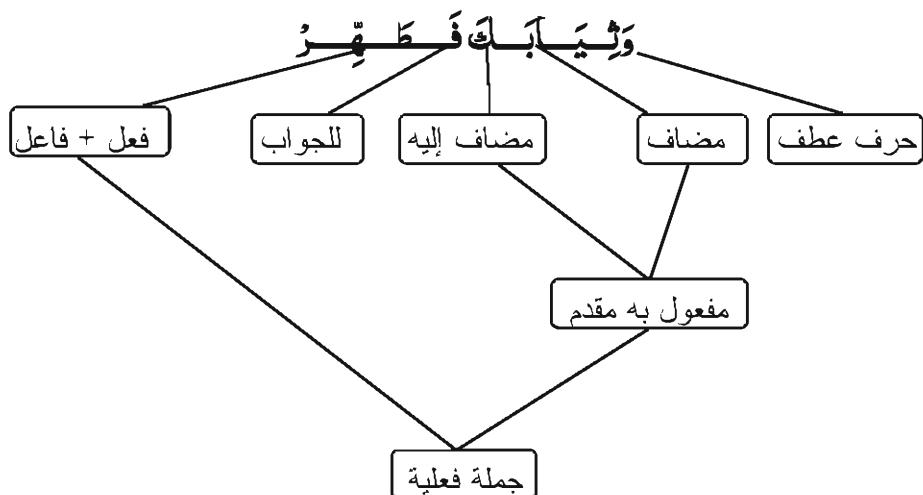
قُمْ : **القيام** ماسدار نصر باب امر حاضر معروف باهات واحد مذکر حاضر : **چیگاہ** ماندہ

جنس و اوی اجوف- تۇمى داڭقاوی ارث- + قی

فَكِيرْ : تَكْبِيرُ مَاسِدَارِ تَفعيلِ بَابِ أَمْرٍ حاضِرٍ مَعْرُوفٍ بَاهَاجَ وَاحِدٌ مذَكُورٌ حاضِرٌ مَادِهَاجَ .
+ ب + ف - صحیح - آپنی بودت روشنگانہ کرئیں ।

فَطَهِّرْ : تفعيل ماسدأر طهير ماض حاضر معروف باهات واحد مذکر حاضر : هیگاہ امر حاضر معروف باهات واحد مذکر حاضر جنس ط صحیح + ۸ + آپنی پیشتر کردن ।

তাৰকিব:



মূল বক্তব্য:

এখানে আল্লাহ তাআলা সীয় নবি (ﷺ) কে চাদরাবৃত বলে ডাক দিয়ে বলেছেন যে, আপনার চাদর মুড়ি দিয়ে বিখ্যামের সময় নেই। আপনি উঠে মানুষকে সতর্ক করুন। সীয় রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন এবং আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। কারণ, আল্লাহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন।

শানে নুজুল:

সহিহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সুরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কুরআন অবতরণ বেশ কিছু দিন বঙ্গ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রসুলুল্লাহ (ﷺ) মকায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছুর আওয়াজ শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিষ্কেপ করতেই দেখতে পান যে, হেরো শুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতা শূন্যমণ্ডলে একটি ঝুলন্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবছায় দেখে পূর্বের মত তিনি আবার ভীত ও আতংকহস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন **زَمْلُونِي**।

زَمْلُونِي আমাকে ব্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে ব্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি ব্রাবৃত হয়ে শয়ে পড়লেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরা মুদ্দাসসিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাজিল হয়। (বুখারি)

টীকা:

فُمْ فَأَنْزِرْ : অর্থ- উঠুন, সতর্ক করুন। **إِنْذَارْ أَنْزِرْ** থেকে এসেছে। যার অর্থ সতর্ক করা। এখান থেকে নবি করিম (ﷺ) এর উপাধি হলো **أَنْزِيرْ** আর **أَنْزِيرْ** বলা হয়- স্নেহ-মমতার

ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ককারীকে। এখানে সতর্ক করার কথা বলা হয়েছে। কারণ, তখন পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। বাকি সব কাফের ছিল।

أَلْلَهُ تَكْبِيرٌ অর্থ, শুধু আপন প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। **وَرَبِّكُمْ فَكِبِّرْ** বলা। উলামায়ে কেরাম এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, নামাজের প্রথমে তাকবিরে তাহরিমার জন্য **أَلْلَهُ أَكْبَرُ** বলার ফরজ নিয়মটি এ আয়াত থেকে এসেছে।

وَتَبَّاعَكَ فَطَهَرْ : আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। **وَتَوْبَّ** শব্দটি এর বহুবচন। যার অর্থ- কাপড়। পবিত্রতাকে ইসলামে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, হাদিস শরিফে আছে- **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِيْنَ** পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক। (সহিহ মুসলিম) আল্লাহ পাক পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের পছন্দ করেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে- **لَا تُقْبِلْ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوٍ** (রো- ৪) এবং হাদিসে বলা হয়েছে- **وَبِحُبِّ الْمُتَّهِىْ** (ترمذি ৩০০০) নিচয় আল্লাহ তাআলা তাওবাকারীদের ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সুরা বাকারা : ২২২) এজন্যই পবিত্রতাকে নামাজের পূর্বশর্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং হাদিসে বলা হয়েছে- **لَا تُقْبِلْ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوٍ** (রো- ৪)

পবিত্রতা ছাড়া নামাজ গৃহীত হবে না। তাই সকল প্রকার নাপাকি হতে আমাদের দেহ ও কাপড়কে পাক রাখতে হবে। যেমন- পেশাব, পায়খানা, রস্ত, পুঁজ, বমি, বিষ্ঠা, পচাঁ-দুর্গন্ধ বস্তু ইত্যাদি হতে।

তাফসিরে মাজহারিতে উল্লেখ আছে, প্রকৃত অর্থে কাপড়কে **تَبَّاعَكَ** বলা হলেও রূপক অর্থে কর্মকে এবং দেহকেও **تَبَاسُّ** বা পোশাক বলা হয়। সেক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাপক অর্থ হবে। অর্থাৎ, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভাস্ত বিশ্বাস ও অপবিত্র চিন্তাধারা থেকে মুক্ত রাখুন। (মাজহারি)

ইসলামে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব:

إِنَّ اللَّهَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ- আল্লাহ তাআলা পরিচ্ছন্ন।

তিনি পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসেন।

অবশ্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণভাবে ময়লা ও নোংরামী থেকে মুক্ত থাকাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। পক্ষতরে, শরিয়ত যাকে নাপাক বলেছে তা থেকে মুক্ত থাকাকে পবিত্রতা বলা হয়।

যেমন, ধুলোবালি ও কাঁদা লাগলে একটি কাপড় নোংরা হয়, যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়। কিন্তু এতে তা নাপাক হয় না যে তা পবিত্র করতে হবে।

ইসলামে সমভাবে পবিত্রতার সাথে সাথে পরিচ্ছন্নতার জন্যও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এজন্যই জুমার দিনে, ঈদের দিনে গোসল করাকে সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ সময় নতুন বা ধৌতকৃত পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে আদেশ করা হয়েছে।

এমনকি হাদিসে **إِمَّا تَأْتِيَ الْأَذْيَارُ عَنِ الظَّرِيقِ** তথা রাঙ্গা থেকে ময়লা বা নোংরা বস্তু সরিয়ে ফেলাকে ইমানের অংগ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মোটকথা, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা উভয়ই কাম্য। কোনো মুসলিম নাপাক বা নোংরা কোনোটাই থাকতে পারে না।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. বস্তুকে স্নেহবশে উপাধি দেওয়া এবং তাদ্বারা ডাকা বৈধ।
২. অলসতা করা অনুচিত।
৩. মানুষদেরকে সতর্ক করা নবির দায়িত্ব।
৪. একমাত্র আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ঘোষণা করতে হবে।
৫. পোশাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. **مَرْدُ** অর্থ কী?

- ক. জুব্রা পরিহিত
গ. পাগড়ি পরিহিত

- খ. চাদরাবৃত
ঘ. টুপি পরিহিত

২. **مُفْ** এর মূল অক্ষর কী?

ক. ق + م + ي

খ. ق + م + و

গ. م + ق + و

ঘ. و + ق + م

৩. ইসলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে-

i) পছন্দ করে

ii) সমর্থন করে

iii) মুবাহ মনে করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- গ. i ও ii

- খ. ii
- ঘ. i ও iii

৪. **شَرِيكٌ** শব্দটির একবচন হলো-

i) تاب

ii) ثوب

iii) ثواب

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- গ. iii

- খ. ii
- ঘ. ii ও iii

৫. **إِنَّ اللَّهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّفَافَةَ** এর দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

- ক. পরিচ্ছন্ন লোকেরা আল্লাহর প্রিয়
- খ. পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ
- গ. পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিরা মানুষের প্রিয়ভাজন
- ঘ. পবিত্ররা পবিত্রদের কাছে প্রিয়

খ. সূজনশীল প্রশ্ন:

শাহিন ও ওমর দু'বন্ধু। তারা সুরা মুদ্দাসসির এর প্রথমিক আয়াতগুলো নাজিলের স্থান ও সময় নিয়ে মতভেদে লিঙ্গ হয়। শাহিন বলল, এগুলো সুরা আলাকের আয়াত নাজিল হওয়ার পর অবর্তীর্ণ হয়। কিন্তু ওমর বলল, এটিই প্রথম অবর্তীর্ণ আয়াত ও হেরা গুহায় নাজিলকৃত সুরা।

ক. قُمْ অর্থ কী?

- খ. قُمْ فَانِدِرْ এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর।
- গ. শাহিন ও ওমরের বিতর্ক তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে সমাধান কর।
- ঘ. তুমি শাহিন ও ওমরের মধ্যে কাকে এবং কেন সমর্থন করবে? আলোচনা কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আখ্লাক

(ক) ফাজায়েল বা সৎচরিত্র

১ম পাঠ : সালাম বিনিময়

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে তাকে সবার সাথে মিলে মিশে থাকতে হয়। সবার সাথে হাসিখুশি থাকতে হয়। পরস্পর সাক্ষাত হলে কুশল বিনিময় ও অভিবাদন করতে হয়। ইসলাম আদবের ধর্ম। শিষ্টাচার মুসলমানদের ভূষণ। তাই ইসলামের শিক্ষা হলো মা-বাবাসহ অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হলে সালাম প্রদান করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
(৮৬) আর তোমাদেরকে যদি কেউ সালাম দেয়, তাহলে তোমরাও সালাম দাও তার চেয়ে উন্নতভাবে অথবা তার মতই ফিরিয়ে দাও। নিচ্য আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (সুরা নিসা: ৮৬)	وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيِّوْا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

ঝদ্ব বিশ্লেষণ) :

تحية ماضي مثبت مجهول باهث تفعيل مذكرة حاضر ماذدah حييتم : : حিগাহ جمع مذكرة حاضر تفعيل ماسدراar حييتم

অর্থ- তোমরা সালাম/ অভিবাদন প্রাপ্ত হলে।

تحية : سালাম/ অভিবাদন। ইহা বাব তাফعيل পাপ

أمر حاضر معروف باهث تفعيل مذكرة حاضر ماذدah حييتم : : حرف عطف টি ফ

অর্থ- অতঃপর। হিগাহ جمع مذكرة حاضر تفعيل ماسدراar حييتم

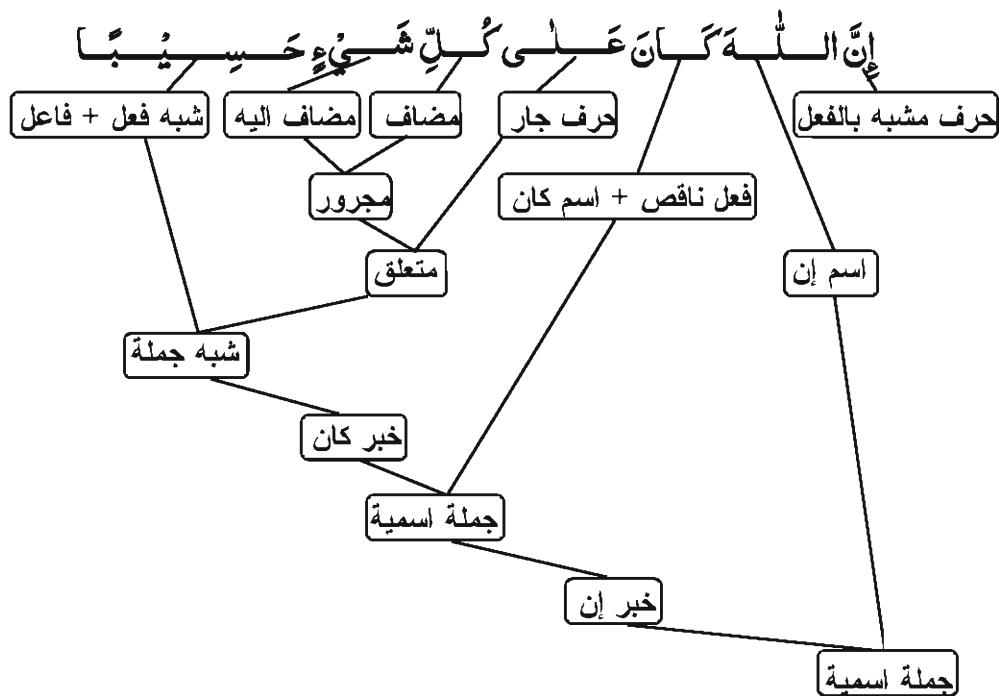
অর্থ- তোমরা সালাম দাও।

ح + ن + ن ماذدah ماسدراar حييتم : : أَحَسَن

অর্থ- অধিক সুন্দর।

أمر حاضر معروف باهات جمع مذکور حاضر - ردا : رُدُّهَا
 باه مضاف ثلثي الرد مضاف ماسدار نصر امر حاضر مضاف ثلثي الرد مضاف ماسدار نصر
 الحساب ماسدار امر فاعل مبالغه باب حسب وجنه هاتے ها : حسینیا
 حسینیا صحيح جينس امر حسینیا صحيح جينس

تارکیب:



مূল বক্তব্য:

ইসলামে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অনেক। তাই সমাজে চলতে গেলে যখন মুসলমানরা পরস্পর সাক্ষাত করবে তখন তাদের কর্তব্য হলো ইসলামি রীতি অনুযায়ী প্রফুল্ল মনে সালাম দেওয়া। আর কাউকে সালাম দেওয়া হলে তার কর্তব্য হলো অনুরূপভাবে বা আরো সুন্দরভাবে সালামের উভয় দেওয়া। এটা বড় পুশ্যের কাজ। এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতটিতে।

সালাম সম্পর্কিত আলোচনা

এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে দেখা হলে পরিচিত হোক বা নাই হোক তাকে সালাম দেওয়া সুন্নাত। সালাম দিলে ৯০ টি নেকি পাওয়া যায়। মনে রাখা উচিত, সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। এতে ১০টি নেকি পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হজরত আদম (ﷺ) ফেরেশতাদেরকে সালাম দিয়েছিলেন। ইসলামের পূর্ব যুগে আরবরা পরম্পর দেখা হলে বলতো **حَيَّاَكَ اللَّهُ أَلَّامْ** (আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুন)। ইসলাম এ পদ্ধতি পরিবর্তন করে **السلام عَلَيْكُمْ** বলার রীতি প্রচলন করেছে। এর অর্থ হলো- আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। জবাবে **وَعَلَيْكُمُ السَّلَام** বলার রীতি প্রচলন করেছে। এর অর্থ- আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। বিধীরা সালাম দিলে শুধু **وَعَلَيْكُمْ** বলতে হয়। তবে তাদেরকে অগ্রগামী হয়ে সালাম দেওয়া বৈধ নয়।

সালামের আহকাম:

১. মুসলমানের সাথে দেখা হলে **السلام عَلَيْكُمْ** বলা সুন্নাত।
২. সালামের জবাব একটু বাড়িয়ে বলা (যেমন: **وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِبٍ**) মুস্তাহব।
৩. সালামের জবাব শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব।
৪. সুন্নাত হলো আরোহী পদ্ব্রজকে, দণ্ডয়মান ব্যক্তি উপবিষ্টকে, কম সংখ্যক বেশি সংখ্যককে এবং ছোট বড়কে সালাম করবে।
৫. দলের মধ্য হতে একজন সালাম দিলে বা একজন উত্তর দিলে যথেষ্ট হবে।
৬. মুসলমান কাফের একত্রে থাকলে সালামের জন্য বলতে হয় **السلام على مَنِ اتَّبَعَ الْهُدًى**
৭. বেগানা যুবতী মহিলা একাকী হলে তাকে সালাম দেওয়া এবং তার সালামের জবাব দেওয়া জায়েজ নয়। তবে মহিলাদের দলকে সালাম দেওয়া বা তাদের সালামের উত্তর দেওয়া জায়েজ।
৮. ছোট বালিকা বা অতিশয় বৃদ্ধা মহিলাকে সালাম দেওয়া জায়েজ।
৯. শ্রী এবং মুহাররামা মহিলাদেরকে সালাম দেওয়া সুন্নাত।

কাদের সালাম দেওয়া যাবে না:

- (১) নামাজরত ব্যক্তিকে (২) কুরআন তেলাওয়াতকারীকে (৩) জিকিরে মশগুল ব্যক্তিকে (৪) হাদিস পাঠে ব্যস্ত মুহাদ্দিসকে (৫) খুৎবারত খতিবকে (৬) খুৎবাহ শ্রবণকারীকে (৭) ফিকহি মজলিসে আলোচনারত কাউকে (৮) পায়খানা বা পেশাবেরত ব্যক্তিকে (৯) দাবা খেলায়রত ব্যক্তিকে (১০) কাফেরকে (১১) উলঙ্গ ব্যক্তিকে, (১২) পানাহারকারী ব্যক্তিকে (খাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে) (১৩) প্রকাশ্যে পাপাচারে লিঙ্গ ব্যক্তিকে ইত্যাদি।

সালামের গুরুত্ব ও ফজিলত:

সালাম একটি অতি পৃথক্য কাজ। ইহা মুসলিম ভাইয়ের হক। এটা পরম্পরের মধ্যে মহৱত বৃদ্ধি করে। প্রথমে সালামদাতা হাদিসের ভাষায় অহংকারমুক্ত হয়। সালাম রহমত ও বরকতের কারণ। এজন্য কাউকে সালাম দেবার পর সে যদি কোনো গাছ বা পাথরের আড়াল হয় অতঃপর তার সাথে আবার দেখা হয়, তাহলে তাকে সালাম দিতে হবে। হাদিসে বেশি বেশি সালাম দিতে বলা হয়েছে।

সালামের ফজিলত বর্ণনায় মহানবি (ﷺ) বলেন:

“তোমরা ইমান না আনলে জান্নাতে যেতে পারবে না। আর পরম্পরকে ভালো না বাসলে ইমান পূর্ণ হবে না। আমি কি এমন বিষয় বলব না? যা করলে তোমাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও।” (মুসলিম শরিফ)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. মুসলমানরা পরম্পর দেখা হলে একে অপরকে সালাম করবে।
২. সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব।
৩. সালামের জবাবে সালামের চেয়ে অতিরিক্ত শব্দ বলা মুন্তাহাব।
৪. যে বেশি বেশি সালাম দেয় বা উত্তর দেয় আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন।
৫. আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল কাজের হিসাব রাখেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. সালাম দেওয়া বিধান কী?

ক. ফরজ

খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত

ঘ. মুন্তাহাব

২. সালাম দিবে-

- i) অল্প লোক অনেক লোককে
- ii) কাফের মুসলমানকে
- iii) ছোট বড়কে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৩. بحث حیوں کی؟

- ماضی ک.

- موضع.

- امر

- نہیں

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আ. রহিম মসজিদে গিয়ে দেখলো কিছু লোক নামাজ পড়ছে আর কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত করছে। সে করআন তেলাওয়াতকারীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিল।

৪. আ. রহিমের সালাম দেওয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

- ক. হারাম

- খ. মাকরুহ তাহরিমি

- গ. মুবাহ

- ঘ. মাকরুহ তানজিহি

৫. আ. রহিমের উচিত ছিল-

- i) সালাম না দেওয়া

- ii) নামাজিদেরকে সালাম দেওয়া

- iii) উভয়কে সালাম দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- ১৫

- iii

- গ. ii ও iii

- ঘ. i, ii ও iii

খ. সুজনশীল প্রশ্ন:

আ. করিম ঢাকা থেকে বাড়ি গিয়ে তার দাদুকে Good morning বলল। দাদু বললেন, তুমি কি ইসলামী সম্ভাষণ জানো না?

- ক. সালামের উত্তর দেওয়া কী?

- খ. সালামের বাক্যের অর্থ লিখ।

- গ. আব্দুল করিমের কাজটি কেমন হয়েছে? বর্ণনা করু।

- ঘ. আব্দুল করিমের প্রতি তার দাদুর কর্তব্য সম্পর্কে তোমার মতামত বুঝিয়ে লেখ।

২য় পাঠ

তাওয়াক্কুল

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হলেও শক্তিতে সে দূর্বল প্রাণী। তাই অন্যের উপর বিভিন্ন সময় তাকে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো সকল ক্ষেত্রে বান্দা আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করবে। কেননা, তিনি সর্বশক্তিমান। এ গুণটি তাওয়াক্কুল নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
(৫১) আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, তবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত; তিনি আমাদের অভিভাবক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (সুরা তাওবা: ৫১)	قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (التوبة: ৫১)
(৫৮) আপনি সেই চিরঝীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গোনাহ সম্পর্কে যথেষ্ট খবর রাখেন। (সুরা ফুরকান: ৫৮)	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفِ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (الفرقان: ৫৮)

টাইপড বিশ্লেষণ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

قُل : ছিগাহ বাব অর্থে মাসদার নصر পাইলে মানুষ একটি পুরুষ।

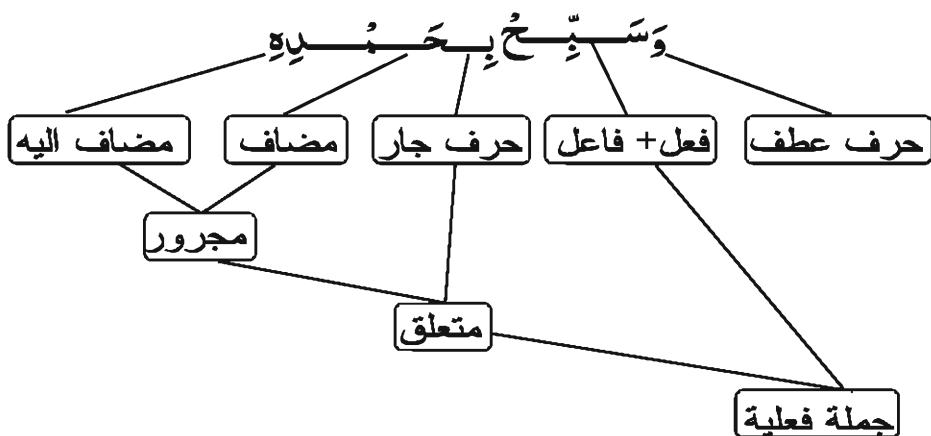
أَجْوَفْ وَاوِي : অর্থ- আপনি বলুন এবং জিনস একটি পুরুষ।

مضاف منفي بلن تأكيد غائب ছিগাহ পুরুষ একটি পুরুষ এবং মানুষ একটি পুরুষ।

أَجْوَفْ وَاوِي : অর্থ- জিনস একটি পুরুষ এবং মানুষ একটি পুরুষ।

- কَتَبْ** : ছিগাহ বাব ماضي مثبت معروف باهث واحده مذکر غائب مادهاه + ل+ ب+ ت+ ك+ جিনس أرث- سے لिखل ।
- مَوْلَانَا** : موالی آر مولی اکবচن، بھبচনে مجبور متصل تি نا : + مادهاه + ل+ ي+ آمادهর اভিভাবক ।
- فَلَيْتَوْكَنْ** : تفعل امر غائب معروف باهث واحده مذکر غائب حرف عطف تি ف : مادهاه + ل+ ك+ جিনس و+ ل+ التوكل مثال واوي أرث- یمن سے برسا کرول ।
- أَمْوَإِيمَانْ** : جمع مذکر باهث افعال مادهاه + ن+ ل+ مادهاه ایمان اسما فاعل مادهاه + م+ ل+ جিনس مهیوز فاء ارث- ایماندارگان ।
- وَتَوْكَنْ** : تفعل امر حاضر معروف باهث واحده مذکر حاضر حرف عطف تি و : مادهاه + ل+ ك+ جিনس و+ ل+ التوكل مثال واوي ارث- آر آپنی برسا کرول ।
- لَا يَمُوتُ** : مادهاه نصر مادهاه مضارع منفي معروف باهث واحده مذکر غائب موت + ل+ جিনس مر+ و+ ت+ اجوف واوي ارث- سے مृত্যुবরণ کرول نا با کرول نا ।
- وَسَبِّحْ** : تفعيل امر حاضر معروف باهث واحده مذکر حاضر حرف عطف تি و : مادهاه + ل+ ج+ جিনس س+ ب+ ح التسبیح ارث- آر آپنی تاسیبی پاٹ کرول ।
- وَكَفِيْ** : ضرب امر ماضي مثبت معروف باهث واحده مذکر غائب مادهاه + ل+ ج+ ف+ ي+ جিনس ناقص یا یئی مادهاه اکفایہ ارث- آر تینی خدھنے هونے ।
- ذُنُوبْ** : شدٹی بھبচن । ار اکبচن ہلے ذنب جامد اٹی ذنب مادهاه + ل+ ب+ د+ ن+ ع+ ارث- پاپس ممূহ ہا گوناہ سمূহ ।
- عِبَادَة** : اخانے عباد شدٹی بھبচن । ار اکبচن ہل عبید مادهاه د+ ب+ ع+ آر ۴ اکشটی ہل ارث تار ہا نداگان ।
- خَبِيرًا** : ارث سংবাদ راخنےওয়ালা । ইহা آল্লাহ تাআলার একটি গুণবাচক নাম ।

তারকিব:



মূল বক্তব্য:

আলোচ্য আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ সকল জিনিস আসবে, যা তিনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর আমাদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন আমাদের অভিভাবক। আর সেই চিরজীব আল্লাহর উপর ভরসা করতে এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে যার মৃত্যু নেই এবং যিনি বান্দার গুনাহ সম্পর্কে অবগত।

তাওয়াক্তুল এর পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ: শব্দটি বাবে তফعل এর মাসদার। মাদ্দাহ $\text{ل}+\text{ف}+\text{أ}+\text{و}$, জিনস تَوْكِلْ

অর্থ ভরসা করা, নির্ভর করা।

পারিভাষিক অর্থ: পরিভাষায়- সকল কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তাঁর উপর নির্ভর করাকে তুক্ত বলা হয়। আল্লামা জুরজানির মতে, আল্লাহর নিকট যা আছে, তার উপর ভরসা করা এবং মানুষের নিকট যা কিছু আছে তা থেকে বিমুখ থাকাকে তুক্ত বলে।

একথা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যে, যাবতীয় কাজ আল্লাহর মর্জিতে হয় এবং এও বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ সকল কাজের অধিকর্তা। تَوْكِلْ এর অর্থ এই নয় যে, কোনো কাজ না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকতে হবে। বরং কাজের সবকিছু সম্পাদন করে চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে। এক সাহাবি মহানবি (رضي الله عنه) কে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! (ﷺ) আমি উট ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্তুল করব, না বেঁধে রেখে ভরসা করব? মহানবি (ﷺ) বললেন-
 $\text{إِغْرِقْلُهَا وَتَوْكِلْ}$ আগে উট বাঁধ, অতঃপর ভরসা কর। (তিরমিজি, আনাস (رضي الله عنه) থেকে)

কোনো আসবাবের মুখাপেক্ষী না হয়েও তাওয়াক্কুল করা যায়। তবে এটা উচু পর্যায়ের বান্দাদের জন্য। এক হাদিসে মহানবি (ﷺ) বলেন-

لَوْأَنْكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوْكِيدِهِ لَرَزَقُكُمْ كَمَا يَرُزُقُ
الظَّيْرَ، تَغْدُلُ خَمَاصًا وَتَرُقُّ بَطَانًا (رواه الترمذি عن عمر رض)

যদি তোমরা সঠিকভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে রিজিক দিতেন যেভাবে পাখিদেরকে রিজিক দিয়ে থাকেন। পাখিরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট পূর্ণ করে বাসায় ফিরে। (মেশকাত-পৃ. ৪৫২)

তাওয়াক্কুলকারীকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং তার জন্য তিনি যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্যে যথেষ্ট। (সুরা তালাক-৩)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন- -الْتَّوْكِلُ نَصْفُ الدِّينِ- তাওয়াক্কুল দীনের অর্ধেক।

তোক্কল এর প্রকারভেদ : তোক্কল দুই প্রকার যথা-

১. তোক্কল বা উপকরণসহ তাওয়াক্কুল করা। এটা সাধারণ মানুষের জন্য।

২. তোক্কল বা উপকরণ ছাড়া তাওয়াক্কুল করা। এটা নবিদের জন্য বা আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাদের জন্য প্রযোজ্য।

তোক্কল এর উপকারিতা : তাওয়াক্কুল এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন:

১. এর দ্বারা ইমান পরিপূর্ণ হয়।
২. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ হয়।
৩. সর্বদা আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়।
৪. শয়তান থেকে বেঁচে থাকা যায়।
৫. জান্মাতে নবিদের সাথী হওয়া যাবে।

৬. রিজিক বেশি হওয়ার কারণ (نَضْرَةُ النَّعِيْمِ)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. মানব জীবনে যা কিছু হয়, সবই লিখিত আছে।
২. আল্লাহ তাআলা মানুষের অভিভাবক।
৩. ভরসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর করতে হবে।
৪. আল্লাহ তাআলা চিরঝীব।
৫. আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহ সম্পর্কে খবর রাখেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. কুর্তু শব্দের অর্থ কী?

- ক. নির্ভরশীলতা
- গ. বিনয় নম্রতা

- খ. সত্যবাদিতা
- ঘ. মানবতা

২. প্রিভ কার নাম?

- ক. আল্লাহ তাআলার
- গ. ফেরেশতার

- খ. মুহাম্মদ ﷺ এর
- ঘ. মানুষের

৩. মহানবি (ﷺ) সাহাবিকে তাওয়াক্কুল করতে বললেন-

- i) উট বেঁধে রেখে
- iii) উট বিক্রি করে

- ii) উট ছেড়ে দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- গ. i ও ii

- খ. ii
- ঘ. ii ও iii

৪. কুর্তু কত প্রকার?

- ক. দুই
- গ. চার

- খ. তিনি
- ঘ. পাঁচ

৫. কুর্তু করলে-

- i) রিজিকে বরকত হয়
- iii) ইমান পূর্ণতা পায়

- ii) আল্লাহর সাহায্য আসে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- গ. ii ও iii

- খ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

মাসুম ব্যাপারী প্রয়োজনীয় খাবার, ঔষধ এবং টাকা না নিয়ে পায়ে হেঁটে হজ্বের সফরে রওনা দিল।

তার স্তী তাকে বাধা দিলে সে বলল, আল্লাহ ভরসা।

ক. কুর্তু অর্থ কী?

খ. কুর্তু বলতে কী বুঝায়?

গ. মাসুম ব্যাপারীর কর্মকাণ্ড কেমন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাসুম ব্যাপারীর বক্তব্যটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

ତୟ ପାଠ

সত্যবাদিতা

সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে। সত্যবাদীকে সকলেই ভালোবাসে। সত্যবাদিতা মানুষকে জান্মাতের পথ দেখায়। মুক্তির পথ দেখায়। তাইতো ইসলামে সত্য কথা বলার জন্য আদেশ করা হয়েছে। সত্যবাদিতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
(৭০) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।	٤٠ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُولُوا اللَّهُ وَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا
(৭১) তবে তিনি তোমাদের আমল- আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।	٤١ - يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْبَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (সূরা আহ্�সার)

تحقیقات اللفاظ (শব্দ বিশেষণ)

امَنُوا	: الإِيمَان مَايُمْكَر مَعْرُوفَ الْمَادَّاَرَ بَابٌ جَمِيعٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ
مَادَّاَه	أَوْ جِينِسُ فَاءُ تَارِأْ إِيمَانٌ حَرْتَهُ كَرِرَهُ.
قُولُوا	: القول نَصْرِينَصْرَ مَايُمْكَر حَاضِرٌ الْمَادَّاَرَ بَابٌ جَمِيعٌ مَذْكُورٌ حَاضِرٌ
أَتَّقُوا	أَجُوفُ وَاوِي جِينِسُ قَوْلَهُ تَوْمَرَاهُ بَلٌ.
سَدِيرَاهَا	وَ الْاتِقَاءُ مَايُمْكَر افْتَعَالَ الْمَادَّاَرَ بَابٌ جَمِيعٌ مَذْكُورٌ حَاضِرٌ مَادَّاَهُ.
مَضَاعِفُ ثَلَاثِي	لَغِيفُ مَفْرُوقُ جِينِسُ قَيْلَهُ تَوْمَرَاهُ بَلَهُ.

الاصلاح إِفْعَالٌ بَابٌ مُضَارِّ مُثْبِتٌ مَعْرُوفٌ بَاهَاجٌ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ يُصْلِحُ : ছিগাহ মাসদার প্রক্রিয়া বাব মান্দাহ এবং অর্থ তিনি সংশোধন করবেন।

اعيال أَعْيَالُكُمْ : তোমাদের আমলসমূহ। এখানে শব্দটি ক্রমে আর চীজির মজুর মতো প্রক্রিয়া করবেন।
একবচনে অর্থ আমল বা কাজ।

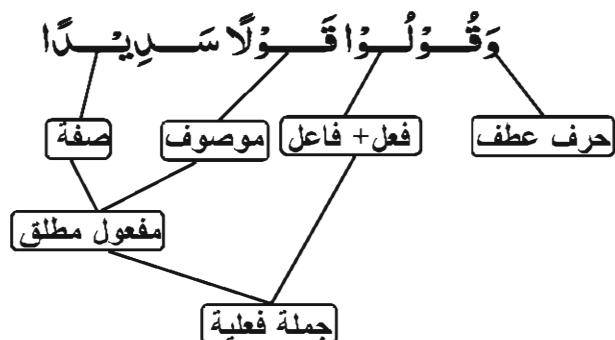
المغفرة ضرب مُضَارِّ مُثْبِتٌ مَعْرُوفٌ بَاهَاجٌ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ يُغْفِرُ : ছিগাহ প্রক্রিয়া বাব মান্দাহ এবং অর্থ তিনি ক্ষমা করবেন।

ذُنُوبُكُمْ ذُنُوبُكُمْ : তোমাদের পাপসমূহ। এখানে শব্দটি ক্রমে আর চীজির মজুর মতো প্রক্রিয়া করবেন।
একবচনে অর্থ: গুনাহ বা পাপ।

الإطاعة إِفْعَالٌ بَابٌ مُضَارِّ مُثْبِتٌ مَعْرُوفٌ بَاهَاجٌ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ غَائِبٌ يُطِيعُ : ছিগাহ মাসদার প্রক্রিয়া বাব মান্দাহ এবং অর্থ সে আনুগত্য করে।

فَفَازَ فَفَازَ : ছিগাহ মাসদার নির্ণয় মাত্র মান্দাহ এবং অর্থ সে সফল হয়েছে।

তারকিব:



মুণ বঙ্গব্য:

সুরা আহযাবের আলোচ্য আয়াত দুটিতে আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে সদা সত্য কথা বলার উপদেশ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে সত্যের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে এ নির্দেশ পালনকারীর জন্য মহা সাফল্যের শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

টীকা :

আর তোমরা সঠিক ও সত্য কথা বল। এখানে **وَقُولًا سَدِيرًا** বলতে কী বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির (র) বলেন, **قُولًا مُسْتَقِيمًا**

سُوْجَاجَ فِيْهِ لَا إِعْوَجَاجَ سُوْجَاجَ فِيْهِ لَا إِعْوَجَاجَ فِيْهِ
সোজা কথা, যাতে কোনো বক্রতা নাই। হজরত কালবি (রহ.) থেকে বর্ণিত
আছে আছে قَوْلًا صِدْقًا بَلَى قَوْلًا صِدْقًا বলে কুলাসীদিন্দা বা সত্য কথাকে বুঝানো হয়েছে।

হজরত কাতাদা (রহ.) বলেন- قَوْلًا عَزْلًا بَلَى قَوْلًا عَزْلًا বলে কুলাসীদিন্দা বা ন্যায় কথা বুঝানো
হয়েছে। তিনি আরো বলেন, السَّيِّدِيْدُ অর্থ হলো الصِّدْقُ বা সত্য কথা।

হজরত ইকরামা (রহ.) এর মতে, قَوْلًا سَدِيْدًا, কে বুঝানো হয়েছে।
কেননা তাওহিদের কালেমা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য কথা।
মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে সত্য কথা বলার জন্য আদেশ করা হয়েছে। তাই বলা যায়,
সত্য কথা বলা ফরজ।

সত্যবাদিতার পরিচয়:

সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলে। সত্যকে আরবিতে صِدْقٌ বলে। যার বিপরীত হলো
কুলাসীদিন্দা বা মিথ্যা।

পরিভাষায়- ‘ব্যক্তির কথার সাথে তার অন্তরের এবং বাস্তবতার মিল থাকলে তাকে সত্য কথা বলে।’
(أَصْرَرَةُ النَّعِيْمِ)

বুঝা গেল, কথা সত্য হওয়ার শর্ত দুটি। যথা-

১. মুখের কথার সাথে অন্তরের বিশ্বাসের মিল থাকা।

২. কথার সাথে বাস্তবতার মিল থাকা।

এজন্যই মুনাফিকরা মহানবি (ﷺ) এর নিকট এসে তাকে রসূল হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ
তাআলা তাদেরকে মিথ্যক বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, তাদের মুখের কথার সাথে অন্তরের মিল
�িল না।

সত্যবাদিতার উপকারিতা :

সত্যবাদিতা একটি মহৎগুণ। সত্যবাদীকে সকলেই ভালোবাসে। প্রবাদ আছে- أَصْدِقْ
يُنْجِيْ وَأَكْرِبْ يُفْلِكْ সত্য মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধর্ষ করে।

সত্যের পুরস্কার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন- وَبَغْفِرَةً لِكُمْ دُنْبُكُمْ
(তোমরা সত্য কথা বললে) তিনি তোমাদের আমলকে
পরিশুল্দ করবেন তথা নেক আমল করার তাওফিক দিবেন। আর তিনি তোমাদের গোনাহসমূহ মার্জনা
করবেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন, “তোমরা সত্য কথা বলো। কেননা, সত্য নেকের পথ দেখায় আর নেক জান্নাতের পথ দেখায়। কোনো ব্যক্তি যখন সত্য কথা বলতে থাকে এবং সত্য অনুসন্ধান করতে থাকে তখন সে আল্লাহর নিকট সিদ্ধিক হিসাবে গণ্য হয়ে যায়। (মেশকাত, হাদিস নং- ৪৮২৪)

সত্যের আরেকটি উপকারিতা হলো- সত্য বললে দুনিয়াতে বরকত পাওয়া যায়। যেমন হাদিস শরিফে আছে, রসুল (ﷺ) বলেন- ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হবার পূর্ব পর্যন্ত এখতিয়ারে থাকে। তবে যদি তারা সত্য বলে এবং মালে দোষ থাকলে প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ব্যবসায় বরকত হয়। আর মিথ্যা বললে এবং দোষ গোপন করলে বরকত নষ্ট হয়। (বুখারি ও মুসলিম)

সত্যবাদিতার গুরুত্ব :

হজরত জুনায়েদ বাগদাদি র. বলেন- **سَتْيَّ** **أَصْلُ كُلِّ شَيْءٍ** সত্য সকল কিছুর মূল। তিনি আরো বলেন, সত্য হলো মূল আর এখলাস হলো শাখা।

ইসলামে সত্যবাদিতার গুরুত্ব অনেক। এমনকি আল কুরআনে **صَادِقِينَ** বা সত্যবাদীদের সোহবাত গ্রহণের জন্য আদেশ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَأَيُّهَا أَلَّزِينَ أَمْنُوا إِنَّ قُوَّالَلَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। (সুরা তাওবা, আয়াত- ১১৯)

চাদِقِينَ বা সত্যবাদীদের উপরের স্তর হলো **صَلِيلِيِّقِينَ** বা মহাসত্যবাদীদের স্তর। সিদ্ধিক বলা হয় এই ব্যক্তিকে, জীবনে যার থেকে একটিও মিথ্যা প্রকাশিত হয়নি। হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) কে বলা হয় সিদ্ধিকে আকবার।

আমাদের উচিত সদা সত্য কথা বলা।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে হবে।
২. সত্য কথা বলা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।
৩. সত্যের প্রথম পুরস্কার হলো নেক কাজের তাওফিক পাওয়া।
৪. সত্যের দ্বিতীয় পুরস্কার হলো গুনাহ মাফ হওয়া।
৫. আল্লাহ ও তার রসুলের আদেশ পালনকারীর জন্য রয়েছে মহা সাফল্য।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. সত্য কী দেয়?

ক. অর্থ

খ. খ্যাতি

গ. শান্তি

ঘ. মুক্তি

২. سَدِيْدًا قُوْلًا سَدِيْدًا বাক্যাংশে শব্দটি হয়েছে-

i) مضاف (ii) صفة

iii) بیان

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

৩. قُوْلًا سَدِيْدًا বলে কার মতে সত্য কথাকে বুঝানো হয়েছে?

ক. ইকরামা

খ. মুজাহিদ

গ. কালবি

ঘ. ইবনে কাসির

৪. আলকুরআনে সত্যের কয়টি পুরুষের কথা বলা হয়েছে?

ক. ১টি

খ. ২টি

গ. ৩টি

ঘ. ৪টি

৫. কে সত্যকে সবকিছুর মূল বলেছেন?

ক. আব্দুল কাদের জিলানি

খ. জুনায়েদ বাগদাদি

গ. জুম্মন মিসরি

ঘ. মুজাহিদে আলফে সানি

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

খালেদ জুমার দিনে খ্তিব সাহেবকে সত্য কথা বলার গুরুত্ব বর্ণনা করতে শুনল। খ্তিব সাহেব বললেন, “হে লোক সকল! তোমরা সদা সত্য কথা বলো। তাহলে, তোমরা নেককার হতে পারবে এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।”

ক. الصدق এর বিপরীত কী?

খ. بَلَّاتِهِ كَيْ بُুৰায়?

গ. খ্তিব সাহেবের বক্তব্যের সাথে কুরআনের মিল প্রমাণ কর।

ঘ. খ্তিব সাহেবের ভাষণের যথার্থতা তোমার পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বুঝিয়ে লেখ।

৪ৰ্থ পাঠ

মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ

মাতা-পিতা আমদের জন্য এ পৃথিবীতে আসার অসিলা। তাই তাদেরকে সম্মান করা, তাদের খেদমত করা আমাদের কর্তব্য। ইসলাম মানবতার ধর্ম হিসেবে মাতা-পিতার সাথে সন্তানের সদাচরণ করাকে ফরজ স্বায়ত্ত্ব করেছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
(২৩) তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সম্বন্ধবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবন্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উহু শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা, বরং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল।	وَقُضِيَ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْأَوَالِ الدِّينِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكُمُ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُولُ لَهُمَا أُفِّي وَلَا تَنْهَزْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُوَّلَّا كَرِيمًا (২৩)
(২৪) তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে বাহু নত করে দাও এবং বল, হে আমার পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (সুরা ইসরাঃ ২৩, ২৪)	وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْلَنِي صَغِيرًا (২৪)

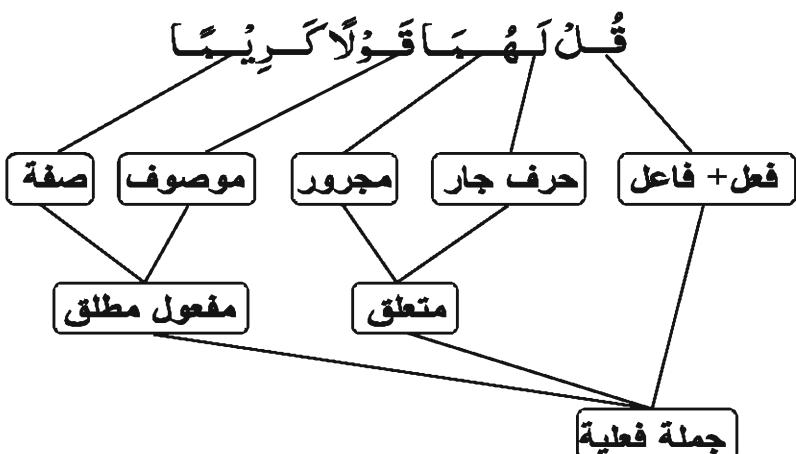
تحقیقات اللفاظ (শব্দ বিশ্লেষণ)

قضی : **القضاء** ماسدوار ضرب ماضی مثبت معروف باہاڑ واحد مذکر غائب :
مادہاہ ارث ناقص یاً جنس ق + ض + ی کرلنا ।

جیع مذکر حاضر حرف ناصلب تی ان اخانے شکستی (أَن + لَا تَعْبُدُونَ) مولے ہیل : **اللَا تَعْبُدُوا**
 صحيح ع + ب + د العبادۃ ماسدار نصر مضارع منفی معروف باہاچ جنس

- | | |
|---------------|---|
| يَلْعَبُونَ | : الْبَلْوَغُ مَاسِدَارَ نَصْرَ بَابَ مَضَاعِمَ عَرْفَ بَنَوْنَ تَأْكِيدَ بَاهَاجَ وَاحِدَ مَذْكُورَ غَائِبَ : حِسَاجَ |
| لَا تَقْلِ | : الْقَوْلُ مَاسِدَارَ نَصْرَ بَابَ مَادَاهَ حِسَاجَ حَاضِرَ مَعْرُوفَ بَاهَاجَ وَاحِدَ مَذْكُورَ حَاضِرَ : حِسَاجَ |
| لَا تَتَهَرِّ | : الْهَرَرُ مَادَاهَ فَتْحَ بَاهَاجَ حِسَاجَ حَاضِرَ مَعْرُوفَ بَاهَاجَ وَاحِدَ مَذْكُورَ حَاضِرَ : حِسَاجَ |
| فُلُ | : الْقَوْلُ مَاسِدَارَ نَصْرَ بَابَ أَمْرَ حَاضِرَ مَعْرُوفَ بَاهَاجَ وَاحِدَ مَذْكُورَ حَاضِرَ : حِسَاجَ |
| إِخْفَصُ | : الْخَفْضُ مَاسِدَارَ ضَرَبَ بَابَ أَمْرَ حَاضِرَ مَعْرُوفَ بَاهَاجَ وَاحِدَ مَذْكُورَ حَاضِرَ : حِسَاجَ |
| جَنَاحٌ | : الْجَنَاحُ مَادَاهَ حَسْبَانَةَ مَادَاهَ حَسْبَانَةَ حَسْبَانَةَ مَادَاهَ حَسْبَانَةَ حَسْبَانَةَ حِسَاجَ اَرْثَ دَانَا : |
| إِرْحَمُ | : الْرَّحْمَةُ مَادَاهَ سَبْعَ مَاسِدَارَ بَاهَاجَ وَاحِدَ مَذْكُورَ حَاضِرَ : حِسَاجَ |
| رَيْسَانِيٌّ | : التَّرْبِيَةُ تَفْعِيلَ بَابَ مَاضِي مَثْبَتَ مَعْرُوفَ بَاهَاجَ تَشْنِيَةَ مَذْكُورَ غَائِبَ : حِسَاجَ |

ତାରକିବ:



মূল বক্তব্য:

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর পাক স্থীয় ইবাদতের আদেশের সাথে মাতা-পিতার প্রতি সম্মতিক্ষেত্রের বিষয়টি উল্লেখ করে তাদের সাথে সম্মতিক্ষেত্রের করা যে ফরজ তা বুঝিয়েছেন। বিশেষ করে তারা যখন বার্ধক্যে পৌঁছে তখন তাঁরা বেশি করণার পাত্র হন। এমতাবস্থায় তাঁদের সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না যাতে কষ্ট পেয়ে তারা উহ বলে এবং তাদেরকে ধমকও দেওয়া যাবে না। বরং নরম স্বরে কথা বলতে হবে। অন্ত আচরণ করতে হবে। আর তাদের ইত্তেকালের পর তাদের জন্য দোআ করতে হবে। মাতা-পিতার সাথে সাথে আতীয় ও দরিদ্রজনের হকের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে।

মাতা-পিতার প্রতি সম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

জীবিত অবস্থায় :

১. তাদেরকে সাথে সম্মতিক্ষেত্রের করা।
২. তাদেরকে সম্মান করা।
৩. তাদের কথা মান্য করা।
৪. তাদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলা।
৫. তাদেরকে ধমক না দেওয়া।
৬. তাদেরকে আহার বিহারের ব্যবস্থা করা।
৭. তাদের সাথে এমন আচরণ না করা যাতে কষ্ট পেয়ে তারা ‘উহ’ বলে।

ইত্তেকালের পর:

১. তাদের জন্য **رَبِّ ارْحَمْهُمْ بَاكَارَبِيَانِيْ صَغِيرًا** বলে দোআ করা।
২. তাদের খণ্ড পরিশোধ করা ও অসিয়ত পূর্ণ করা।
৩. তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা।
৪. তাদের কবর জিয়ারত করা।
৫. তাদের মধ্যস্থতামূলক আতীয়তা রক্ষা করা।

মাতা-পিতার সাথে সম্মতিক্ষেত্রের গুরুত্ব ও ফজিলত:

মাতা-পিতার সাথে সম্মতিক্ষেত্রের করা ফরজ। তাদের কষ্ট দেওয়া হারাম। হাদিসে বলা হয়েছে-

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ (রোহ বিন উদি উন বিন উবাস)

মায়ের পায়ের নিচে সম্মতের বেহেশত। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে-

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ (রোহ বিন বখারি উন বিন উমর ফি আল মফর)

২০ পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

তাই তাদের খেদমত করতে হবে। কারণ তাদের খেদমতই জান্নাতে যাওয়ার উপায়। হাদিসে বলা হয়েছে-

هُبَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ (رواه بن ماجه عن أبي أمامة)

তারা দুঁজন তোমার বেহেশত, তারাই তোমার দোয়খ। এজন্যে শরিয়তের খেলাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কথা মানতে হবে। এমনকি মাতা-পিতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَصَاحِبُهُمْ بِمَا فِي الدُّنْيَا مَغْرُوفٌ

আর দুনিয়াতে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। (সুরা লোকমান-১৫) তাদের কষ্ট দেওয়া কঠিন শান্তিযোগ্য অপরাধ। হাদিসে বলা হয়েছে, “গুনাহসমূহের শান্তির ব্যাপারে আল্লাহ যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান, কিন্তু মাতা-পিতার হক নষ্ট করলে এবং তাদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করলে তার শান্তি পেছানো হবে না, বরং তার শান্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই দেওয়া হয়।” (মাজহারি)

ইমাম বায়হাকি সাহাবি ইবনে আরবাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, নবি করিম (صلوات الله عليه وسلم) বলেন- যে সেবাযত্তকারী পুত্র মাতা-পিতার দিকে দয়া ও ভালোবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সাওয়াব পায়। লোকেরা আরজ করল, সে যদি দিনে একশ বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একশ বার দৃষ্টিপাত করলে প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সাওয়াব পেতে থাকবে।

বায়হাকির অন্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, মহানবি (صلوات الله عليه وسلم) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মাতা-পিতার আনুগত্য করে তার জন্য জান্নাতের দুঁটি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে তার জন্য জাহান্নামের দুঁটি দরজা খোলা থাকবে। এ কথা শুনে জনেক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, জাহান্নামের এই শান্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য, যখন মাতা-পিতা ঐ ব্যক্তির উপর জুলুম করে? তিনি তিনবার বললেন, যদি মাতা-পিতা সন্তানের প্রতি জুলুম করে, তবুও মাতা-পিতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে।

তাই মাতা-পিতার সকল বৈধ আদেশ পালন করা সন্তানের জন্য ফরজ। অবৈধ ও গুনাহের কাজে তাদের কথা শোনা জায়েজ নেই। হাদিস শরিফে আছে-

لَا تَأْعَدْ لِلْخَلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالقِ

অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানির কাজে কোনো সৃষ্টি জীবের আনুগত্য জায়েজ নেই।

আয়াতের শিক্ষা :

১. আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারো ইবাদত করা যাবে না।
২. হস্তুল্লাহর পরেই মাতা-পিতার হক।
৩. মাতা-পিতার সাথে সম্বন্ধহার করা ফরজ।
৪. তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না।
৫. তাদেরকে ধরক দেওয়া যাবে না।
৬. তাদের সাথে নরম স্বরে কথা বলতে হবে।
৭. তাদের জন্য দোআ করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. মাতা-পিতার সাথে সম্বন্ধহার করা কী?

ক. সুন্নাত

খ. মুস্তাহব

গ. ওয়াজিব

ঘ. ফরজ

২. মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া কী?

ক. জায়েজ

খ. হারাম

গ. মাকরণ্হ

ঘ. মুবাহ

৩. মাতা-পিতার খেদমত করার হৃকুম কী?

ক. ভালো

খ. মন্দ

গ. জায়েজ

ঘ. ওয়াজিব

৪. মাতা-পিতাকে মানতে হবে-

- i) শরিয়তের খেলাফ না হলে
- ii) তাদের সন্তুষ্টি ঠিক রেখে
- iii) পারিবারিক পরিবেশ ঠিক রেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

৫. মা-বাবার জন্য দোআ করতে হবে-

- i) رَبِّ ارْحَمْهُ مَا كَمَارَبَيْأَنِي صَدِيقٌ
বলে
- ii) أَللّٰهُمَّ بَارِكْلُهُ بَا
বলে
- iii) أَللّٰهُمَّ نَوْزُقْبُوْرْهُ بَا
বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
গ. i ও iii

- খ. ii
ঘ. i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

ক্লাসে শিক্ষক মাতা-পিতার খেদমত সম্পর্কে বললেন, তোমরা মাতা-পিতাকে কষ্ট দিবেনা। তাদেরকে ধর্মক দিবে না। বরং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলবে। বক্তব্য শুনে ফয়সাল নামক এক ছাত্র বাড়ি গিয়ে মাঝের কাজে সাহায্য করল। এতে মা খুশী হয়ে তাঁর জন্য দোআ করল।

ক. إِخْفِضْ শব্দের অর্থ কী?

খ. وَصَاحِبْ بُنْ بَافِي الدُّنْيَا مَغْرُوفًا এর অর্থ কী?

গ. শিক্ষকের উপদেশের সাথে কুরআনের আয়াতের কী মিলে আছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাতা-পিতার সাথে সদাচরণের ব্যাপারে ফয়সালের আচরণকে কি তুমি যথেষ্ট মনে কর?
আলোচনা কর।

(খ) রাজায়েল বা অসংচরিত

১ম পাঠ মিথ্যার কুফল

“সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে” এটি প্রমাণিত সত্য। মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসেনা। এজন্য ইসলাম মিথ্যার কুফল বর্ণনা করে তার অনুসারীদেরকে উক্ত খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
(০১) মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সুরা মুনাফিকুন)	١ - إِذَا جَاءَكُمُ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكُذَّابُونَ .
(১০) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের, (১১) যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। (১২) প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। (১৩) তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, পুরাকালের উপকথা। (১৪) কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (১৫) কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। (১৬) অতঃপর তারা জাহানামে প্রবেশ করবে। (১৭) এরপর বলা হবে, একেই তোমরা মিথ্যারোপ করতে। (সুরা মুতাফফিফিন)	١٠ - وَيُلِّيَّ يَوْمَ مِيزِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١ - الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمَ الدِّينِ ١٢ - وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُخْتَدِّ أَثِيمٍ ١٣ - إِذَا تُشْلَى عَلَيْهِ أَيْتَنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٤ - كَلَّا إِنَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٥ - كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ مِيزِ لِلْمُجْحُوبِينَ ١٦ - ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ١٧ - ثُمَّ يُعَاقَبُ هُذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

- | | |
|--------------------|--|
| جَاءَكَ | ماضي باهث واحد مذكر غائب هي ماضي موصوب متصل شكل (جاء + ك) : |
| أَلْتَهَا فِقْوَنْ | ن + ف + ق + النفاق مفأولة ماضي موصوب متصل شكل (أنت + ل + تهـا + فـقـونـ) : |
| قَالُوا | القول ماضي موصوب متصل شكل (قالـ + لـ + وـ + لـ + وـ + لـ) : |
| نَشَهُدُ | شهادة ماضي موصوب متصل شكل (ناـ + شـهـادـةـ + دـ) : |
| يَعْلَمُ | علم ماضي موصوب متصل شكل (يـ + عـلـمـ) : |
| لَكَذِبُونَ | لكذب ماضي موصوب متصل شكل (لـ + كـذـبـ) : |
| لِلْمُكَذِّبِينَ | تفعيل ماضي موصوب متصل شكل (لـ + لـمـكـذـبـ) : |
| يُكَذِّبُونَ | تفعيل ماضي موصوب متصل شكل (يـ + كـذـبـ) : |
| مُعْتَدِلٍ | اعتداء ماضي موصوب متصل شكل (مـ + عـدـاءـ) : |
| تُشْتَلِّ | التلاوة ماضي موصوب متصل شكل (تـ + شـتـلـ) : |

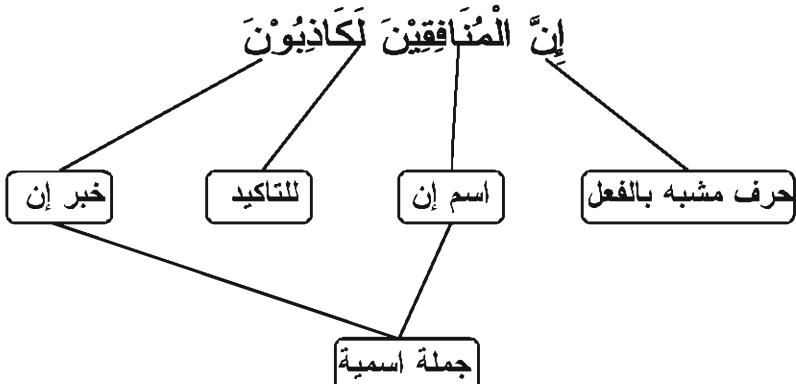
أَسَاطِيرُ : شবّتی بহ্বচন। একবচনে **س + ط + ر** مাদ্দাহ জিনস অর্থ রূপকথা, আচীন কাহিনী।

الْكَسْبُ مাদ্দাহ পৰি মাসদার প্ৰেৰণ বাব জিনস অর্থ তাৱা উপাৰ্জন কৰত।

لَكِحْجُوبُونَ : ছিগাহ জিনস অর্থ অবশ্যই তাৱা বাধাপ্রাণ।

سَعْيٌ مাচি মিঠি মুৰোৰ বাব জিনস অর্থ অবশ্যই তাৱা প্ৰবেশকাৰী।

তাৱকিব:



মূল বক্তব্য:

প্ৰথমোক্ত আয়াতে মূলাফিকদেৱ চৱিতি তুলে ধৱা হয়েছে যে, তাৱা মিথুক। পৰিবৰ্তীতে সুৱা তাতকিফেৱ আয়াতসমূহে যাৱা কিয়ামত ও পৱকালকে মিথ্যারোপ কৱে তাৰেৱ পৰিণতি সম্পর্কে আলোচনা কৱা হয়েছে। ঐসব মিথ্যাবাদীৱা কুৱানেৱ আয়াতকে অধীকার কৱে, ফলে তাৰেৱ অঙ্গৰ মৱিচাযুক্ত হয়ে গেছে। তাই তাৰেৱ জাহানামে ঠেলে দেওয়া হবে। যে জাহানামকে তাৱা মিথ্যারোপ কৱত।

শানে নুজুল:

হজৱত জায়েদ ইবনে আৱকাম (رضي الله عنه) বলেছেন, আমি নিজে শুনেছি যে, “আবুল্লাহ ইবনে উবাই তাৱ সাথীদেৱকে বলছিল, যাৱা রসূল (ﷺ) এৱে সাথে আছে, যতক্ষণ না তাৱা তাকে ছেড়ে দিবে ততক্ষণ পৰ্যন্ত তাৰেৱকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা কৱো না। আৱ আমৱা যখন মদিনায় ফিরে যাৱ, তখন সেখান থেকে সম্মানিতৰা অসম্মানিতদেৱকে বেৱ কৱে দিবে।” আমি ইবনে উবাই এৱে উক্ত ঘটনা

আমার চাচাকে বলে দিলাম। চাচা রসুল (ﷺ) কে বলে দিলেন। রসুল (ﷺ) আমাকে তালাশ করলেন। আমি উপস্থিত হয়ে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে দিলাম। তারপর রসুল (ﷺ) ইবনে উবাইকে জিজেস করলেন। কিন্তু সে মিথ্যা শপথ করল এবং অস্থীকার করল। অবশেষে রসুল (ﷺ) আমাকে মিথ্যাবাদী ও ইবনে উবাইকে সত্যবাদী আখ্যা দিলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়-

إِذَا جَاءَكُمْ مُّنَافِقُونَ..... إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ.

কিন্তু বা মিথ্যার পরিচয়:

কিন্তু এর শাব্দিক অর্থ- মিথ্যা। পরিভাষায়- আল্লামা ইবনে হাজার (র) বলেন,

هُوَ الْأَخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَىٰ خَلَفِ مَاهُ وَعَكْبَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمَدًا أَوْ خَطَأً

অর্থাৎ, কোনো বিষয় সম্পর্কে ইচ্ছায় বা ভুলে বাস্তবতা বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করার নাম মিথ্যা।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেছেন- **الْكِنْدُبُ أَعْظَمُ الْخَطَايَا** অর্থাৎ, মিথ্যাচার হচ্ছে সবচেয়ে বড় গোনাহ।

ইমাম বুখারি (রহ.) মারফু' সনদে উল্লেখ করেছেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে মিথ্যা বর্জন করে।

মিথ্যার কুফলসমূহ:

১. মিথ্যার পরিগাম ধ্বংস। যেমন বলা হয়- **الصِّدْقُ يُنْجِي وَالْكِنْدُبُ يُهْلِكُ** অর্থাৎ

সত্য মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস করে আনে।

২. মিথ্যাবাদী সকলের অপ্রিয়। সকলেই তাকে ঘৃণা ও নিন্দা করে। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।
ভালোবাসে না।

৩. একটি মিথ্যা শত-সহস্র মিথ্যার জন্ম দেয়।

৪. মিথ্যা সকল পাপের মূল। মিথ্যা ছাড়লে অন্যান্য পাপ থেকে রেহাই পাওয়া সহজ।

৫. মিথ্যা মুনাফিকের আলামত। আর কুরআন কারিমে আল্লাহ বলেছেন, মুনাফিকের স্থান
জাহানামের নিম্নস্তরে।

৬. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অত্যন্ত মারাত্মক গোনাহ।

৭. মিথ্যা এমন এক দুর্গম্ভয় পাপ, যা ফেরেশতারাও সহ্য করতে পারে না।

৮. মিথ্যা ইবাদত করুলের অন্তরায়। রসুল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী
আমল করা থেকে বিরত থাকে না, তার সাওম পালনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।

টীকা:

كَلَّا بْلَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يُسْبِّونَ-এর ব্যাখ্যা:

আয়াতের অর্থ হলো- কখনও না, বরং তারা যা করে তা তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের ও পাপিষ্ঠদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়েছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝে না। হাদিস শরিফে আছে, বান্দা যখন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়।

كَلَّا إِنَّهُ مَيْوَمٌ مُّبِينٌ لَّهُ حُجُّ بُونَ- এর ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন এই কাফেররা তাদের পালনকর্তার দিদার থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ি (র) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মুমিন অলিগণ আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ করবেন। নতুবা কাফেরদের পর্দার অন্তরালে রাখার ঘোষণার কোনো উপকারিতা নেই।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।
২. মিথ্যারোপকারীদের জন্য চিরধর্ভস অনিবার্য।
৩. পরকালকে মিথ্যারোপকারী বস্তুত সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ।
৪. মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদের আল্লাহ তাআলা পরকালে দিদার দিবেন না।
৫. মিথ্যাবাদীদের আবাসস্থল নিকৃষ্ট জাহানাম।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. اَلْعَذْن এর মূল অক্ষর কী?

- ক. ق+ل+و
গ. ق+ي+ل

- খ. ل+و+ق
ঘ. ل+إ+ق

২. نِئْمٌ কোন ধরণের হরফ?

- ক. حرف جار.
গ. حرف مشبه بالفعل.

- খ. حرف ناصب.
ঘ. حرف جازم.

৩. মিথ্যা শব্দের আরবি হলো-

i) كبر

ii) حسد

iii) كذب

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাজেদ একজন নামধারী মুসলিম। তার কিছু সঙ্গীকে লক্ষ্য করে সে বলল, তোমরা ঐ সব লোককে সাহায্য করবে না, যারা মাওলানা লোকমানের দরবারে থাকে।

৪. মাজেদ এর বক্তব্য কার বক্তব্যের সাথে মিল রাখে?

ক. আবু লাহাব

খ. আবু সুফিয়ান

গ. আব্দুল্লাহ বিন উবাই

ঘ. উবাই বিন কাব

৫. নবি বা নবির ওয়ারিস আলেমদের সহযোগিতা না করা কোন ধরণের অন্যায়?

ক. জায়েজ

খ. হারাম

গ. বেয়াদবি

ঘ. মুবাহ

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন:

নোমান ও হাসিব ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। নোমান ফরজ নামাজ আদায় না করায় হাসিব তা শিক্ষককে অবহিত করে। শিক্ষক নোমানকে জিজেস করলে নোমান বলল, আমি নামাজ পড়েছি। তখন শিক্ষক হাসিবকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন। মূলত নোমানই ছিল মিথ্যাবাদী।

ক. সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি?

খ. মিথ্যাচার কাকে বলে?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা নবিযুগের কোন ঘটনার সাথে মিল রাখে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নোমানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর।

২য় পাঠ

অহংকারের পরিণতি

অহংকার পতনের মূল। মানুষের যাবতীয় খারাপ গুণের মূল হলো অহংকার। অহংকারীকে কেউ ভালোবাসেনা। অহংকারের কারণেই আজাজিল অভিশপ্ত ইবলিসে পরিণত হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
(১১) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তোমাদের আকার-অবয়ব তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সাজদা কর। তখন সবাই সাজদা করেছে, কিন্তু ইবলিস সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।	۱۱- وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا إِلَيْلِكَةٍ اسْجَدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ
(১২) আল্লাহ বললেন: আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সাজদা করতে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।	۱۲- قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ.
(১৩) তিনি বললেন, তুই এখান থেকে নাম। এখানে অহংকার করার কোনো অধিকার তোর নাই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত।	۱۳- قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَنْكَبَّرَ فِيهَا فَاقْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصُّغِرِينَ

টাইপিং করে দেওয়া হলো : (শব্দ বিশ্লেষণ)

মাপ্যি মিথ্বত মুরোফ বাহাহ ছিগাহ চিউ মিক্লম প্রিমির মিনচুব মিচ্চেল ক্রম এখানে : **خَلَقْنَاكُمْ**
বাব মান্দাহ মাসদার জিনস খ+ল+ق অর্থ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি
করেছি।

- | | |
|----------------|--|
| صَوْنُكُمْ | : اخانے جیع متکلم ضمیر منصوب متصل شدٹی کم اجوف واوی جیس نصر ماسداں را تفعیل باہ معروف تومادرکے آکریتی دان کرئی । |
| قُلْنَا | : چیگاہ القول ماسداں نصر باہ ماضی مثبت معروف باہ جیع متکلم + مادھاں اجوف واوی جیس و ل اسجھدیا । |
| أُسْجُدُوا | : چیگاہ السجود ماسداں نصر امر حاضر معروف باہ جیع مذکر حاضر د جیس س جیس صھیح اجوف واوی جیس و ل اسجھدیا । |
| لَمْ يَكُنْ | : چیگاہ نصر ماضی منفی بلم الحجج معروف باہ جیع مذکر غائب اجوف واوی جیس و ل اسجھدیا اکون । |
| مَنْعَكَ | : چیگاہ واحد مذکر غائب باہ جیع مذکر غائب اجوف واوی جیس و ل اسجھدیا اکون । |
| أَمْزُنْكَ | : چیگاہ واحد مذکر غائب باہ جیع مذکر غائب اجوف واوی جیس و ل اسجھدیا اکون । |
| خَلَقْتَنِيْ | : چیگاہ واحد مذکر حاضر باہ جیع مذکر غائب اجوف واوی جیس و ل اسجھدیا اکون । |
| فَاهْبِطْ | : چیگاہ امر حاضر معروف باہ واحد مذکر حاضر عطف حرف ف بندٹی اکون । |
| أَنْ تَكَبَّرْ | : چیگاہ امر حاضر معروف باہ واحد مذکر حاضر حرف ناصب ان بندٹی اکون । |

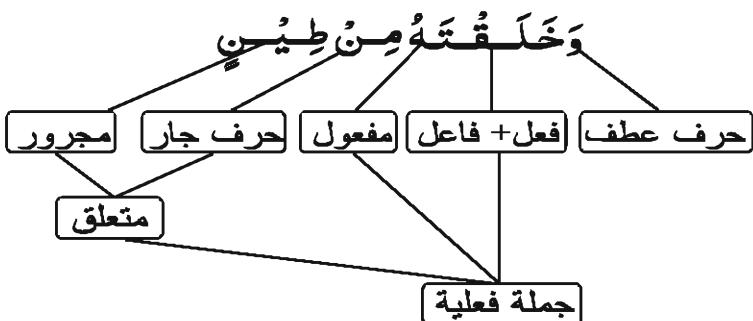
أُخْرُج : : حِيَّا هَبَّ امْرٌ حَاضِرٌ مَعْرُوفٌ وَاحِدٌ مَذْكُورٌ حَاضِرٌ مَهْدَى هَبَّ نَصْرٌ مَسْدَارٌ مَهْدَى هَبَّ

جَزِيلٌ صَحِيحٌ أَرْثٌ تُعْلَمُ بِهِ رَوْجٌ + جَزِيلٌ

صَاعَرِينَ : : حِيَّا هَبَّ الْصَغْرُ كَرْمٌ مَهْدَى هَبَّ مَسْدَارٌ مَهْدَى هَبَّ جَمِيعٌ فَاعِلٌ مَذْكُورٌ حَاضِرٌ

জিনস অর্থ নিকৃষ্ট / ছোট।

তারকিব:



মূল বক্তব্য:

আল্লাহ তাআলা আদম (عليه السلام) কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদেরকে পরীক্ষামূলক তাকে সাজদা করার হৃকুম দিলেন। তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই তাকে সাজদা করল। ইবলিস যুক্তি ও অহংকারবশতঃ বলল, আমি আগনের তৈরি আর আদম মাটির তৈরি। আল্লাহ তার অহংকার এর কারণে তাকে বহিকার করে দিলেন এবং নীচ ও হীনদের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।

আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা:

মানব সৃষ্টির পূর্বে জিন ও ফেরেশতারা আল্লাহর ইবাদত করত। আল্লাহ তাআলা যখন মানব সৃষ্টির পরিকল্পনা করলেন এবং ফেরেশতাদের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন ফেরেশতারা বলল, আপনি কি এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন যারা জমিনে বিশ্বখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে। অথচ আমরাই তো আপনার ইবাদত করি। আল্লাহ তাআলা বল লন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আদম ও ফেরেশতাদের মাঝে পরীক্ষার আয়োজন করলেন। আদম (عليه السلام) সব প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দিলেন, কিন্তু ফেরেশতারা বলল, অর্থাৎ আপনি পবিত্র, আপনি যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত আমরা কিছুই জানি না। আদম (عليه السلام) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন আদম (عليه السلام) কে সাজদা করতে। তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সাজদা করল। এ সম্পর্কে ইবলিসকে প্রশ্ন করা হলে সে অহংকারবশত বলে উঠল, আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগন দিয়ে আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দিয়ে। কেন আমি তাকে সাজদা করবো? এ কথার কারণে আল্লাহ তাকে বহিকার করে দিলেন।

অহংকারের পরিচয়:

অহংকার শব্দের আরবি হলো **كَبُرٌ** ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন, **كَبُرٌ** হলো-

إِسْتِعْظَامُ النَّفْسِ وَرُؤْيَاةُ قَدْرِهَا فَوْقَ قَدْرِ الْغَيْرِ

অর্থ- নিজেকে বড় মনে করা এবং নিজের মর্যাদাকে অন্যের মর্যাদার উর্দ্ধে মনে করা।

অহংকারের হৃকুম :

ইমাম যাহাবি (রহ.) বর্ণনা করেছেন, অহংকার কবিরা গুনাহের অঙ্গৰুক্ত। তিনি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট অহংকার হচ্ছে, জ্ঞান নিয়ে গর্ব করা। মুসলমানদের সাথে জ্ঞানের গর্ব করা বড় ধরণের অহংকার।

হজরত লোকমান (رضي الله عنه) তার পুত্রকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি হলো-

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا অর্থ- তুমি জমিনে গর্বভরে চলো না।

একজন মানুষের মনুষ্যত্বের স্তর থেকে ছিটকে পড়ার জন্য অহংকারই যথেষ্ট। হাদিস শরিফে ইসলাম

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قُلُوبِهِ مِثْقَالٌ ذَرَّةٌ مِّنْ كَبْرٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

অর্থ- যার অন্তরে সামান্যতম অহংকারও রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

কারণ, এটি বান্দা ও জান্নাতের মাঝে পর্দা সৃষ্টি করে। যার ফলে মুমিন জান্নাতে যেতে পারে না।

টীকা:

أَنَّا خَيْرٌ مِّنْهُ এর ব্যাখ্যা:

উল্লেখিত আয়াতের বক্তব্যটি ছিল ইবলিসের একটি যুক্তি। আর তাহলো- ইবলিস বলল, আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে, যা উর্দ্ধমুখী। আর আদমকে বানিয়েছেন মাটি দিয়ে, যা নিম্নমুখী। সুতরাং আমিই শ্রেষ্ঠ। কেন আমি তাকে সাজদা করবো? এতে প্রতীয়মান হয় যে, যুক্তি নয়, বরং মেনে নেয়াই হলো ইসলাম। যার বিপরীত ঘটেছে ইবলিসের বেলায়।

فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَكَبَّرَ فِيهَا এর ব্যাখ্যা:

ইবলিসকে সাজদা করতে বলায় সে যখন অহংকারবশতঃ যুক্তি দেখাল, তখন আল্লাহ তাকে বললেন, এখানে অহংকার করার মত তোমার কোনো অধিকার নেই। তুমি **فَা�خْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ**। বের হও। নিশ্চয় তুমি ইনদের অন্তর্গত।

فَা�خْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ- আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন-

অর্থাৎ, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত।

আয়াতে কারিমা দ্বারা প্রতীয়মান হয় অহংকার পতনের মূল। যেমন ইবলিসের পতন হয়েছে। অথচ একদা সে ছিল আল্লাহর **مُّقْرِئٌ** তথা নেকট্যশীল বান্দা।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. সৃষ্টিকর্তার আদেশ অলংঘনীয়।
২. অহংকার পতনের মূল।
৩. যুক্তি নয়, বরং মেনে নেওয়াই ইসলাম।
৪. মানুষ আল্লাহর প্রিয় মাখলুক।
৫. মানুষকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন জ্ঞান দিয়ে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. অহংকার শব্দের আরবি কী?

ক. كبر

খ. عجب

গ. حسد

ঘ. كذب

২. অহংকার করা কী?

ক. কবিরা গুনাহ

খ. ছাগিরা গুনাহ

গ. মুবাহ

ঘ. মাকরহ

৩. اسجدوا এর মাসদার হলো-

i) السجدة

ii) السجود

iii) السجد

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাদরা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সাহেব তার পিয়ন নয়নকে ঘষ্টা দিতে বলল। নয়ন অঙ্গীকৃতি জানালে তার চাকুরি চলে যায়। ফলে সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

৪. পিয়ন নয়নের চাকুরি যাওয়ার কারণ কী ছিল?

- | | |
|-------------|-----------|
| ক. অক্ষমতা | খ. অজ্ঞতা |
| গ. অযোগ্যতা | ঘ. অহংকার |

৫. নয়নের চাকুরিচ্যুত হওয়া তোমার দৃষ্টিতে কেমন হয়েছে?

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ক. নয়নের প্রতি উচিত বিচার | খ. নয়নের প্রতি জুলুম |
| গ. অধ্যক্ষ সাহেবের অদক্ষতা | ঘ. অধ্যক্ষ সাহেবের ব্যর্থতা |

খ. সূজনশীল প্রশ্ন:

৬ষ্ঠ শ্রেণির কুরআন ঝাসে শিক্ষক ছাত্রদেরকে হাতের লেখা আনতে বললেন। সকল ছাত্র হাতের লেখা আনলো, কিন্তু জামিল খাঁন আনলো না। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো: আমার হাতের লেখাতো খুব সুন্দর। আমি কেন হাতের লেখা আনবো। এতে শিক্ষক মনক্ষুণ্ণ হলেন।

ক. حرف অর্থ কী?

- | |
|--|
| খ. অহংকার কাকে বলে? |
| গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জামিল খাঁনের সাথে কার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। |
| ঘ. জামিল খাঁনের কর্তব্য কী ছিল? এ সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। |

ত্রয় পাঠ পরনিদা

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ব্যক্তি শান্তি অপেক্ষা এখানে সামাজিক শান্তির শৃঙ্খলার মূল্য বেশী। তাই তো সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী সকল কাজ এখানে হারাম। পরনিন্দা তন্মধ্যে অন্যতম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
(১২) হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতেক ধারণা গোনাহ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন পশ্চাতে অপরের নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত আতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সুরা হজুরাত-১২)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَبَرَّأُونَ مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْ هُوَ إِلَّا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَّحِيمٌ۔ [الحجرات: ۱۲]

تحقیقات اللفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

الاجتناب ماسدأا افتعال بآب أمر حاضر معروف باهلاج جميع مذكرا حاضر : تيغاه

ମାଦାହ ପୁଣ୍ୟ ଜିନ୍ସ ଅର୍ଥ ତୋମରା ବିରତ ଥାକ ।

أَلْقَنْ : অর্থ ধারণা করা। শব্দটি باب نصر থেকে মাসদার।

تَفْعِلُ بَابُ نَهْيٍ حَاضِرٍ مَعْرُوفٍ بَاهَاجَّ حَمْسَرٌ حَاضِرٌ : لَا تَجْسَسُوا
التجسس مَادَاهُ سُونَسُونَ جِينَسُ جُونَسُونَ + سُونَسُونَ مَادَاهُ
গুপ্তচরবৃত্তি করো না ।

افتعال باب مضارع مثبت معروف باهاتش واحد مذکور غائب : لایغتَبْ

ماسداراں ماندھ جنس اگتیاب یا جو غ ب اسے یہن آگوچرے نہ کرے ।

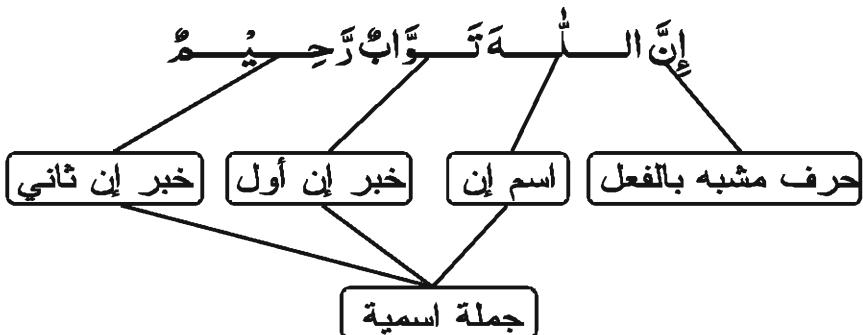
لَحْمٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে **لحوم** অর্থ গোষ্ঠ।

اِتْقُوا : افتعال بار امر حاضر معروف جمع مذکر حاضر ماسدراں تے ایتقاء لفیف مفروق جنس و + ق + ی مادھاں تے ایتقاء ایتھاں کرو۔

تَوَّبْ : **خیگاہ** ماسدّار نصر اے فاعل مبالغہ بآہاچ جمع مذکور ماندہ

أَجُوفٌ وَأَوْيٌ تِرْجِيمَس + ب کشمکشیل ।

তারকিব:



মূল বক্তব্য:

আলোচ্য আয়াতে কারিমায় কোনো মানুষ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কুধারণা অধিকাংশ সময় মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন হয়ে থাকে। এমনিভাবে কোনো মানুষের গোপন বিষয় অনুসন্ধানের ব্যাপারেও নিষেধ করা হয়েছে এবং কোনো ব্যক্তির গিবত করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এমনকি কুরআন কারিমে একে মৃত ভাইয়ের গোষ্ঠ খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

টীকা:

ঝন্টি : শব্দের অর্থ ধারণা করা, আন্দাজে কথা বলা। এখানে ঝন্টি সুন্দর বলতে বলতে বা মন্দ ধারণা, কুধারণা উদ্দেশ। এটা হারাম। জানা প্রয়োজন যে, ধারণা মোট চার প্রকার। যথা-

১. **হারাম ধারণা:** আল্লাহ তাআলার প্রতি কুধারণা পোষণ করা যে, তিনি আমাকে শান্তিই দেবেন বা সর্বদা বিপদেই রাখবেন। এমনিভাবে যে মুসলমানকে বাহ্যিকভাবে সৎ মনে হয় তার সম্পর্কেও কুধারণা করা হারাম। হাদিসে আছে- **إِنَّمَا وَالظَّنْ فَيَأْتِ الْقَذْبُ الْحَدِيرِيُّ** তোমরা ধারণা হতে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর। (তিরমিজি, আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে।)
২. **ওয়াজিব ধারণা:** যেখানে কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট প্রমাণ নেই সেখানে প্রবল ধারণানুযায়ী আমল করা হারাম। যেমন: মোকাদ্দামার ফয়সালার ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সাক্ষানুযায়ী রায় দেওয়া।
৩. **জারেজ ধারণা:** যেমন, নামাজের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহ হলে (৩/৪ রাকাত) তখন প্রবল ধারণানুযায়ী আমল করা জারেজ।

৮. মুস্তাহাব ধারণা: সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব।

হাদিসে আছে حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعَبَادَةِ অর্থাৎ, ভালো ধারণা পোষণ করা উত্তম ইবাদতের অঙ্গভূক্ত। (আবু দাউদ, বায়হাকি, আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে)

تَجْسِّسُ :

গোয়েন্দাগিরি করা বা কারো দোষ অনুসন্ধান করা: কোনো মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করে বের করা জায়েজ নয়। হাদিস শরিফে আছে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন তাকে স্বর্গে লাভিত করে দেন। (কুরতুবি) সুতরাং, গোপনে বা নিদ্রার ভান করে কারো কথাবার্তা শোনা নিষিদ্ধ এবং تَجْسِّسُ এর অঙ্গভূক্ত। কিন্তু যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের বা অন্য মুসলমানদের হেফাজতের উদ্দেশ্য থাকে তবে শক্ত ঘড়িযন্ত্র ও দুরভিসন্ধিমূলক কথাবার্তা শোনা জায়েজ। (বয়ানুল কুরআন)

الْغِيْبَةُ :

গিবত কথাটা আরবি হতে এসেছে। যার অর্থ-অনুপস্থিতি। গিবত অর্থ পশ্চাতে নিন্দা করা।

পরিভাষায়- ڈُكْرُؤْ أَخَافِ بِمَا يَكْرَهُ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে কষ্ট দেয় এমন আলোচনা করাকে গিবত বলা হয়। গিবত করা হারাম। যদি উল্লেখিত দোষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তবে তা হলো গিবত। অন্যথায় অপবাদ হবে, যা আরো মারাত্ক। গিবত করা কবিরা গুনাহ। একে পবিত্র কুরআনে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। গিবত করা ও শ্রবণ করা সমান অপরাধ।

হজরত মায়মুন রা. বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনেক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম, আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল, কারণ তুমি অমুক ব্যক্তির গোলামের গিবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কথনো কোনো মন্দ কথা বলিনি। সে বলল, হ্যাঁ। এ কথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গিবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এ ঘটনার পর থেকে হজরত মায়মুন রা. নিজে কথনো কারো গিবত করেননি এবং তার মজলিশে কারো গিবত করতে দেননি। (মাজহারি)

এক হাদিসে আছে, রসুল (ﷺ) বলেন-

الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الرِّزْقِ (রَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَنَسِ)

অর্থাৎ, গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্ক গুনাহ। সাহাবারা আরজ করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তাওবা করলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু যে গিবত করে তাকে প্রতিপক্ষ মাফ না করা পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ হয় না। (মাজহারি)

তাই গিবতকৃতের নিকট থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। সে মারা গেলে তার কবর জিয়ারত করে তার জন্য দোআ করলে মাফের আশা করা যায়।

গিবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। শিশু, পাগল ও কাফেরের গিবত করাও হারাম। তবে প্রকাশ্য ফাসেকের অপকর্মের কথা বলা, কাজির কাছে নালিশের জন্য কারো দোষ বলা ইত্যাদি গিবতের পর্যায়ভূক্ত নয়।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. কারো ব্যাপারে কুধারণা করা নিষেধ।
২. কারো দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করা নিষেধ।
৩. অন্যের গিবত করা হারাম।
৪. গিবতকারী তাওবা করলে গিবতকৃত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়া সাপেক্ষে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন।
৫. সকল ধারণা সঠিক হয় না।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. ظن کت প্রকার?

ক. ২ প্রকার

খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার

ঘ. ৫ প্রকার

২. অন্যের প্রতি সুধারণা রাখার হুকুম কী?

ক. واجب

খ. فرض

গ. سنة

ঘ. مستحب

৩. রহিম খালেদের রুমের জানালার পাশে কান লাগিয়ে গোপন কথা শোনার চেষ্টা করল। রহিমের কাজটি কেমন?

ক. حرام

খ. مكروه

গ. خلاف أولى

ঘ. مباح

৪. গিবতের কাফফারা হলো-

- i) আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া
- ii) গিবতকৃত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়া
- iii) মনে মনে অনুশোচনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. গিবতকে কার গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে?

- | | |
|----------------|------------------|
| ক. মরা ভাইয়ের | খ. জীবিত ভাইয়ের |
| গ. অমুসলিমের | ঘ. মুসলিমের |

খ. সূজনশীল প্রশ্ন:

খালেদ তার বন্ধুদের আড়তায় করিম সম্পর্কে বলল, সে লোকটা বেশি ভালো নয়। খালেদের এক বন্ধু বলল, করিমের সমালোচনা করা হচ্ছে। এটা পাপ। খালেদ বলল, আমি সত্য কথা বলছি।

ক. **الغيبة** এর অর্থ কী?

খ. **الغيبة** বলতে কী বুঝায়?

গ. খালেদের কাজটি শরিয় তর দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কার পক্ষ নিবে এবং কেন? বিশ্লেষণ কর।

৪ৰ্থ পাঠ

অপচয়

ইসলাম সত্য ও সুন্দর ধর্ম। শিখিলতা ও বাড়াবাড়ি কোনোটাই এখানে ভালো নয়। তাই কৃপণতা যেমন জায়েজ নেই, অদ্বিতীয় অপচয় এবং অপব্যয়ও এ ধর্মে অবৈধ। সকল কাজে মধ্যম পছন্দ অবলম্বনের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। কারণ, অপচয়কারী শয়তানের ভাই। অপচয় দারিদ্র্য আনে, আর দারিদ্র্য কুফরির দিকে ধাবিত করে। এজন্যই ইসলামে অপচয়কে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ	আয়াত
(৩১) হে বনি-আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান কর এবং খাও ও পান কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না। (সুরা আরাফ-৩১)	يَعْلَمُ أَدَمَ حُذُوا زِينَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (সুরা আল-أعراف: ৩১)

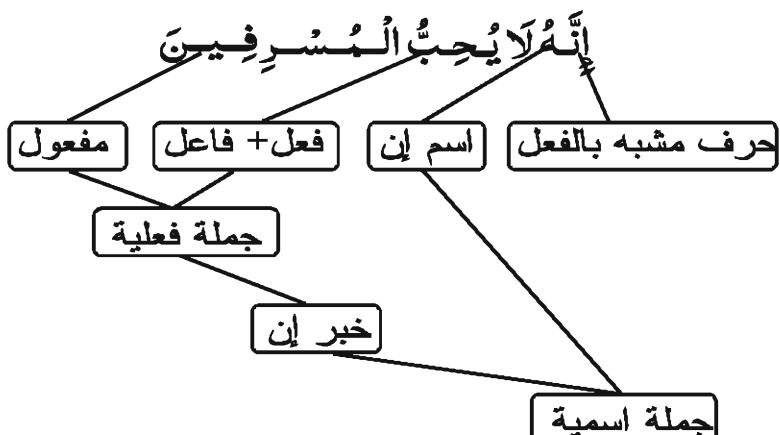
(شব্দ বিশ্লেষণ) : تحقیقات الْأَلْفاظ

- خُذُوا** : ছিগাহ বাব অর্থে মাসদার নصر প্রাপ্তি বাহাহ জুন মন্ত্র কর প্রাপ্তি করো।
- زِينَةٌ** : সৌন্দর্য/ সাজ-সজ্জা, সুন্দর পোশাক।
- كُلُوا** : ছিগাহ বাব অর্থে মাসদার নصر প্রাপ্তি বাহাহ জুন মন্ত্র কর প্রাপ্তি করো।
- إِشْرَبُوا** : ছিগাহ বাব অর্থে মাসদার সবুজ প্রাপ্তি বাহাহ জুন মন্ত্র কর প্রাপ্তি করো।

الإِسْرَافِ مَا سَدَّارٌ إِفْعَالٌ بَابٌ نَهْيٌ حَاضِرٌ مَعْرُوفٌ بَاهْتَاحٌ جَمِيعٌ مَذْكُورٌ حَاضِرٌ حَقِيقٌ : لَا تُشْرِفُوا
مَادْحَاهٌ أَرْثَ-صَحِيحٌ جِينِسٌ س+ر+ف+ تَوْمَرَا أَبْضَلَّ كَرْوَةٌ نَا ।

س + ر + ف ماندہ ماسداں ایفیل مادہ مذکور جمع باہاڑ فاعل اسے : **الْمُسِرِّفُونَ** ہیگا ہے۔
جنس صحیح اپنے کاریگان ایسے۔

ତାରକିବ୍:



ନାଭିଲେର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ:

জাহেলি যুগে আরবরা উলঙ্গ হয়ে কাবা শরিফ তাওয়াফ করতো এবং হজ্জের দিনগুলোতে ভালো খানা খাওয়াকে গুনাহের কাজ মনে করতো। তাদের এ ভ্রান্ত কাজ-কর্মের মূলোৎপাটন করে মুমিনদেরকে উত্তম নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। (مَعَارِفُ الْقُرْآن)

ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦେଶ୍ୱର

ইসলাম সুন্দর ধর্ম। সৌন্দর্যকে পছন্দ করে। এজন্য আল্লাহ পাক নামাজের সময় উভ্রম পোশাক পরিধান করার আদেশ করেছেন। খাদ্য-পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রে অপচয়কে নিষেধ করেছেন। কারণ অপচয় করা শয়তানি খাচ্ছাত এবং আল্লাহ পাক তা পছন্দ করেন না। তাই অপচয় থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। এটাই আয়তের উদ্দেশ্য।

টীকা:

নামাজে পোশাকের হ্রস্বম: পোশাক পরিধান করে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি হচ্ছে- পুরুষের জন্য নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের মুখমণ্ডল, হাতের তালু ও পদযুগল ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ শরীর নামাজের সময় ঢাকা ফরজ। একে সতর বলে। নামাজ শুধু হওয়ার জন্য সতর ঢাকা ফরজ। এ হলো ফরজ পোশাকের কথা, যা না হলে নামাজই হয় না। নামাজে শুধু সতর আবৃত করাই কাম্য নয়, বরং আয়াতে সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করতে বলা হয়েছে। তাই পুরুষের খালি মাথায় নামাজ পড়া কিংবা কনুই খুলে নামাজ পড়া মাকরুহ। হাফশার্ট পরিহিত অবস্থায় হোক কিংবা আস্তিন গোটানো অবস্থায় হোক সর্বাবস্থায় মাকরুহ। (مَعَارِفُ الْقُرْآن)

হজরত হাসান বসরি (র) নামাজের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যন্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তাই আমি তাঁর সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন, خُذُوا زِينَاتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও। (সুরা আরাফ- ৩১)

إِسْرَافٌ:

إِسْرَافٌ অর্থ- অপচয় করা। ইহা হারাম কাজ। বৈধ কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাকে ইস্রাফ বলে। ইসলামে পানাহারের আদেশ করার সাথে সাথে ইস্রাফ কে নিষেধ করা হয়েছে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার ফরজ। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরজ কাজ সম্পাদন করতে অক্ষম হয় তবে সে আল্লাহর কাছে অপরাধী ও পাপী বলে গণ্য হবে।

আবার ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য। ইসলামে উদর পূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে নিষেধ করা হয়েছে। (أَحْكَامُ الْقُرْآن)

তাই পানাহারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ পাক বলেন-

وَاللَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَعْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً

এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অথবা ব্যয় করে না, আর কৃপণতাও করে না। বরং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (সুরা ফুরকান-৬৭)

হজরত ওমর (রা) বলেন, বেশি পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ, অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্তী। (ফুহল মাআনি)

অপচয়কারী শয়তানের ভাই। অপচয় করলে জীবনে বরকত হয় না। হাদিস শরিফে আছে-

مَاعَالٌ مَّنِ افْتَصَدَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মধ্যমপন্থায় ব্যয় করে সে দরিদ্র হয় না। তাই জীবন যাপনে মধ্যমপন্থী হতে হবে।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

তাফসিরে **مَعَارِفُ الْقُرْآنِ** এ বলা হয়েছে, এ আয়াত থেকে কয়েকটি শিক্ষা পাওয়া যায়। যথা-

১. যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার করা ফরজ।
২. শরিয়তের দলিল দ্বারা হারাম প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব হালাল।
৩. আল্লাহ ও রসূলের নিষিদ্ধ বস্তসমূহ ব্যবহার করাও অপব্যয়।
৪. যেসব বস্তু আল্লাহ হালাল করেছেন তা হারাম মনে করা মহাপাপ।
৫. পেট ভরে খাওয়ার পর আহার করা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।
৬. এত কম খাওয়া যাবে না- যাতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ায় ফরজ কাজে ব্যাঘাত ঘটে।
৭. সর্বদা পানাহারের চিন্তায় ময় থাকাও পাপ।
৮. মনে কিছু চাইলেই তা খাওয়া অপচয়। (**مَعَارِفُ الْقُرْآنِ**)

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি:

১. ইন্ন কোন প্রকারের হরফ?

ক. حرف العلة

খ. حرف مشبه بالفعل

গ. الحرف الشمسي

ঘ. الحرف القمري

২. এর মান্দাহ কী?

ক. ل+و.

খ. ك+ل

গ. ك+ل+أ

ঘ. ل+و

৩. হাতের কনুই খোলা রেখে নামাজ পড়া কী?

ক. حرام

খ. مكروه

গ. مباح

ঘ. خلاف أولى

৪. إسراف এর হকুম কী?

ক. حرام

খ. مکروہ

গ. مباح

ঘ. خلاف أولی

৫. অপচয়কারীকে আলকুরআনে বলা হয়েছে-

- i) শয়তানের বন্ধু
- iii) শয়তানের বাবা

ii) শয়তানের ভাই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. ii ও iii

খ. سُজْنَشِيلِيَّةُ اِسْرَافٍ:

রহস্যদিন ধনী মানুষ। তার ছোট ছেলে পেটপুরে খাবার খায় এবং বলে, খাবার নষ্ট করা অপচয়। আর অপচয় করা গুনাহ। পক্ষান্তরে, বড় ছেলে বলে, বেশি খেলে সম্পদ অপচয় হবে। তাই সে মোটেই খেতে চায় না।

ক. إسراف অর্থ কী?

খ. إسراف কাকে বলে?

গ. رহস্যদিনের ছোট ছেলের আচরণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি দুই ছেলের কাকে এবং কেন সমর্থন করবে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

তাজভিদ শিক্ষা

১ম পাঠ

তাজভিদের শুরুত্ব ও পরিচয়

ইলমে তাজভিদের শুরুত্ব:

মহাত্ম আল কুরআন আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম। এতে মানবজীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই কুরআন মাজিদ পাঠ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তবে অশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা যাবে না। কারণ তাতে কঠিন গুনাহ হয়। হাদিস পাকে আছে-

رَبَّ تَالِ لُّقْرُانِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ - (كذا في الإحیاء عن انس)

অর্থ : কুরআনের অনেক পাঠক আছে, কুরআন তাদের অভিশাপ দেয়। অর্থাৎ যারা শুন্দরপে তেলাওয়াত করে না।

শুন্দরপে কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ পাক আল-কুরআনে আদেশ দিয়েছেন।

এরশাদ হচ্ছে- وَرَتَلِ الْقُرْآنَ تَرْزِيْلًا (سورةالمزمول)

অর্থ : আপনি তারতিল সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করুন। আর তারতিল বলা হয়- শুন্দরপে আস্তে আস্তে পাঠ করাকে।

তাই শুন্দরপে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য عِلْمُ التَّجْوِيْدِ শিক্ষা করা কর্তব্য।

তাজভিদের পরিচয় :

جِئْ وِيْ مَانِ سُونْدَر করা। যে নিয়ম-কানুন মেনে কুরআন পাঠ করলে পঠন সুন্দর ও শুন্দ
হয় তাকে ইলমে তাজভিদ বলে। তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন পাঠ করা সকল ওলামার ঐকমত্যে
ফরজ।

তাই আমাদের আরবি হরফের মাখরাজ, সিফাত, নুন সাকিন ও তানভিনের আহকাম ইত্যাদি
তাজভিদের নিয়ম-কানুন জানা দরকার। যাতে আরবি হরফকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করে শুন্দরপে
কুরআন তেলাওয়াত করা যায়।

২য় পাঠ

আরবি হরফসমূহের মাখরাজের বিবরণ

মাখরাজ অর্থ- বের হওয়ার স্থান। পরিভাষায়-আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। ইলমে তাজভিদে মাখরাজের শুরুত্ব অপরিসীম। হরফের মাখরাজ না জানলে সঠিক উচ্চারণ সম্ভব নয়। অনেক সময় ভুল উচ্চারণের কারণে কুরআন মাজিদের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। যাতে নামাজও নষ্ট হয়। আরবি ভাষায় ২৯টি হরফ উচ্চারণের মোট মাখরাজ ($16+1$) = ১৭টি।

এক. কঠনালীর শুরু হতে ء ও ة উচ্চারিত হয়। যেমন- ء, ة

দুই. কঠনালীর মধ্যখান হতে ع ও ح উচ্চারিত হয়। যেমন- ع-ح

তিনি. কঠনালীর শেষ হতে غ ও خ উচ্চারিত হয়। যেমন- غ-خ

এ ছয়টি (ء-ة-ع-ح-غ-خ) হরফকে একত্রে হরফে হলিকি বা কঠনালীর হরফ বলে।

চার. জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ق উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- ق

পাঁচ. জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ف উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- ف

ছয়. জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ك-ش-ي উচ্চারণ করতে হয়।
যেমন- ك-ش-ي

সাত. জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের সাথে লাগায়ে ض উচ্চারণ করতে হয়। যেমন-
ض

আট. জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লাগায়ে ل উচ্চারণ করতে হয়।
যেমন- ل

নয়. জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ن উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- ن

দশ. জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ر উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- ر

এগার. জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগায়ে ـ-ـ-ـ উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- ـ-ـ-ـ

বার. জিহ্বার আগা সামনের নীচের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগায়ে ـ-ـ-ـ উচ্চারণ করতে হয়।
যেমন- ـ-ـ-ـ

তের. জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগায়ে ৩.১.৬ উচ্চারণ করতে হয়।

যেমন- **فَأَذْكُرْ**

চৌদ্দ. নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগায়ে ৫ উচ্চারণ করতে হয়।

যেমন- **فَ**

পনের. দুই ঠোঁট হতে **م.-ب.**, উচ্চারিত হয়, ঠোঁট গোল করে মুখ খোলা রেখে, প **ف** ঠোঁটের ভিজা জায়গা হতে এবং **م** দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হতে উচ্চারিত হয়। যেমন- **أُمْ-أَبْ**.

ষেৱেল. মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের অক্ষর পড়তে হয়। যেমন- **بَ-بِـ**.

সতের. নাকের বাঁশি হতে গুল্মাহ উচ্চারিত হয়। যেমন- **مَنْيُونْ-إِنْ**.

তৃতীয় পাঠ নুন সাকিন ও তানভিনের বর্ণনা

নুন এর উপর সাকিন হলে তাকে নুন সাকিন এবং দুই যবর, দুই যের এবং দুই পেশকে তানভিন বলে। নুন সাকিন (ف) তার পূর্বের হরফের সাথে মিলে একত্রে উচ্চারিত হয়। পৃথকভাবে একাকী উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন নুন সাকিন (ف) হামজার সাথে মিলে আন (ف) হলো।

আর তানভিন কোনো হরফের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। এ জন্য তাকে কোনো হরফের সাথে যুক্ত করলে, তখন তানভিনে একটি গুণ নুন উচ্চারিত হয়। যেমন- **ا**। এক্ষেত্রে নুন গুণ রয়েছে। যার প্রকৃত রূপ **أْ-إِنْ-إِنْ**

নুন সাকিন (**نُونْ-سَكِينْ**) ও তানভিন (**نُونْ-بَنْ**) পাঠ করার নিয়ম চার প্রকার। যথা-

১. ইজহার (**إِجْهَار**) (স্পষ্ট করা) ২. ইকলাব (**إِقْلَاب**) (পরিবর্তন করা)

৩. ইদগাম (**إِدْغَام**) (মিলিত করা) ৩. ইখফা (**إِخْفَاء**) (গোপন করা)।

১. ইজহার (إِجْهَار**):** এর শাব্দিক অর্থ স্পষ্ট করে পাঠ করা। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হুরফে হলকি (**ع.-ع.-ع.-ع.**) ছয়টির কোনো একটি আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে তার নিজ মাখরাজ থেকে গুল্মাহ ব্যতীত স্পষ্ট উচ্চারণ করা। যথা-

عَذَابَ أَلِيْمٍ-عَلِيْمٍ حَكِيمٍ-مِنْ أَمْرٍ-مِنْ خَيْرٍ

উল্লেখ্য, নুন সাকিন এবং তানভিন উভয়ের মধ্যে উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নুন সাকিন ওয়াক্ফ (وَقْف) এবং ওয়াসল (وَصْل) উভয় অবস্থায় নিজ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন-
 مِنْ قَبْلٍ رَبُّ الْعَالَمِينَ
 ইত্যাদি।

ওয়াক্ফ অবস্থায় তানভিন উচ্চারিত হয় না; বরং তা সাকিন হয়ে যায়। যেমন-**أَحَدٌ** এখানে দাল-এর তানভিন উচ্চারিত না হয়ে সাকিন হয়েছে। অর্থাৎ **حُرْ** হয়েছে। কিন্তু ওয়াসল (মিলিত) অবস্থায় তানভিন উচ্চারিত হয়। যথা-**مَاءٌ دَافِئٌ** শব্দের হামযা (ماء) এর তানভিন উচ্চারিত হয়েছে।

২. ইক্সলাব (لَاب) : অর্থ পরিবর্তন করা। নুন সাকিন ও তানভিনের পরে বা (ب) হরফ হলে নুন সাকিন ও তানভিনকে ঘিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করাকে ইক্সলাব (لَاب) বলে। এ স্থলে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ গুন্নাহর সাথে পাঠ করতে হয়। যেমন-**سَبِيعٌ بَصِيرٌ** ইত্যাদি।

৩. ইদগাম (غَام) : অর্থাৎ মিলিত করা। ইদগামের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-**إِدْخَالُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ** অর্থাৎ একটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করানো। আর তাজিভিদ শাস্ত্রে ইদগাম হলো- একটি হরফকে অন্য একটি হরফের সাথে মিলিয়ে একত্রে উচ্চারণ করা। এক্ষেত্রে প্রথম হরফটি দ্বিতীয় হরফের মধ্যে এমনভাবে মিলিত হবে যাতে প্রথম হরফের মাখরাজ ও সিফাত বিলীন হয়ে দ্বিতীয় হরফের রূপ ধারণ করে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় হরফটি তাশদিদযুক্ত হবে। এক ইদগামে তাম (**تَام**) বলে।

আর পরস্পর দুটি হরফ মিলিত হওয়ার পরে প্রথম হরফটির কিঞ্চিৎ মাখরাজ ও সিফাত উচ্চারিত হলে তাকে ইদগামে নাকেস (**غَام نَاقِص**) বলে।

ইদগামের হরফ ছয়টি; যথ- **ي-ر-م-ل-و-ন** একত্রে **يَرْمَلُونَ** বলে।

ইদগাম দুই প্রকার। যথা- ১. ইদগাম মায়াল গুন্নাহ (**غَام مَعَ الْغُنْنَة**)
 (ادْغَام مَعَ الْغُنْنَة)

২. ইদগাম বিলা গুন্নাহ (**غَام بِلَاغْنَة**)

১. ইদগাম মায়াল গুন্নাহ (**غَام مَعَ الْغُنْنَة**): নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ২য় শব্দের শুরুতে ইদগামের চারটি হরফ (-**ي-م-ل-و**) একত্রে এর কোনো একটি হরফ হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে তার পরবর্তী হরফের সাথে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পাঠ করাকে ইদগাম মায়াল গুন্নাহ বলে। যেমন-**قَوْمٌ يَغْرِقُونَ** মাই-**مَنْ وَآلِ** ইত্যাদি।

২. ইদগাম বিলা গুলাহ (إِدْعَامٌ بِلَاغْنَةٍ) : নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ২য় শব্দের শুরুতে ইদগামের দুটি হরফ -ر- এর কোনো একটি হরফ হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে নিজ মাখরাজ ও সিফাত বিলীন করে গুলাহ ব্যতীত ইদগাম করে পাঠ করাকে ইদগামে বিলা গুলাহ (إِدْعَامٌ بِلَاغْنَةٍ) বলে। একে ইদগামে তাম বা পরিপূর্ণ ইদগামও বলে। যেমন- مَنْ لَا يُحِبُّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ- ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, মুন সাকিন ও তানভিনের নিয়ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চার ষাণে ইদগাম হয় না। যেমন- **دُنْيَا** -
قِنْوَانْ -**بُنْيَانْ** -**صِنْوَانْ** -**إِنْ** এ সকল ষাণে ইদগাম না হওয়ার কারণ এই যে, এখানে একই শব্দে মুন
সাকিন ও তানভিনের পরে ইদগামের হরফ হয়েছে। এটা ইদগামের নিয়মের পরিপন্থী হওয়ার কারণে
ইদগাম হয়নি। ইদগাম হতে হলে দুই শব্দে দুই হরফ থাকতে হয়। আর ইদগামের উদ্দেশ্য হলো
কঠিন উচ্চারণকে সহজ করা। পক্ষান্তরে, উক্ত শব্দসমূহে ইদগাম করলে উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়।
যেমন- **صِنْوَانْ** কে **قِنْوَانْ** এবং **بُنْيَانْ** কে **دُنْيَا**, **بُنْيَانْ** কে **دُنْيَا**-

৪. ইখফা (خَفَاء) : ইখফা বলতে বোঝায় নুন সাকিন ও তানভিনকে এমনভাবে গোপন করে পাঠ করা যাতে তা ইজহার ও ইদগাম উচ্চারণের মাঝামাঝি অবস্থায় উচ্চারিত হয়।

আর্থাৎ **الْأَخْفَاءُ حَالَةٌ بَيْنَ الْأَظْهَارِ وَالْإِدْعَامِ** তাজভিদ বিশারদগণের অভিমত ইজহার এবং ইদগামের মধ্যবর্তী অবস্থাকে ইখফা বলে। সুতরাং ইখফার হরফের যে কোনো একটি হরফ নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে গুল্লাহসহকারে ইখফা (اخفاء مع الغنة) করতে হয়। একে ইখফায়ে হাকিকি বলে।

ইখফার হৱফ পনেরটি :

ت.ث.ج.د.ذ.س.ش.ص.ض.ط.ظ.ف.ق.ك

ইথিফার উদাহরণ :

لَنْ تَنَالُ. مِنْ ثَمَرَاتٍ يَنْسِلُونَ. عَمَّا لَا صَالِحًا. مَاءً دَافِقٌ

৪ৰ্থ পাঠ

মিম সাকিনের বৰ্ণনা

মিম (م) হৱফের উপর জয়ম হলে তাকে মিম (م) সাকিন বলে। উক্ত মিম সাকিন পাঠ কৱাৰ নিয়ম তিনি প্ৰকাৰ। যথা-

১. ইখফা (إِخْفَاء)

২. ইদগাম (إِدْغَام)

৩. ইজহার (إِظْهَار)

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা কৱা হলো।

১. ইখফা (إِخْفَاء) :

মিম সাকিনের পৰে 'বা' (ب) হৱফ হলে ঐ মিম সাকিনকে **إِخْفَاء مَعَ الْغُنَّة** বা গুন্নাহ সহকাৰে ইখফা (إِخْفَاء) কৱতে হয়। উচ্চাৱণকালে দুই টোঁট মিলিত হয়ে কিঞ্চিৎ গুন্নাহ লোপ পায় এবং এক আলিফ থেকে দেড় আলিফ পৰিমাণ দীৰ্ঘ কৱতে হয়। একে ইখফায়ে শাফাভি বলে। যেমন-
وَمَا هُمْ بِّئْلُوْزِيْنَ تَزْمِيْنِ مِنْ حَجَّاَرَةٍ ইত্যাদি।

২. ইদগাম (إِدْغَام) :

মিম সাকিনের পৰে আৱো একটি হৱকতযুক্ত মিম হলে উক্ত মিম সাকিনকে পৱন্তী মিমেৰ সাথে মিলিয়ে গুন্নাহ সহকাৰে পাঠ কৱাকে ইদগাম বলে। এটা উচ্চাৱণকালে তাৰ্কিদিদযুক্ত মিমেৰ ন্যায় উচ্চারিত হয় এবং গুন্নাহৰ কোনো পৰিবৰ্তন হয় না। এ ইদগামকে মিসলাইন (সগিৰ) বলে। যেমন-
فِيْ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ مَنْ خَلَقَ عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ইত্যাদি।

৩. ইজহার (إِظْهَار) :

মিম সাকিনের পৰে 'বা' (ب) এবং 'মিম' (م) ব্যতীত বাকি সাতাশ হৱফেৰ কোনো একটি হৱফ হলে উক্ত মিম সাকিনকে স্পষ্ট কৱে পাঠ কৱতে হয়। যেমন- **أَلْحَبْدُ أَنْعَبْتَ وَهُمْ تَرَ**। **خَالِدُونَ** ইত্যাদি।

ମେ ପାଠ

ମାଦ୍ଦେର ବିବରଣ

ମାଦ୍ଦ (ମାଦ୍) ଶଦେର ଅର୍ଥ ଦୀର୍ଘ କରା । ପରିଭାଷାୟ-କୁରାନ ଶାରିଫେର ଅକ୍ଷରଙ୍ଗଲୋକେ ବିଶେଷ ଶର୍ତ୍ତ ସାପେକ୍ଷେ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣେ ପଡ଼ାକେ ମାଦ୍ ବଲେ ।

ମାଦ୍ଦେର ହରଫ :

ମାଦ୍ଦେର ହରଫ ୩ଟି । ଯଥା- (୧) (ଅଫ) । ଯଥନ ଖାଲି ଥାକେ ଏବଂ ତାର ଡାନେ ଯବର ଥାକେ । (୨) (ଓଓ) । ଯଥନ ସାକିନ ଥାକେ ଏବଂ ତାର ଡାନେ ପେଶ ଥାକେ । (୩) (ମୁଁ) ଯଥନ ସାକିନ ଥାକେ ଏବଂ ତାର ଡାନେ ଯେର ଥାକେ । ଉଦାହରଣ : [ନୁହିଁ] ତବେ ଯଦି , ସାକିନ ଓ ଯି ସାକିନେର ଡାନେ ଯବର ଥାକ ତାହଲେ ଉତ୍ତ , ଓ ଯ କେ ଲିନେର ହରଫ ବଲେ ।

ମାଦ୍ଦେର ପରିମାଣ :

ମାଦ୍ ୧ ଥିକେ ୪ ଆଲିଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରା ଯାଯ । ୨ଟି ହରକତ ଏକସାଥେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରତେ ଯେ ସମୟ ଲାଗେ ତାଇ ହଲୋ ୧ ଆଲିଫ । ଯେମନ-ରୁ+ରୁ ବଲତେ ଯେ ସମୟ ପ୍ରୟୋଜନ ହୟ ତା ଏକ ଆଲିଫେର ପରିମାଣ ।

ଅଥବା, ହାତେର ଏକଟି ଆଂଗୁଳ ସୋଜା ଅବଶ୍ଵା ଥିକେ ମଧ୍ୟମ ଗତିତେ ବନ୍ଧ କରତେ ଯେ ସମୟେର ପ୍ରୟୋଜନ ହୟ ତାକେ ଏକ ଆଲିଫ , ଦୁଟି ଆଂଗୁଳ ବନ୍ଧ କରତେ ଯେ ସମୟେର ପ୍ରୟୋଜନ ହୟ ତାକେ ଦୁ'ଆଲିଫ ବଲା ହୟ । ଏଭାବେ ତିନ ଓ ଚାର ଆଲିଫେର ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରଣ କରା ଯାଯ ।

ମାଦ୍ଦେର ପ୍ରକାରଭେଦ :

ପରିମାଣେର ଦିକ ଥିକେ ମାଦ୍ ୩ ପ୍ରକାର । ଯଥା-

- (୧) ଏକ ଆଲିଫ ମାଦ୍
- (୨) ତିନ ଆଲିଫ ମାଦ୍
- (୩) ଚାର ଆଲିଫ ମାଦ୍ ।

ଏକ ଆଲିଫ ମାଦ୍ଦେର ବର୍ଣନା :

ଏକ ଆଲିଫ ମାଦ୍ ୩ ପ୍ରକାର । ଯଥା- ୧ । ମାଦ୍ଦେ ତବାୟି , ୨ । ମାଦ୍ଦେ ବଦଲ , ୩ । ମାଦ୍ଦେ ଲିନ ।

ମାଦ୍ଦେ ତବାୟି :

ଯବରଓୟାଲା ଅକ୍ଷରେର ପର ଖାଲି ଆଲିଫ , ପେଶ ଓୟାଲା ଅକ୍ଷରେର ପର ସାକିନ ଓୟାଲା ଓୟାଓ ଏବଂ ଯେର ଓୟାଲା ଅକ୍ଷରେର ପର ସାକିନ ଓୟାଲା ଇଯା ହଲେ ଉତ୍ତ ଅକ୍ଷରେର ହରକତକେ ଏକ ଆଲିଫ ଟେନେ ପଡ଼ିତେ ହୟ ।

ଏକେ ମାଦ୍ଦେ ତବାୟି ବା ମାଦ୍ଦେ ଜାତି ବା ମାଦ୍ଦେ ଆଛଲି ବଲେ । ଯେମନ : [ନୁହିଁ]

মাদ্দে বদল :

বদল অর্থ- পরিবর্তন করা। হামজা সাকিনকে তার পূর্বের হরফের হরকত অনুযায়ী মাদ্দের হরফ (।-ي
و-)- দ্বারা বদল করে পড়াকে মাদ্দে বদল বলে। ইহা এক আলিফ টানতে হয়। যেমন : أَمْنٌ মূলে
أَمْنٌ ছিল।

মাদ্দে লিন :

লিনের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হলে তাকে মাদ্দে লিন বলে। ডান দিকের অক্ষরকে এক
আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন- خُوفٌ-بِيْتٍ

তিন আলিফ মাদ্দের বর্ণনা :

তিন আলিফ মাদ্দ ২ প্রকার। যথা-

- ১। মাদ্দে আরেজি
- ২। মাদ্দে মুনফাছিল।

মাদ্দে আরেজি :

মাদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হলে তাকে মাদ্দে আরেজি বলে। এমতাবস্থায় ডান দিকের
হরকতকে ৩ আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন : يَرْجِعُونَ-رَبُّ الْخَلَقِينَ

মাদ্দে মুনফাছিল :

মাদ্দের হরফের পরে ২য় শব্দের প্রথমে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুনফাছিল বলে। ইহা তিন আলিফ
টেনে পড়তে হয়। যেমন: وَمَا أَنْزَلَ لَا أَعْبُدُ

চার আলিফ মাদ্দের বর্ণনা :

চার আলিফ মাদ্দ ৫ প্রকার। যথা :

১. মাদ্দে মুত্তাছিল
২. মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফফাফ
৩. মাদ্দে লাজিম হরফি মুছাকাল
৪. মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফফাফ
৫. মাদ্দে লাজিম কালমি মুছাকাল

মাদে মুত্তাহিল :

মাদের হরফের পরে একই শব্দে হামজা হলে তাকে মাদে মুত্তাহিল বলে। ইহা চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন : جَاءَ.

মাদে লাজিম হরফি মুখাফফাফ :

যে সমস্ত হরফে মুকাভায়াত- এর নাম ৩ অক্ষর বিশিষ্ট উহার বামে তাশদিদ না থাকলে তাকে মাদে লাজিম হরফি মুখাফফাফ বলে। হরফের নাম চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন- حُمْ-صّ-

মাদে লাজিম হরফি মুছাক্কাল :

যে সমস্ত হরফে মুকাভায়াত-এর নাম ৩ অক্ষর বিশিষ্ট উহার বামে তাশদিদ থাকলে তাকে মাদে লাজিম হরফি মুছাক্কাল বলে। হরফের নাম ৪ আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন : طَسْ-طَسْ-

মাদে লাজিম কালমি মুখাফফাফ :

একই শব্দের মধ্যে মাদের হরফের পরে সাকিন হরফ আসলে তাকে মাদে লাজিম কালমি মুখাফফাফ বলে। যেমন: الْأَنْ-

মাদে লাজিম কালমি মুছাক্কাল :

এই শব্দের মধ্যে মাদের হরফের পরে তাশদিদওয়ালা হরফ আসলে তাকে মাদে লাজিম কালমি মুছাক্কাল বলে। যেমন : دَابَّةً-وَلَا الضَّلَالُ يُن-

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলি :

১. তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন শরিফ পাঠ করা কি?

ক. فِرْض

খ. واجب

গ. سَنَة

ঘ. مستحب

২. কঠনালীর মধ্যখান হতে উচ্চারিত হয় কোন হরফ?

ক. غ

খ. ع

গ. م

ঘ. ل

৩. إِخْفَاءٌ করা-

- i. নুন সাকিনের কায়দা
- ii. মিম সাকিনের কায়দা
- iii. মাদের কায়দা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৮. مَنْ وَالِ - এর মধ্যে কোন কায়দা প্রযোজ্য হবে?

ادغام مع الغنة.

ادغام بلاحنة.

اخفاء شفوي

إظهار حقيقي

৫. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ - এর মধ্যে দাগ দেওয়া অংশে কিসের কায়দা?

ক. اخفاء

ادغام

ঘ. إظهار

إقلاب

খ. سৃজনশীল প্রশ্ন :

রহিম শুল তার ছেট বোন খুব দ্রুত কুরআন তেলাওয়াত করছে। সে বলল, তুমি কেন এত দ্রুত কুরআন পড়ছো? ছেট বোন বলল, কারণ যত অঙ্কর পড়া যাবে তার ১০ গুণ বেশি নেকি পাওয়া যাবে। রহিম বলল, এতে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হতে পারে।

ক. تجويد . শব্দের অর্থ কী?

খ. ماءِ الدِّرْءِ পরিমাণ বৃদ্ধিয়ে লেখ।

গ. ছেট বোনের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন কর।

ঘ. رحيمের মন্তব্যের সাথে তুমি কি এক মত? তোমার বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

শিক্ষক নির্দেশিকা

আল কুরআন মানব জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এতে একদিকে যেমনিভাবে মানব জীবনের আত্মিক বিষয় বিবৃত হয়েছে, তেমনিভাবে মানুষের জাগতিক কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট বিধানাবলি ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। জ্ঞানের ভাগার আল কুরআন থেকে এসব নির্দেশনা প্রাপ্তির জন্য আল কুরআন অধ্যয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই মাদরাসা শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আল কুরআনকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল কুরআন শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে। কিন্তু মানব জীবন গতিশীল এবং তার কর্মকাণ্ডের ধারাও পরিবর্তনশীল হওয়ায় শিক্ষাদান ব্যবস্থায়ও বিশ্বব্যাপী আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

তাই বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে আল কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবমূর্খী, জীবনঘনিষ্ঠ, ফলপ্রসূ এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক,

বিজ্ঞানমনস্ক, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী, মূল্যবোধসম্পন্ন সৎ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই পাঠ্য পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুস্তকটিতে কারিকুলামের নির্দেশনা মোতাবেক আল কুরআনের উপর একটি ভূমিকা, মুখ্য করণের জন্য কিছু সুরা এবং বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে তার মূলবৃক্ষ্য, শানে নুজুল, প্রয়োজনীয় টীকাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় প্রতি বিষয়ের শেষে আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি “সৃজনশীল” অনুশীলনের নমুনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় গতানুগতিক মুখ্য নির্ভরতা পরিহার করে দক্ষতা ভিত্তিক অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। সবশেষে তাজভিদ অংশ সংযোজন করা হয়েছে।

পাঠ্যদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ আয়ত্ত করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের উপর বহুলাখণ্ডে নির্ভরশীল। এতদসত্ত্বেও নিম্নে সম্মানিত শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কিছু পরামর্শ প্রদত্ত হলো।

- ১। যেহেতু আল কুরআন আল্লাহর বাণী সম্বলিত মহাগ্রন্থ, সেহেতু পুস্তকটির পাঠ শুরুর প্রাক্কালে ১/২টি ক্লাস এর মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা দরকার। যাতে শিক্ষার্থীদের হস্তয়ে গ্রন্থটি জানার ও অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পুস্তকের মধ্য/বাহির হতে মর্মস্পর্শী ১/২টি ঘটনা পেশ করা যেতে পারে।
- ২। শিক্ষক মহোদয় প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিবেন।
- ৩। প্রথমত আয়াতের সরল অনুবাদ শিক্ষা দিবেন। এক্ষেত্রে শান্তিক বিশ্লেষণ ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়ে আয়াতের অনুবাদ শিক্ষা দিবেন। বিশেষ বিশেষ আয়াত মুখ্য করাবেন।
- ৪। তাহকিক ও তারকিব ব্লাকবোর্ডের সাহায্যে অনুশীলন করাবেন।
- ৫। আখ্লাক সম্পর্কিত বিষয়গুলো পাঠ্যদানের ক্ষেত্রে সংচারিত্রের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি এবং অসৎ চরিত্রের প্রতি তার ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন।
- ৬। ইমান ও ইবাদত সম্পর্কিত আয়াতগুলো পাঠ্যদানের সময় শিক্ষার্থীদেরকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করবেন।
- ৭। ২য় অধ্যায়ের সুরাগুলো শিক্ষাদানের সময় তা তাজভিদসহ পাঠ করত অর্থসহ মুখ্য করণের প্রতি গুরুত্ব দিবেন।
- ৮। সৃজনশীল পদ্ধতি কী তা শিক্ষার্থীদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন। অনুশীলনীতে সংযোজিত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও রচনামূলক সৃজনশীল প্রশ্নমালার আলোকে পাঠ্যদান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতামূলক যোগ্যতা যেন শিক্ষার্থীরা অর্জনে সক্ষম হয় তা বিবেচনায় রেখে সামগ্রিক পাঠ পরিকল্পনা, পাঠ উপস্থাপন ও পাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- ৯। শিক্ষক মহোদয় প্রতিটি পাঠ শেষে ব্লাকবোর্ডেই ১/২টি উদ্দীপক তৈরি করে চারটি দক্ষতার নমুনা প্রশ্ন দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে বাঢ়ির কাজ হিসেবে অনুরূপ তৈরি করে আনতে বলবেন।
- ১০। প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষাসমূহ ছাড়াও পাঠ্যদানের মধ্যে পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করলে পাঠ মূল্যায়ন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।
- ১১। পরিশেষে আবারো সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, একজন শিক্ষাদরদী, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকই পারেন তার শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান অর্জনে যোগ্য করে গড়ে তুলতে। আর এক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজস্ব উজ্জ্বালিত কৌশলের বিকল্প নেই।



হে ইমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর
-আল কুরআন

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হবে
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত